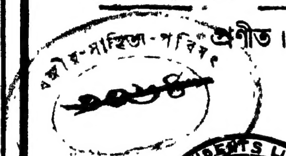
দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন

(বর্ত্তমান-সমাজ-চিত্র)

শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।





প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত,
ষ্টুডেন্ট্‌স্ লাইব্রেরী,
৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সন ১৩২০

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।



PRINTED BY PRIYA NATH DASS,

AT THE

FINE ART PRINTING SYNDICATE,

147, BARANASHI GHOSE STREET, CALCUTTA.



উপহার



বিলুপ্ত-ঋষি-মাহাত্ম্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা-কামনায়,

শ্রী ....র

কর-কমলে

"দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন"

.... সহিত

অর্পিত হইল।

....

সন
তারিখ } শ্রী ....

উৎসর্গ

পরমারাধ্য

পিতৃদেব স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

মাতৃদেবী স্বর্গীয়া শ্যামাসুন্দরী দেবীর

পবিত্র নামে

তাঁহাদের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ

এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ,

পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

অধম সন্তান

শ্রীকেদারেশ্বর।

আত্ম-নিবেদন।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন-দর্শনে, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, সমাজের মঙ্গল-কামনায়, "দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন," প্রণয়ন করিয়াছিলাম। অদ্য ঈশ্বরানুগ্রহে, তাহা প্রকাশিত হইল। যেরূপ গুণহীন ভিক্ষুক, সহজে ভিক্ষা-লাভের জন্য, কেহ বা "শীতলা-মূর্ত্তি," কেহ বা "গোপাল-মূর্ত্তি" সহ, গৃহিগণ-সমীপে উপস্থিত হয়, সেইরূপ আমিও, ভারত-মাতার জনৈক গুণহীন, অকৃতী সন্তান; মাতৃ-কাহিনী সহজে শুনাইবার জন্য, দেবগণের আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক, ভ্রাতৃগণ-সমীপে উপস্থিত হইলাম। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-পাঠে, যদি একটিমাত্র উচ্ছৃঙ্খল জীবনও, সুপথে আনীত হয়, তবেই, শ্রম সফল হইল, মনে করিব।

যে সমস্ত মনীষী ব্যক্তির সঙ্গীত ও সংবাদ-পত্র-প্রকাশিত কতিপয় বিষয়, এই গ্রন্থে স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট চিরঋণী রহিলাম। শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম্, এ, ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিশোর কাব্য-রত্ন, বিদ্যাবিনোদ, কবিরাজ মহাশয়, প্রুফ সংশোধনাদি দ্বারা, আমার যে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থে যে ত্রুটি দৃষ্ট হইবে, সদাশয় পাঠক-পাঠিকাগণ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে, বাধিত হইব এবং আগামী সংস্করণে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিব।

আউটসাহী,
ঢাকা।
২রা মাঘ, ১৩২০।

বিনয়াবনত
শ্রীকেদারেশ্বর শর্ম্মণঃ।

সূচী-পত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

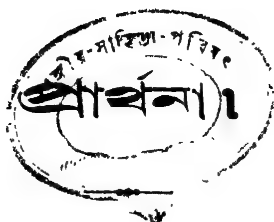
তৃতীয় অধ্যায়।

সহর-চিত্র।

শুদ্ধি-পত্র।

শুদ্ধ।		পৃষ্ঠা।	শুদ্ধ।		পৃষ্ঠা।
শৈলবৎ	...	২৩	গোখুরা	...	৫২
নীরোগ	...	৬৮ ; ৮১	দুঃখী	...	৯৯
নিত্যাঙ্ক	...	১০৯	দুঃখ-প্রকাশ	...	১৩৬
রাজার	...	১৪২	ব্যসনেম্বসক্তম্	...	১৫৪
আছে।	...	১৫৬	দর্শন	...	১৭৫
সরস্বতী	...	১৮৭	ঊর্দ্ধগামী	...	১৯১

মহিম্নোত্তুঙ্গে ... ২১৩



প্রার্থনা।

অন্ধকারে দিশা-হারা,
অজ্ঞান, জীয়ন্তে মরা,
আমি, দুঃখী, নিরাশ্রয়, পান্থ একজন,
তোমার সংসারে আসি,
ভ্রমিতেছি দিবা-নিশি,
কিন্তু তুমি, অবহেলে, কর না ঈক্ষণ।

তোমার ভবনে আসি,
রহিলাম উপবাসী!
এ বিশ্বে, এই কি বিধি, ক'রেছ প্রচার?
কিম্বা কর্ম্ম-হীন ব'লে,
চাহ না, নয়ন মেলে,
দীনে এত বাম, "দীন-বন্ধু" নাম যাঁর!

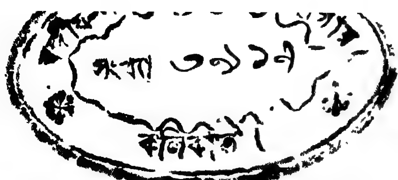
দীনবন্ধু, দাও ব'লে,
এ নামটি, কোথা পেলে,
তাহ'লে মনের খেদ, ঘুচিবে আমার,
এটি কি প্রকৃত নাম,
স্মরি যাহা অবিরাম,
অলীক কল্পনা কিম্বা, ভাষা ছলনার?

রাজাই এরূপ করে,
তবে আর বলি কারে!
কে আর শুনিবে বল, আকুল ক্রন্দন?
অভাগা জীবের গতি,
শুন, ওহে বিশ্বপতি!
কি হবে, কভু কি তাহা, ক'রেছ চিন্তন?

পাপ-তাপ, স্বেচ্ছাচার!
দেশ-ব্যাপী হাহাকার!
অভিনব ভারতেরে, করহ দর্শন,
মর্ত্ত্যে আসি, একবার,
নাশহ কলুষ-ভার,
দীন সেবকের, প্রভু, এই আকিঞ্চন।

কর্ম্ম-শীল ভাগ্যবানে,
চাহে না তোমার পানে,
করুণার কণা, তাঁরা, নাহি করে ভিক্ষা,
কিন্তু যারা কর্ম্মহীন,
মহাপাপী, অতি দীন,
তাহারা তোমার তরে, করিছে প্রতীক্ষা।

তব শুভ আগমনে,
দেব-ভাব লভি মনে,
ধন্য হবে পাপী তাপী, ভারত-সন্তান,
অন্নপূর্ণা অন্নদানে,
তোষিবেন দীনজনে,
গৃহে গৃহে জাগিবেন, যত মহাপ্রাণ।



দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন।

সূচনা।

একদা নারায়ণ, বৈকুণ্ঠ-ধামে একাকী উপবিষ্ট আছেন। অন্তরে উল্লাস নাই, নয়নে মাধুরী নাই, মুখ-মণ্ডল কালিমাময়। এমন সময়, দেবর্ষি নারদ আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনাকে এরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? যিনি ভবার্ণবের কর্ণধার, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তাঁহাকে আকুল দেখিলে, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর স্থিরভাব কিরূপে সম্ভব হয়? সামান্য বায়ু-ভরে তৃণরাজিই স্থান-চ্যুত হয়; ভয়ঙ্কর ঝটিকার সময়েও, অচল বিচলিত হয় না। প্রভু, আমার মনে হয়, কোনও অসামান্য কারণে, আপনার হৃদয় এরূপ ব্যথিত হইয়াছে"। নারায়ণ উত্তর করিলেন, "বৎস, তোমার অনুমান সত্য বটে;—আমি এক মর্ম্মভেদি-যাতনা অনুভব করিতেছি। অদ্য, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, আমার চিরপ্রিয় ভারত-ভূমির কথা মনে পড়িল! হায়! কি বলিব! দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়! হায়! সে দেশ আর নাই! সে সমাজ নাই! সে রীতি-নীতি, শিক্ষা, দান, ধ্যান, জপ,

তপ, যজ্ঞ, আর নাই ! সে মানুষ নাই, সে মনুষ্যত্ব নাই ! সে স্বামী নাই, সে স্ত্রী নাই ! সেরূপ ভয়-ভক্তি, স্নেহ-মমতা যেন, চির-কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে ! গৃহস্থ অন্নহীন ! চারিদিকে অভাবের অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে ! হায় ! সে দেশ আর নাই ! সে এক অভিনব দেশ ! সেখানে সব অভিনব ! পুরুষ অভিনব, স্ত্রী অভিনব ! প্রকৃতি অভিনব, হৃদয় অভিনব ! মানবের মনের সে বল নাই ! সুকৃতির সে সৌরভ নাই ! সে প্রেম নাই, প্রীতি নাই ! সে দয়া নাই, দাক্ষিণ্য নাই ! সে সাহস নাই, বিক্রম নাই ! সেরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং হরিনাম কীর্ত্তন ও প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন, কিছুই নাই ! আর সে মহর্ষিগণের "মহাশ্রম" নাই ! পতিত-পাবনা জাহ্নবী-তট আর সে সুমধুর সাম-গান-ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিত হয় না ! বৎস ! এখনও, নীরব নিভৃতস্থানে, কতিপয় মহাপ্রাণ, দীনহীনের ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছেন বটে, কিন্তু, তাঁহারাই বা আর কতদিন ! "ভগবন্ ! রক্ষা কর, রক্ষা কর," তাঁহাদের এবম্বিধ আর্ত্তনাদ শ্রবণে, আমি অধিকতর অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। বৎস, আমি সেই অভিনব ভারত-দর্শনে যাইব ; আমার মৃত-কল্প ভক্তদিগকে আশ্বাস প্রদান করিব ; নর-নারী-হৃদয়ের বিচিত্র ভাব পরীক্ষা করিব ; দেখিব, সেই পুণ্যভূমি-ভারতে, 'ঋষি-মাহাত্ম্যের' পুনরভ্যুদয়ের কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা ; দেখিব, ভক্তি-প্রীতি, সত্য-সরলতা ও দয়া-ধর্ম্ম, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি না"। নারায়ণের এরূপ অস্থিরতা দর্শনে ও দুঃখ-কাহিনী-শ্রবণে, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, নারদ

বলিলেন, "প্রভু, এ দাসকেও আপনার সঙ্গে লইতে হইবে; ভারতবাসীকে, গোলোকের "গুপ্ত-ধন"—মধুর "হরিনাম" বিতরণ করিয়া, এ অকিঞ্চনের জীবন ধন্য হইবে! আহা! এমন দিন কি আসিবে, যখন, হরিনামের সঞ্জীবন মন্ত্রে, ভারত-সন্তান পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে"!

নারায়ণ, দুঃখাবেগ-সম্বরণপূর্ব্বক, দেবর্ষিকে বলিলেন, "বৎস, তাহাই হইবে; সুপণ্ডিত ও সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা-গণেশকেও, আমরা সঙ্গে লইব; তুমি অবিলম্বে কৈলাসে গমন কর"। "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য" এই বলিয়া, নারদ তখনই দিব্যরথে আরোহণ করিলেন, এবং অশ্বের অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে, অনতিকাল মধ্যেই, হর-পার্ব্বতী-সমীপে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, গণেশ যোগ-শাস্ত্রালোচনা, আর পার্ব্বতী স্বামীর পদ-সেবা করিতেছেন। নারদ, তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক, আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। মহাদেব বলিলেন, "বৎস, প্রভুর অস্থিরতার কথা শ্রবণ করিয়া, আমার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হইল! বৎস, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে, গণেশকে এই মুহূর্ত্তেই লইয়া যাও"। অনন্তর, তিনি পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া, বলিলেন, "দেখ, প্রিয়ে, আমাদের গণপতি, বিশ্ব-পতিরও প্রিয়! আহা! কি আনন্দ! পুত্র সুপণ্ডিত হইলে, মাতা পিতার মনে কি অনন্ত সুখের উদয় হয়! প্রিয়ে, গণেশের জন্য প্রভু ব্যস্ত আছেন; সত্বর তাহাকে বৈকুণ্ঠ-গমনের অনুমতি দাও।" পিতার আগ্রহাতিশয় দর্শনে,

আহ্লাদিত হইয়া, গণেশ বলিতে লাগিলেন,—"পিতঃ, যখন আমি মহামুনি ব্যাস-কথিত "মহাভারত" লিখিবার নিমিত্ত, ভারতে আহূত হইয়াছিলাম, সেই সময় হইতেই, সেই পুণ্যভূমির প্রতি, আমার আন্তরিক অনুরাগ। হায়! সে দেশের দুর্গতির সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আমি আর অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। পিতঃ আশীর্ব্বাদ করুন,—আমি যেন ভারতের মঙ্গল-সাধন, আর, প্রভুর প্রীতি-লাভ করিতে সমর্থ হই"। অনন্তর, তিনি জননীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "মা! আমাকে যাইতে অনুমতি দাও;—তুমিও মা নিশ্চিন্ত থাকিও না,—অন্নপূর্ণা-রূপে ভারতের প্রতিগৃহে বিরাজ কর; অন্নাভাব দূরীভূত না হইলে, কোনক্রমেই, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; কারণ, উপদেশ ত দূরের কথা, সুললিত বীণা-ধ্বনিও, বুভুক্ষুর কর্ণকুহরে বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। মাতঃ, কমলা আর বীণা-পাণিও যেন, কৃপা-পরায়ণা হন। আমার সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা-নামে যেন কলঙ্ক না রটে।" গণপতির এরূপ কাতরোক্তি শ্রবণান্তর, দেবী উত্তর করিলেন, "যাও, বৎস! কোনও চিন্তা করিও না; নারায়ণের আদেশ অম্লান-বদনে প্রতি-পালন করিও। যাঁহার ইঙ্গিতে শতসহস্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ ও লয় হয়, তাঁহার কৃপা হইলে, ভারতে, "ঋষি-মাহাত্ম্যের পুনরভ্যুদয়", একটি সামান্য বিষয়! ভারত যেমন তোমার প্রিয়, আমারও, তেমনি প্রিয়। ভারত-সন্তানগণের অধোগতির সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আমিও, মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব

করিতেছি! হায়! আমার "অন্নপূর্ণা" নাম ভারতে একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে! ভারতে অভাব ও পাপের পূর্ণ প্রভাব! অলক্ষ্মী ও অবিদ্যার পূর্ণ দৃষ্টি! হায়! আমার দুঃখ কে বুঝিবে? তবে সান্ত্বনা এই,—আমার শক্তি-মূর্ত্তির সর্ব্বপ্রধান উপাসক, কর্ম্মবীর ও উদারচেতা ইংরেজ, এখন ভারতের অধিপতি। আশা হয়, আমার দুঃখ, অচিরেই দূরীভূত হইবে; বিশেষতঃ, যখন স্বয়ং বিশ্ব-পতি, এ বিষয়ে মনো-নিবেশ করিয়াছেন, তখন ভারতের "সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলা মূর্ত্তি" নিশ্চয়ই পুনঃ প্রকটিত হইবে। বৎস! কোনও চিন্তা করিও না; কলুষিত ভারত-সন্তানগণকে, যথাশক্তি সুপথে আনয়ন কর। আমিও, "অন্নপূর্ণা" রূপে শীঘ্রই ভারতে অবতীর্ণা হইব"।

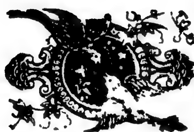
মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া, গণেশের মনে আশার সঞ্চার হইল। অনন্তর, নারদ ও গণপতি, শিব-পার্ব্বতীকে প্রণাম পূর্ব্বক, বৈকুণ্ঠ-ধামে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে নারায়ণ, তাঁহাদের উভয়কে দর্শন করিয়া, কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা প্রভুকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন।

নারদের মুখে, গণেশ ও শিব-পার্ব্বতীর ভারতানুরাগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ আনন্দলাভ করিলেন, এবং কিয়ৎকাল পর, বলিতে লাগিলেন, "বৎস, নারদ! বৎস, গণেশ! তোমরা যাবতীয় আয়োজনে ব্রতী হও; আমরা আগামী কল্যই, ভারতাভি-

মুখে যাত্রা করিব।” “যে আজ্ঞে” এই বলিয়া, তাঁহারা আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরদিন প্রভাতকালে, দেবগণ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, অনতিকাল মধ্যেই, ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক, ভারত-সম্বন্ধে নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে, পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন।

যিনি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব নিয়ন্তা, তাঁহার অজ্ঞাত ও অসাধ্য কিছুই নাই;—তবে যে তিনি এই ভাব অবলম্বন করিলেন, তাহা কেবল লীলাময়ের লীলা মাত্র!



প্রথম অধ্যায়।

নন্দীগ্রামের জমিদার বাটী-দর্শন।

বৈশাখ মাস। ভগবান্ মরীচি-মালী ময়ূখ-মালা বিস্তার করিতে করিতে মধ্য গগনে উঠিলেন। প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ; প্রান্তর জন-মানব-বিহীন; চারিদিকে যেন অগ্নি-কুণ্ড ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। নিদাঘের এই মধ্যাহ্ন সময়ে, এরূপ অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যদিয়া, পথ-শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণত্রয়, নন্দীগ্রামের জমিদার-হলধর বাবুর ভবনে উপস্থিত হইলেন। হলধর বাবু একজন ধনবান্ লোক; বয়স সত্তর বৎসর; তাঁহার বার্ষিক আয়, দুই লক্ষ টাকা; দাস-দাসী, পাচক-পাচিকা, আমলা-গোমস্তা, পাইক-বরকন্দাজ অনেক; কিন্তু, দুঃখের বিষয়, গৃহে দুটি রক্ষিতা অবিদ্যা ভিন্ন, অন্য আপন লোক নাই। দত্তকপুত্র গ্রহণের প্রস্তাব, অনেকবার শুনিয়াছি, কিন্তু, কেন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, বলিতে পারি না।

ব্রাহ্মণত্রয়, সুরম্য অট্টালিকার শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, সিংহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তথায় যমদূতের ন্যায় ভীষণাকৃতি এক পুরুষ-পুঙ্গব দণ্ডায়মান। গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বারবান্‌জি, হাম্‌লোক তিন বাহমন্ এঁহা মেহামান্ (অতিথি) হো শক্তে হেঁ" ?

দ্বারবান্ কোনও উত্তর প্রদান করিল না। গণেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাম লোক এঁহা মেহামান হো শক্তে হেঁ" ? এবার দ্বারবান্ "স্বমূর্ত্তি" ধারণ করিয়া বলিল, "কেঁও, বাহমন্ বগ্ বগ্ কর্ রহে হেঁ ? মেরা মহারাজ বাহাদুরকা হুকুম নেহি হ্যায়।"

গণেশ। তোমারে মহারাজ বাহাদুর এত্না বড়া আদ্মি হ্যায়, আওয়ার মাহামাদারিকে (অতিথি সেবার) কেঁও, হুকুম নেহি হ্যায় ?

দ্বারবান্। হাম, তোমরা পাস্ ইস্কা কৈফিয়ৎ দেনে নেহি বৈয়ঠা।

গণেশ। হাম লোককো অন্দর জানে দেও।

দ্বারবান্। মোছাকিন্ অন্দর জানেকো হুকুম নেহি হ্যায়।

গণেশ। ভুখ্—পিয়াসে হাম লোক মর্ রহে হেঁ ; ইস্ হালত্ পর, বিন্ হুকুমসে জানে নেহি দে শক্তে হেঁ।

দ্বারবান্। কেঁও, তোম লোক বগ্ বগ্ কর রহে হেঁ ?

দানব-প্রকৃতি দ্বারবান্, বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর, অবশেষে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশা রাখিয়া, তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল।

নারায়ণ, নারদ ও গণেশ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অভ্যন্তরের শোভা অনির্ব্বচনীয়। হলধর বাবুর কোন সদ্বায় না থাকিলেও, বাহ্যাড়ম্বরের কোনও ত্রুটি ছিল না। নাট্য-মন্দির, বৈঠকখানা, কাছারী ঘর, তোষাখানা, রঙ্ মহল, সকলই সুসজ্জিত ছিল ; টেবিল, চেয়ার, ইজি চেয়ার যথাস্থানে শুভ্র বস্ত্রাবৃত হইয়া

শোভা পাইতেছিল। গৃহের অভ্যন্তরের দেওয়াল গুলি, ফরাসি-দেশ হইতে আনীত বীভৎসাকৃতি স্ত্রীমূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত ছিল; দেব দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন,—পুরাতন প্রথা, তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না।

ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণত্রয়, অনেক প্রহরীর হস্ত অতিক্রম করিয়া, দেওয়ান-খানায় পঁহুছিলেন। দেওয়ান মহাশয় অতি বিজ্ঞ লোক; শুভ্র শ্মশ্রু বিশিষ্ট; বয়স ষাটের উপর; ওকালতি-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, হলধর বাবুর প্রধান কার্য্য-কারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

নারদমুনি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমরা এখানে "অতিথি" হইতে পারিব কি? ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর এবং চলিতে অক্ষম, তিনটি ব্রাহ্মণকে, এ বেলার জন্য একটুকু আশ্রয় দিবেন কি?"

দেওয়ানজি। ঠাকুর, এখানে তাহার কোনও ব্যবস্থা নাই।

নারদ। কেন মহাশয়? এ রাজ-বাটীতে, তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে, ব্যবস্থার সম্ভাবনা আর কোথায়?

দেওয়ানজি। সে খবর আমি জানি না। তোমরা এস্থান হইতে চলিয়া যাও। দ্বারবান্, এ সব আদ্‌মিকো নিকাল দেও।

নারায়ণ। আমরা আপন হইতেই যাইতেছি। 'ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মনিব! এ তিনটি ব্রাহ্মণকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় দেখিয়াও কি তোমার কিছুমাত্র দয়া হইল না? এই কি শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোকের উপযুক্ত কার্য্য? যাহার হৃদয় পাষাণের

ন্যায়, ব্যবহার পশুর ন্যায়, সে কিরূপে এই উচ্চপদে আসীন থাকিতে পারে? "ধরাখানা সরার মত" ভাবিও না। অন্তঃকরণ প্রশস্ত কর; দীনে দয়া কর; জানিও, রাজার উপরেও রাজা আছেন।

মাসিক পাঁচশত মুদ্রা বেতন-ভোগী দেওয়ানজি মহাশয়, সামান্য অমাত্যগণের সমক্ষে, এরূপ অবমানিত হওয়ায়, ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হইলেন; তাঁহার মুখে ঝড় বহিতে লাগিল; ব্রাহ্মণ-দিগকে মারিবেন কি কাটিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আমলা-গোমস্তা, বরকন্দাজ সকলেই দেওয়ানজি মহাশয়ের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে গালি দিতে লাগিল; কেহ বা প্রহার করিতেও উদ্যত হইল। গোলমাল শুনিয়া, হলধর বাবু অন্দর মহল হইতে বহির্গত হইলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ; বদন-কমল মদিরা-গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছিল। তিনি দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যা-পা-র কি?"

দেওয়ান। দেখুন না, তিনটে ভিখেরী এসে, কি উৎপাত আরম্ভ করেছে!

হলধর। কি-ঠা-কু-র? তো-ম-রা এ-খা-নে কে-ন? কি চাও?

ব্রাহ্মণত্রয়। মহারাজ, আমরা অতিথি হইতে চাই।

হলধর। এ-ও বু-ড়্-ব-ক্ ম-হা-বী-র-সিং, এ-সা-ব আ-দ্-মি-কো এ-ক দো-ম্ নি-কা-ল দে-ও।

প্রভুর আদেশমাত্র, মহাবীর, সীতারাম, রামরতন ও রামসিং প্রভৃতি বীরপুরুষগণ আসিয়া, ব্রাহ্মণত্রয়কে বাহির করিয়া

দিতে ধাবমান্ হইল ; তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না ; দেবগণ স্বেচ্ছা-ক্রমেই চলিয়া গেলেন।

নারায়ণ, গণেশ ও নারদমুনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— "ইহাদের কাণ্ডটা দেখিলে ! উহারাই কলির বরপুত্র ! দেশের প্রায় সকল স্থানের ভাবই, এইরূপ মর্ম্ম-ভেদী !"

ব্রাহ্মণত্রয় অধোমুখে চলিতে লাগিলেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ হইতে বলিতে লাগিলেন, "শুনুন, শুনুন, আমার সঙ্গে আসুন ; আমি সব দেখেছি, সব শুনেছি, আমার কুটীরে চলুন ; আমি গরীব। শাকান্নে আপনাদের তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিলে, এ অধম চরিতার্থ হইবে।"

নারায়ণ। কি ! এ মরুভূমেও মধু মরূদ্যান আছে ! ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।

ব্রাহ্মণ। এত বেলা হয়েছে, এখনও আপনাদের আহার হয় নাই ! অনুগ্রহ ক'রে যদি আমার কুটীরে পদার্পণ করেন !

তাঁহারা দ্রুতপদে ব্রাহ্মণের গৃহে আসিলেন ; তথায় তিনখানা মাত্র ঘর ; তাহাও একরূপ জীর্ণ শীর্ণ। সংসারে স্বামী স্ত্রী আর একটি গাভী মাত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সরলতা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। ব্রাহ্মণ একটি মাদুর বিছাইয়া দিলেন ; অতিথিগণ তাহাতে উপবেশন করিলেন ; ব্রাহ্মণ ব্যজন-করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিছু সুস্থ হইলে, ব্রাহ্মণী পদ-প্রক্ষালনের জল ও স্নানের তৈল আনিয়া দিলেন। অতিথিগণ স্নান করিতে গেলেন। তাঁহারা স্নান করিয়া আসিয়া সন্ধ্যা-

বন্দনাদি সমাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণী তিনখানা আসন পাতিলেন; গৃহে যে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত ছিল, তাহাই তিন ভাগ করিলেন; মনে ভাবিলেন, 'এ বেলা স্বামী স্ত্রী অনাহারেই থাকিবেন'। নারায়ণ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের আহার হয়েছে ?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"না"।

নারায়ণ। আমাদিগকে সমস্ত অন্ন দিলে, আপনারা কি খাইবেন ?

ব্রাহ্মণ। আমরা পরে খাব; এই অন্নে পাঁচজনের কুলোবে না।

নারায়ণ। যে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত আছে, তাহাই পাঁচ ভাগ করুন; তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। দেখুন, অবহেলার প্রচুর পলান্নও, আদরের শাকান্ন-কণিকার তুল্য নয়; আপনাদের সদ্ব্যবহারেই আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ। আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। সামান্য অন্ন, সামান্য ব্যঞ্জন; তাহাও যদি অল্প হয়, তাহা হইলে, আপনাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইবে না; আমাদের বড়ই অপরাধ হইবে।

"আপনাদের কিছুই অপরাধ হইবে না, সে অপরাধ আমার" এই বলিয়া, নারায়ণ, সেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তেই পাঁচ ভাগ করিলেন। ব্রাহ্মণীর অন্ন রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহারা খাইতে বসিলেন; সকলেই আহার করিয়া, পরম পরিতুষ্ট হইলেন; সকলেই মনে করিলেন, অনেককাল এরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করেন নাই। তাঁহারা মুখ-প্রক্ষালন করিয়া, স্ব স্ব শয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ব্রাহ্মণীও আহার করিতে বসিলেন ; মনে করিলেন, যেন অমৃত ভক্ষণ করিতেছেন ; তাঁহার জীবনে কখনও এরূপ সুভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াছেন কিনা, মনে পড়িল না। ব্রাহ্মণীর আহার হইল কিনা, ব্রাহ্মণ দেখিতে গেলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, "যাহা হউক, অতিথিগণ তৃপ্ত হইয়াছেন ; এমন সুখাদ্য কখনও খাই নাই ; তৈল, লবণ, মসলা নাই, অথচ ব্যঞ্জনাদি এমন উপাদেয় কিরূপে হইল ! তিনজনের ভাত পাঁচজনে খাইলাম, তবু দেখ আরও কত "ভাত" রহিয়াছে। ইহাতেই গরুর যথেষ্ট হইবে। আমার মনে হয়, ইঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমারও তাহাই মনে হয়। "শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন চন্দ্র ! আর কতকাল এই পাপ দেহ বহন করিব" এই বলিয়া, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই নীরব ক্রন্দন নারায়ণ শুনিলেন ; তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন ! ভক্তাধীন ভগবান্, ভক্তকে আকুল দেখিলে কি স্থির থাকিতে পারেন ?

মহামায়ার শক্তি-প্রভাবে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কিছু স্থির হইলে, ব্রাহ্মণী গো-সেবা করিতে গেলেন, এবং ব্রাহ্মণও অতিথিগণের নিকট আসিলেন। নারদ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনি একজন মহাপুরুষ ; আপনি ধন্য ; আপনার ব্রাহ্মণীও ধন্যা ; আপনারা আজ যে কাজ করিলেন, এরূপ সৌভাগ্য কাহারও প্রায় হয় না। আমিও আপনাদের মত "ভক্ত" দেখিয়া ধন্য হইলাম।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ওকথা মুখে আনিবেন না ; আমরা অপরাধী ; দীনহীন পথের কাঙ্গাল ; আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।"

নারদ। আপনাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায় না।

"আমরা ঘোর অপরাধী, মহাপাষণ্ড," এই বলিয়া, ব্রাহ্মণ নির্মীলিত নেত্রে ও তদ্‌গত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের তন্ময়তা সন্দর্শনে, সকলেই বিস্মিত হইলেন, এবং সকলের নয়ন-যুগল হইতেই, প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল!

অতঃপর, নারদ, নারায়ণকে বলিলেন, "প্রভো! দিবা প্রায় অবসান হইল; সূর্য্যদেবের অস্তাচলগমনের আর বিলম্ব নাই; আজ আমরা পল্লীবাসীর নিকট হরিনাম-কীর্ত্তন করিব"।

নারায়ণ উত্তর করিলেন, "এ অতি উত্তম কথা। গণপতি হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, পাষণ্ড হলধরের বাটীর দিকে অগ্রসর হউক, আর তুমি অন্য দিকে যাও। এ দিকে আমিও পাষণ্ডকে শিক্ষা দিবার উপায় চিন্তা করি।"

নারদ ও গণেশ নারায়ণকে প্রণাম পূর্ব্বক, হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের মধুর কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সঙ্গীত-শ্রবণে, নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও গলিতে লাগিল, অনেক হৃদয়-মরুতেও ভক্তি-কুসুম প্রস্ফুটিত হইল!

দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন।

দেবর্ষি নারদের গীত।

(গাইতে গাইতে গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ।)

১

"জয় কৃষ্ণ কেশব, রামরাঘব, কংসদানব-ঘাতন,
জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন, কুঞ্জ-কানন-রঞ্জন।
জয় কেশি-মর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ-মোহন,
জয় গোপ-বালক, বৎস-পালক, পূতনাবক-নাশন।
জয় গোপ-বল্লভ, ভক্ত-সল্লভ, দেব-দুর্ল্লভ-বন্দন,
জয় বেণু-বাদক, কুঞ্জ-নাটক, পদ্ম-নন্দক-খণ্ডন॥
জয় শান্ত-কালিয়, রাধিকা-প্রিয়, নিত্য-নিষ্ক্রয়-মোচন,
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদী-ভয়-ভঞ্জন।
জয় দেবকী-সুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্করস্তুত-বামন,
জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয়-জীবন।"

২

হরে হরে গোবিন্দ হরে,
কালিয়-মর্দ্দন, কংস-নিসূদন, দেবকী-নন্দন রাম-হরে।
মৎস্য-কচ্ছপবর, শূকর-নরহরি, বামন-ভৃগুসুত, রক্ষ-কুলারে,
শ্রীবলদেব-বৌদ্ধ, কল্কি-নারায়ণ, দেব-জনার্দ্দন, শ্রীকংসারে।
কেশব-মাধব, যাদব-যদুপতি, দৈত্যদলন, দুঃখ-ভঞ্জন শৌরে,
গোলোক-ইন্দু, গোকুল-চন্দ্র, গদাধর, গরুড়ধ্বজ, গজ-লোচন মুরারে।
শ্রীপুরুষোত্তম, পরমেশ্বর-প্রভু, পরমব্রহ্ম, পরমেষ্ঠী অঘারে,
দুঃখিতে দয়াং কুরু-দেব, দেবকীসুত, দুর্ম্মতি পরমানন্দ পরিহারে।

গণেশের গীত।

(গাইতে গাইতে হলধর বাবুর বাটীর দিকে অগ্রসর।)

১

"এ মন বলরে গোবিন্দ নাম।
আজি কালি করি, কি আর ভাবিছ, কবে তোর ঘুচিবেক কাম।
কালি যা করিবা, তুমি যে বলিছ, আজি তা কর না ভাই,
আজি যা করিবা, তা কর এখনি, কি জানি কখন যাই।
এ হেন কলিতে, মানুষ জনম, এমন আর বা কাতে,
হরিনাম দিয়া, জগতে তারিলা, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য যাতে।
সে তিন যুগের, আচার বিচার, এখন সে সব রাখ,
বদন ভরিয়া, গৌর হরি বল, যুগের ধরম দেখ।
রসনা-বদন, বশের ভিতরে, কেবল বলিলে হয়,
আলিস করিয়া, নরকে যাইবে, কার বা এ অপচয়?
শমন-কিঙ্কর, অঙ্গুলি গণিছে, জান না কখন পাড়ে,
কহে প্রেমানন্দ, তখন কি হবে, আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে।"

২

"বুড়া কি আর গৌরব ধর।
এ ভব সংসার, সাগর তরিতে, হরিনাম সার কর।
পাকিল কুন্তল, গায় নাহি বল, কাঁকালি হৈয়াছে বঙ্কা,
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, নুড়ি* পড়িবার শঙ্কা।

* নুড়ি পড়িবার,—ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে হুচট খাইয়া পড়িবার।

সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘন ঘন, সঘনে ডাকয়ে গলা,
মুদিত নয়ন, ঘুচাইয়া দেখ, উদিত হৈয়াছে বেলা।
শ্বাস যে বোধন, মূত্র ঘন ঘন, সঘনে পীবহি পানী,
তাই বলি ভাই, গৌরহরি বল, দাস বলরাম বাণী।"

হলধর বাবুর আত্ম-গ্লানি ও স্বপ্ন-দর্শন।

"আত্ম-প্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্ম-গ্লানিও তেমন পাপের অবশ্যম্ভাবি-শাস্তি।" বাস্তবিক, পাপাত্মাকে কোনও না কোনও সময়ে, অনুতাপ ভোগ করিতেই হয়। যখন পাপ অন্তঃকরণে জমাট বাঁধিতে থাকে, তখন আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হয় না। আমাদের হলধর বাবুর অন্তঃকরণও, এতদিন পাপের ঘন আবরণে আচ্ছাদিত ছিল; এক্ষণে ঈশ্বর কৃপায়, তাহাতে আত্ম-গ্লানির অমৃত রশ্মি প্রবেশ করিল। তিনি অতিথিগণকে তাড়াইয়া দিয়া, অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন; অন্দরে যাইয়া স্নান ও আহার করিলেন; দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু, নিদ্রা আসিল না; তাঁহার মনে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল; তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আজ আমার মন এরূপ অবসন্ন বোধ হইতেছে কেন! কখনও ত এমন হয় নাই! কত গুরুতর পাপ করিয়াছি, কিন্তু, চিত্তের এরূপ অবসাদ, কখনও ত উপস্থিত হয় নাই! আজ তিনটি ব্রাহ্মণকে দূর করিয়া দেওয়াতে,

আমার মন হুহু করিয়া জ্বলিতেছে কেন! মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে পারি, এমন লোকও নাই; যাহার নিকট বলিব, সেই উপহাস করিবে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, হলধর বাবুর তন্দ্রা আসিল। তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধা-স্ত্রীলোক, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; বৃদ্ধা জীর্ণা শীর্ণা হইলেও জ্যোতির্ম্ময়ী; এরূপ মূর্ত্তি, কখনও তাঁহার নয়ন গোচর হয় নাই। বৃদ্ধা বলিলেন, "ভিক্ষা দে, "কাঙ্গালের ছেলে," ভিক্ষা দে।" হলধর বাবু উত্তর করিলেন, "আমি ত ধনীর ছেলে; আমাকে "কাঙ্গালের ছেলে" বল্ কেন?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "কলসী-ভরা টাকা থাকিলে কি হয়? যাহার দিবার শক্তি নাই, সেই ত কাঙ্গাল।" পুনরায়, বৃদ্ধা একটুকু ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন,—

ধান নাই, পান নাই, গোলাভরা ইঁদুর,
ভাতার নাই, পুত নাই, কপালভরা সিঁদূর,
কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, মুখভরা গোঁপ,
হরিনামে খোঁজ নাই, ফটিকমালা ধোপ।

হলধর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কথার অর্থ কি? বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "ধান নাই, পান নাই, গোলাভরা ইঁদুর,—অনেক লোক আছে, তাহাদের ধান্যাদি কিছুই নাই, অথচ বাড়ীতে একটি বেশ গোলাঘর আছে, তাহাতে ইঁদুর থাকে; এরূপ লোকের গোলা-ঘর রাখার

কোনও সার্থকতা নাই। ভাতার নাই, পুত নাই, কপালভরা সিঁদূর,—স্বামী-পুত্র-বিহীন-স্ত্রীলোকের কপালে সিঁদূর রাখার কোনও সার্থকতা নাই। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, মুখ ভরা গোঁপ,—যাহার কোন কাজ কর্ম্ম নাই, তাহার মুখভরা গোঁপ রাখা নিষ্প্রয়োজন,—নিষ্কর্ম্মা লোকের সৌন্দর্য্যের কোনও আদর নাই। হরিনামে খোঁজ নাই, ফটিকমালা ধোপ,—অনেক লোক আছে, মাসান্তেও একবার "হরিনাম" মুখে আনে না, কিন্তু মালাটি বেশ পরিপাটী। আমি দেখিতেছি, তোমার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ; কোনও সন্তান-সন্ততি নাই, কোনরূপ সদ্ব্যয়ও নাই, অসার গৃহস্থালী; কেবল আড়ম্বর মাত্র; অর্থের সার্থকতা কিছুই নাই, অথচ তুমি ঘোর বিষয়ী।" হলধর বাবু ভাবিতে লাগিলেন, "হাঁ, তাই ত বটে; শরীরের রক্ত জল করিয়া কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালা।" বৃদ্ধা আবার বলিলেন,—

সার্দ্ধ তিন-কুড়ি তোমার বয়স,
নাহি বেশী দিন, জীবনের আর,
তবু সাজ সজ্জা, বচন সরস,
গলদেশে দোলে, মুকুতার হার।

শুভ্র কেশে সিঁতি, অবিদ্যার দাস,
হরিনাম-হারা, ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন,
নিত্য চা-নিউস্-পেপারে বিলাস,
যাবে কি রে মূর্খ, এইভাবে দিন?

হলধর বাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধা যাহা বলিতেছে, সব ঠিক ; আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও, ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই ; পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য বেশ আছে ; বুঝি আর না বুঝি, এক খানা খবরের কাগজ একান্ত আবশ্যক ; "চা" না হইলেত একেবারেই চলে না ; কেবল অসার আলাপেই কাল কাটাই ; ভ্রমেও হরিনাম মুখে আনি না ; বৃদ্ধার কথাগুলি ত একটুকুও মিথ্যা নয়।" বৃদ্ধা আবার বলিলেন,—

আয় আয় আয়, পথে চ'লে আয়,
তোর দশা দেখে, কাঁদে বিশ্বমায়,
আয় আয় আয়, পথে চ'লে আয়।

আয় আয় আয়, মোর পথে আয়,
পণ্য কিনিবার, দিন ব'য়ে যায়,
আয় আয় আয়, মোর পথে আয়।

আয় আয় আয়, মোর পথে আয়,
দিব আমি তোরে, প্রাণে যাহা চায়,
আয় আয় আয়, মোর পথে আয়।

এই কথা বলিয়া, বৃদ্ধা এক-পা দুই-পা করিয়া, পশ্চাদ্‌গমন করিতে লাগিলেন। হলধর বাবু বলিলেন, "এস, যেওনা, যেওনা, ভিক্ষা নিয়ে যাও।" বৃদ্ধা ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন ; অতঃপর, "দিব আমি তোরে, প্রাণে যাহা চায়," এই কথা চিন্তা করিতে করিতে, হলধর বাবু যেন তাঁহার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন ;

দেখিলেন, স্মুবর্ণময় পথের দুই পার্শ্বে অপূর্ব্ব বৃক্ষ শ্রেণী; সুবর্ণ-দেহ পক্ষীর মধুর গীতি তাঁহার কর্ণগোচর হইল; তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন, পথ অর্গল-রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অর্গলের শব্দ শুনিয়া, হঠাৎ জাগরিত হইলেন; দেখিলেন, আপন পর্য্যঙ্কোপরেই শয়িত আছেন; স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া, মানসিক যন্ত্রণানুভব করিতে লাগিলেন।

মোহিনী মূর্ত্তি।

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই; নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে পাষণ্ড হলধরকে শিক্ষা দিবেন। হলধর ঘোর ইন্দ্রিয়-পরায়ণ; কামিনী-কাঞ্চনই, তাহার জীবনের একমাত্র উপাস্য। সুন্দরী রমণীর কথা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইবে, এই ভাবিয়া, তিনি, কুসুমের কোমলতা, মধুর মধুরতা ও সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য আহরণ করিলেন; এই আহৃত দ্রব্যের সম্মিলনে, মায়াবলে এক দিব্য কান্তি মোহিনী মূর্ত্তির সৃষ্টি করিলেন। তদবধি কিয়ৎকাল, কুসুমের আদর, মধুর উপাদেয়ত্ব ও সুন্দরীর গৌরবের বহুল পরিমাণে লাঘব হইল! সৌন্দর্য্য-জগতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল! মোহিনী হলধর বাবুকে সুপথে আনিতে আদিষ্টা হইলেন।

অলৌকিক শক্তি-সম্পন্না মোহিনী, স্বকীয় বিশ্ব-বিমোহন-সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তিতে, হলধর বাবুর সিংহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারবান্ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া, বৈঠকখানায় লইয়া গেল।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু কোথায়? বিশেষ কথা আছে।" হলধর বাবু সংবাদ পাওয়ামাত্র ছুটিয়া আসিলেন, এবং তিনি মোহিনীকে দেখিয়া যেন হাতে চাঁদ পাইলেন; মনে ভাবিলেন, "আজ অতি শুভক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।"

হলধর বাবু আহ্লাদে গদগদ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কেন!

মোহিনী। কয়েকটি কথা বলিব।

হলধর বাবু। বেশ, বেশ, কি কথা বলিবে! এখানে নয়, অন্দরে চল, সেখানে তোমার সহিত আলাপ করিব।

মোহিনী। না, অন্দরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। এইখানেই কথাবার্তা হইবে।

হলধর বাবু। আচ্ছা, তোমার নাম কি? ঘর বাড়ীই বা কোথায়?

মোহিনী। আমাকে, কেহ বা "সন্ন্যাসিনী" কেহ বা মোহিনী বলিয়া ডাকে। ঘর বাড়ী নাই, যে আদর করে, তাহারই নিকট থাকি।

হলধর বাবু মনে ভাবিলেন, "মোহিনী তাঁহার গৃহে থাকিলে, তিনি তাঁহার সুখের জন্য, লক্ষমুদ্রাও ব্যয় করিতে পারেন। আবার পরক্ষণেই, স্বপ্নদৃষ্টা বৃদ্ধা ও তাঁহার কথাগুলি মনে পড়িল। কিয়ৎকাল তিনি নীরব রহিলেন।

অনন্তর, গণেশ হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। "মন বলরে গোবিন্দ নাম," "পাকিল কুন্তল

গায় নাহি বল," ইত্যাদি বাক্যগুলি, হলধর বাবুর হৃদয় শেবলং বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি গান বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

মোহিনীকে দর্শন মাত্র, হলধর বাবু যেন আত্মহারা হইলেন! তিনি দেওয়ান ও অমাত্যগণকে জানাইলেন, "আজ রাত্রি আট ঘটিকার সময়, নাট্য-মন্দিরে মোহিনীর গান হইবে।" অমাত্যগণের অন্তঃপুরেও আজ আনন্দের উৎস উঠিল; তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল। গণেশও গান শুনিতে অভিলাষী হইলেন।

রাত্রি ৮টা বাজিল; মোহিনী আসরে অবতীর্ণা হইলেন। সমবেত নরনারীগণ তাঁহার দিকে চিত্রপুত্তলির ন্যায়, দৃষ্টি-যোজনা করিয়া রহিল। এরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, কখন কাহারও নয়ন-গোচর হইয়াছিল কিনা, মনে পড়িল না!

অতঃপর মোহিনীর মধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

মোহিনীর গীত।

ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে,
দুলহ মানুষ জনম, সৎসঙ্গে তরহ এ ভব সিন্ধু রে।
শীত আতপ, বাত বরিখ, এ দিন যামিনী জাগি রে,
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন, চপল সুখলব লাগি রে।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে,
কমল দল জল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরি-পদ নিত রে।
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পাদ সেবন দাসী রে,
পূজন সখীজন, আত্ম-নিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষী রে।

আহা! কি শ্রবণ-মনোমোহন গান! কি দিব্য বদন-বিভা! দর্শকগণ দেশ-কাল বিস্মৃত হইয়া, মুখ-ব্যাদান পূর্ব্বক, কাব্য-কলার সুমধুর বিকাশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মোহিনী দেখিলেন, সব বিমুগ্ধ, নীরব ও নিস্তব্ধ; সব তাঁহার করতলগত; রূপের উন্মাদনায় ও সঙ্গীতের মোহময় মন্ত্রে সব আবদ্ধ; এক্ষণে যাহা বলিবেন, সকলই চিত্তাকর্ষক হইবে; একটি কথাও নিষ্ফল হইবে না।

মোহিনী বিনীতভাবে বলিলেন, "হলধর বাবু, দয়া ক'রে এখানে আসিবে কি?" হলধর বাবু, তৎক্ষণাৎ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায়, তাঁহার নিকট যাইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন।

মোহিনী। গানটি কেমন বোধ হ'ল?

হলধর বাবু। কেমন, তাহা জানি না; এমন কখনও শুনি নাই; আমার জ্ঞান নাই; মোহিনী আমায় রক্ষা কর।

মোহিনী। আচ্ছা, তোমার বয়স কত?

হলধর। সত্তর বৎসর।

মোহিনী। তোমার সম্পত্তির আয় কত?

হলধর। খরচ বাদে দুই লক্ষ টাকার উপর।

মোহিনী। তোমার বাটীতে দেব-সেবা, অতিথি-সেবা ও ব্রাহ্মণ-সেবা কখনও হয়?

হলধর। না।

মোহিনী। তবে আর তোমার খরচ কি?

হলধর। অমাত্যগণের মাহিনা, পাইক-বরকন্দাজদের মাহিনা,

১০টি হস্তী, ১৫টি ঘোড়া, ৫খানা গাড়ী, নাচ-গান, থিয়েটার ও মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা কারণে, অনেক অর্থের ব্যয় হয়।

মোহিনী। তুমি ধর্ম্ম-পথে চলিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর না কেন?

হলধর। ধর্ম্মের লক্ষণ কি, এবং ধর্ম্ম-পথই বা কি, কিছুই জানি না।

মোহিনী বলিলেন, তবে শুন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং, শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যম ক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥ মনুঃ

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মন-সংযম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, আত্ম-জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

ইজ্যাধ্যয়ন দানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥

যজ্ঞ, ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও অলোভ এই আটটি ধর্ম্মের পথ।

দেখ, ধর্ম্ম ভিন্ন লোকের গতি নাই; ধর্ম্মই, ইহকাল ও পরকালের সহায়; ধর্ম্মই তোমার সঙ্গে যাইবে; এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এই আজ্ঞাকারী ভৃত্যগণ, এই বিলাস-বিভ্রম, কিছুই সঙ্গে যাইবে না। অতএব ধর্ম্ম-পথ অনুসরণ কর; ধর্ম্ম-সাধনে জীবন যাপন কর। এখনও সময় আছে; এখনও শ্রীবৃন্দাবন-স্বামী তোমায় ক্ষমা করিতে পারেন।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥

একমাত্র ধর্ম্মই সুহৃদ, মরিলেও তিনি সঙ্গে যান; তদ্ভিন্ন পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই শরীরের সহিত লয় প্রাপ্ত হয়।

আহার-নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎপশুভির্নরাণাম্,
ধর্ম্মোহি তেষামধিকোবিশেষো-
ধর্ম্মেণহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, এই সকল কার্য্য, মনুষ্য ও পশু উভয়ের মধ্যেই একরূপ; মনুষ্যের মধ্যে কেবল ধর্ম্মই অধিক বিশেষ; সুতরাং যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মহীন, তাহাদের সহিত পশুদের আর কোন ইতর বিশেষ নাই।

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদী-বেগোপমং যৌবনম্,
আয়ুষ্যং জল-বিন্দু লোল চপলং ফেণোপমং জীবিতম্,
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিন্দিতমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনম্,
পশ্চাত্তাপ যুতো জরা-পরিগতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥

ধন পায়ের ধূলার ন্যায়, যৌবন পাহাড়ে নদীর বেগের ন্যায়, পরমায়ু জল-বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, আর জীবন ফেণার ন্যায়, ইহা জানিয়াও যে মন্দ-মতি, স্বর্গের অর্গলের উদ্ঘাটক যে ধর্ম্ম, তাহা না করে, সেই ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় জরাক্রান্ত হইলে, তাপিত হইয়া শোকরূপ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে থাকে।

অতএব হলধর বাবু, তুমি কামিনী কাঞ্চনের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। এখনও তন্ময়ভাবে সেই প্রেমময়ের প্রীতিকর কার্য্য করিতে পারিলে, তাঁহার কৃপার কিঞ্চিৎ অধিকারী হইতে পার।

মোহিনী আরও বলিলেন ;—

বেণুর্নলঃ কর্কটকাশরম্ভাঃ বিনাশকালে ফলমুদ্ভবন্তি,
এবং নরাঃ ভাগ্যবিনাশকালে দ্যূতঞ্চ মদ্যঞ্চ পরস্ত্রিয়ঞ্চ।

যেরূপ বাঁশ, নল, কাঁকড়া, কেশে ও কলাগাছ, বিনাশ-কালে ফল-প্রসব করে, সেইরূপ ভাগ্য-বিনাশ-কালে মনুষ্যগণ দ্যূতে, মদ্যে ও পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে।

তুমি নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছ; এক্ষণে এই বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিতে, বহু চেষ্টা আবশ্যক। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তোমার সর্ব্বনাশের মূল কুসংসর্গ পরিত্যাগ কর এবং সর্ব্ব-শুভ-নিদান সাধুসঙ্গ আশ্রয় কর। দেখ, শত শত উপায় ও উপদেশ দ্বারা যাহা সম্পাদন করিতে পারা না যায়, এক সাধু সঙ্গের প্রভাবে, তাহা সহজেই সংসাধিত হইয়া থাকে। সদুপদেশ, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায় বটে, কিন্তু, সৎসংসর্গ ভিন্ন, ঐ প্রবৃত্তি কার্য্যে পরিণত হয় না। পণ্ডিতগণ সাধুসঙ্গের গুণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যম্,
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি,

চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিম্,
সৎ সঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্ ?

সৎসঙ্গে বুদ্ধির জড়তা যায়, সৎসঙ্গের বলে সত্য বাক্য নির্গত হয়, মানের বৃদ্ধি হয়, পাপ মোচন হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং দিগিদগন্তরে যশঃ বিস্তৃত হয়। অতএব বল, সাধু-সঙ্গে পুরুষের কি না করে ?

হলধর। দেবি ! আপনি কে ? আমাকে এরূপ উপদেশ ত কখনও কেহ প্রদান করে নাই। চাটুকারগণ কেবল অযথা স্তুতিবাদ করিয়া, আমার মন ঘোর পাপের আবরণে আচ্ছাদিত রাখিয়াছে। আপনার উপদেশের অমৃতধারা, সেই আবরণের শক্তি ভেদ করিয়া, আমাব মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্রী। আপনার এক একটি কথা যেন আমার অন্তঃকরণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে। হায় ! আমি কি করিয়াছি ! সত্তর বৎসর বয়স হইল, এক দিনের জন্যও, কোন পুণ্য-কার্য্য করি নাই ! আমার মন পাপের আধার ! পঞ্চ মকারের সেবা, আমি বড়ই ভালবাসি ! এই মকারের সেবাই, আমার সর্ব্বনাশ করিল। দেবি ! আমার মন স্থির করিয়া দিন্।

মোহিনী। আচ্ছা, তোমার মানসিক সুখ কেমন ?

হলধর। কিছুমাত্র নাই।

মোহিনী। কেন ? তুমি ত আমোদ-প্রমোদেই সময় কর্ত্তন কর, তবে আবার তোমার অসুখ কি ?

হলধর। না, মনে শান্তি নাই।

মোহিনী। তাহা সম্ভব বটে; কারণ, পাপই অশান্তির প্রসূতি; ধর্ম্ম-পথ ভিন্ন অন্য কোথায়ও সুখ-শান্তি নাই। তাই বলিতেছি, ইন্দ্রিয়-সংযম শিক্ষা কর; সদ্ভাব ও সৎসংসর্গে জীবন-যাপন কর। দেখ, জীবগণ স্বস্ব কর্ম্ম-ফলই ভোগ করিয়া থাকে। কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ রাজা, কেহ প্রজা; কেহ পাপী, কেহ তাপী; কর্ম্ম-ফলই ইহার মূল কারণ।

পণ্ডিতগণ বলেন;—

কশ্চিচ্চিরায়ূ রোগীচাপ্য রোগীচাপি কশ্চন,
কশ্চিদ্ধনী দরিদ্রশ্চ কশ্চিদেবহি কর্ম্মণা।

কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ রোগী, কেহ অরোগী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, এ সকল কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে।

কশ্চিদ্দদাতি রত্নঞ্চ কশ্চিদ্ভিক্ষাং করোতি চ,
কশ্চিৎ সূক্ষ্মাংশুকাধারী কশ্চিজ্জীর্ণপটীজনঃ।

কেহ রত্ন দান করে, কেহ বা ভিক্ষা করে; কেহ সূক্ষ্ম বস্ত্রে শরীর সুশোভিত করে, কেহ বা জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে।

কশ্চিন্নগ্নোঽপ্যনাহারী সুধা-ভোজী চ কশ্চন,
কশ্চিচ্চ সুন্দরঃ শ্রীমান্ গলৎ-কুষ্ঠী চ কশ্চন।

কেহ উলঙ্গ, কেহ অনাহারী, কেহ সুধা-ভোজী, কেহ সুন্দর, কেহ শ্রীমান্, কেহ বা গলিত-কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত; এ সকল কর্ম্ম-ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

কশ্চিদ্‌যাতি চ রাজেন্দ্রো দিব্য যানেন কর্ম্মণা,
কশ্চিৎ কীট পতঙ্গেষু কশ্চিৎ পশ্বাদি যোনিষু।

কেহ রাজ-রাজেশ্বর হইয়া, দিব্য-যানাদিতে আরোহণ করিয়া বেড়ায়; কেহ কর্ম্ম-ফলে কীট-পতঙ্গ ও পশু-যোনি প্রাপ্ত হয়।

কশ্চিৎ কৃষ্ণশ্চ গৌরশ্চ শ্যামলশ্চ স্বকর্ম্মণা,
কশ্চিদ্ভক্ত্যাচ প্রাপ্নোতি কৃষ্ণ-দাস্যং সুদুর্ল্লভম্।

কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং কেহ ভক্তি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুদুর্লভ দাসত্ব লাভ করিয়া থাকে।

প্রাক্তনাৎ সুখ দুঃখে চ রোগং শোকং ভয়ং পিতঃ,
সুমৃত্যুরপ মৃত্যুর্ব্বা চিরায়ুরল্প জীবনঃ॥

হে তাতঃ প্রাক্তন হইতেই সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক ও ভয় ইত্যাদি উপস্থিত হয় এবং সুমৃত্যু, অপমৃত্যু, দীর্ঘায়ুঃ ও অল্পায়ুঃ, ইহাও প্রাক্তন হইতেই হইয়া থাকে।

আকাশমুৎ পততু গচ্ছতু বা দিগন্তম্,
অম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্,
জন্মান্তরার্জ্জিত-শুভাশুভ-কৃন্নরাণাম্,
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্মফলানুবন্ধঃ।

হে জনগণ! তোমরা আকাশেই উড়িয়া বেড়াও, দিগ্ দিগন্তেই চলিয়া যাও, সমুদ্র মধ্যেই প্রবেশ কর, কিম্বা যেখানে সেখানেই বাস কর, কোন মতেই কর্ম্ম-ফল এড়াইতে পারিবে না;

নিজ ছায়ার ন্যায়, কর্ম্ম-ফল সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, কখনও পরিত্যাগ করে না।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে,
একোঽনু ভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এবহি দুষ্কৃতম্।

জীব একাকী জন্মে, একাকীই লয়প্রাপ্ত হয়; সৎকার্য্য করিলে একাকীই তাহার ফল ভোগ করে; আর পাপাচরণ করিলেও, একাকীই শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে।

হলধর বাবু, যাবৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ অনন্ত কর্ম্ম, শৌচ, তপ, যজ্ঞ ও তীর্থ যাত্রাদি গমন, ইত্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এখনও সময় আছে; এখনও শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র তোমায় ক্ষমা করিতে পারেন।

নামে রুচি, জীবে দয়া, সজ্জন সেবন,—
সর্ব্ব ধর্ম্ম সার, তুমি জেন সনাতন।

স্থূলতঃ তুমি এই বাক্যটির মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্য করিলেও, ভগবানের কৃপা লাভে সমর্থ হইতে পার।

হলধর। আপনার আশ্বাস-বাণীতে আমার হতাশ-প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে। হায়! পতিত-পাবন নারায়ণ কি এ নরাধমের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করিবেন?

মোহিনী। যদি নারায়ণে আত্ম-সমর্পণ কর, তবে অবশ্যই তিনি তোমায় দয়া করিবেন। তোমাকে আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, "আচ্ছা, বলত, লোক "বোবা" হয় কেন?"

হলধর। জানি না।

মোহিনী। যে অন্যকে দুর্ব্বাক্য বলে, দু-কথা অন্যের নিকট বলিয়া, যে পরোপকার করিতে কুণ্ঠিত, ভ্রমেও যে ঈশ্বরের নাম মুখে আনে না, এবং পর-নিন্দা যাহার প্রিয়-কার্য্য, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক বাক্‌শক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক বধির হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে দুঃখীর ক্রন্দন, মাতা পিতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের সদুপদেশ কিম্বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করে না, এবং যে হরি-গুণ-গান শ্রবণে কুণ্ঠিত হয়, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক শ্রবণ-শক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক অন্ধ হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে ব্যক্তি কখনও দেব দর্শন করে না, এবং দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া শক্তি-সত্ত্বেও তাহা দূর করিতে চেষ্টা না করে, অথবা এই বিশ্ব-রাজ্যের বিশালত্ব ও চমৎকারিত্ব দর্শন করিয়া, বিভুর মহিমায় যে বিমুগ্ধ না হয়, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক দৃষ্টি-শক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক পঙ্গু হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে ব্যক্তি কোনও পুণ্য-স্থানে গমন করে না,

এবং পরোপকারার্থ স্থানান্তরে গমন করিতে কুণ্ঠিত হয়, অথবা এ বিশ্ব-রাজ্যে অশান্তির বীজ-বপনের জন্যই, কেবল স্বীয় পদ-যুগল ব্যবহার করে, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক চলৎ-শক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক পাগল হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে ব্যক্তি কখনও সুচিন্তা করে না; যাহার অন্তরে কিছুমাত্র ধর্ম্ম-ভাব নাই, এবং যে পরের অমঙ্গলের জন্য সতত ব্যাকুল, অথবা পরস্ত্রী বিষয়ক চিন্তা যাহার মন অধিকার করিয়া থাকে, ভগবান্ মনে করেন, এ ব্যক্তি চিন্তা-শক্তি হইতে বঞ্চিত অর্থাৎ "পাগল" হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক রুগ্ন হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে ব্যক্তি অন্যকে সতত যন্ত্রণা দেয়, এবং আশ্রিত, আগন্তুক কি পরিবারবর্গস্থ লোকদিগকে যথা-শক্তি ভরণ-পোষণ করিতে কৃপণতা প্রকাশ করে, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক সুখী ও ভোগী হওয়ার অযোগ্য; সে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে এবং অনশনে অথবা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে।

মোহিনী। লোক হস্ত-শূন্য হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে ব্যক্তি হস্তদ্বারা অন্যকে কিছু দান করে না,

কিম্বা উৎকোচ গ্রহণ করিতে সদাই উৎসুক, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক, হস্তলাভ হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক ক্লীব হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে ব্যক্তি অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবায় নিমগ্ন হইয়া, সন্তানোৎপাদিকা শক্তির অপব্যবহার করে, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক ক্লীব হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক দরিদ্র হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল পায়। প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও, যে ব্যক্তি সদ্ব্যয়ে কাতর ও পরাশ্রু-মোচনে কুণ্ঠিত, যাহার দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র, হৃদয় অতি অপ্রশস্ত, এবং যে অভিমান ও অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক ধনাধিপতি হওয়ার অযোগ্য; সে জন্মান্তরে নিশ্চয়ই দরিদ্র হইবে।

মোহিনী। আজ মধ্যাহ্নে তিনটি ব্রাহ্মণ-অতিথিকে অপমানিত করিলে কেন?

হলধর। দেবি! আমি পশু, তাঁহাদের মর্য্যাদা কি বুঝি!

মোহিনী। অতিথি-সেবার মাহাত্ম্য জান?

হলধর। না।

মোহিনী। পণ্ডিতগণ বলেন ঃ—

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথা যোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽ তিথিঃ॥

অধম জাতির লোকও উত্তম জাতির আলয়ে উপস্থিত হইলে, যথাযোগ্য পূজনীয় ; কারণ, অতিথি সর্ব্বদেব-স্বরূপ।

অতিথিঃ পূজিতো যেন বিশ্বঞ্চ তেন পূজিতম্।
অতিথির্যস্য তুষ্টো হি তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥

অতিথিকে পূজা করিলেই, সমুদয় বিশ্বকে পূজা করা হয়, এবং অতিথি তুষ্ট হইলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন।

অধিষ্ঠাতাতিথির্গেহে সন্ততং সর্ব্ব দেবতা।
তীর্থান্যেতানি সর্ব্বাণি পুণ্যানিচ ব্রতানিচ॥

অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে, সকল দেবতাই উপস্থিত হন, এবং সমুদায় তীর্থ ও ব্রতাদির পুণ্য-লাভ হয়।

তপাংসি যজ্ঞাঃসত্যঞ্চ শীলং ধর্ম্মঃ সুকর্ম্মচ।
অপূজিতৈ রতিথিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে প্রযান্তি তে॥

অতিথি বিমুখ হইলে, তপ,যজ্ঞ, সত্য,শীলতা, ধর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম, এই সকলই তাহার সঙ্গে প্রস্থান করিয়া থাকে।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য দেবশ্চ পুণ্যধর্ম্মহুতাশনাঃ॥
যশঃ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মীশ্চাপীষ্টদেবো গুরুস্তথা।
নিরাশাঃ প্রতি গচ্ছন্তি ত্যক্ত্বা তং পাপমানবম্॥

অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার পিতৃগণ, দেবতা, পুণ্য, ধর্ম্ম, অগ্নি, যশ, প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্মী, ইষ্টদেব ও গুরু, সকলেই সেই পাপপুরুষকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

অতিথি নিরাশ হইয়া কাহারও গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে, সে আপন পাপ গৃহীকে দিয়া, গৃহীর পুণ্য লইয়া যায়।

শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবাণাং,
স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ,
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা,
নাশা-বিভঙ্গা বিমুখাঃ প্রয়ান্তি॥

পৃথিবীতে মনুষ্যগণের মধ্যে কেবল সেই ব্যক্তিই প্রশংসিত, সেই উত্তম, সেই সৎপুরুষ, সেই ধন্য, যাহার নিকট হইতে প্রার্থী ও আশ্রিত লোক সকল নিরাশ ও বিমুখ হইয়া না যায়।

তৃণানি ভূমি রুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাংগেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

আসন, স্থান, জল এবং প্রিয় ও সত্যবাক্য, এই সকল, সৎলোকদিগের গৃহে কখনও অপ্রাপ্য হয় না ;—সুতরাং ধন না থাকিলেও, ঐ সকল বস্তু ও প্রিয় বাক্যদ্বারা অতিথিকে অভ্যর্থনা করা যাইতে পারে।

আমি দেখিতেছি, তোমার জীবন পাপ-সলিলের একটি ভয়াবহ প্রস্রবণ-স্বরূপ। যে যে অপরাধ করিলে, লোক, মূক, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, ক্লীব, রুগ্ন ও দরিদ্র হয়, তোমাকর্ত্তৃক তৎসমস্তই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি সমস্ত জীবনে এমন কোন সৎকার্য্য কর নাই, যাহার পুণ্য-প্রভাবে, সেই সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পার। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও, অন্নদানে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছ। জীবনে যে কয়েকটি দান করিয়াছ, তাহাও সদুদ্দেশ্যে নহে,—যেমন, বিরজা বাইয়ের বিড়ালের বিবাহে বায়ান্ন হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছ; রামনগরের থিয়েটার কোম্পানিতে দশহাজার টাকা দান করিয়াছ; ইত্যাদি। এখনও সময় আছে, সাবধান হও; সেই চিন্তামণির পদ-প্রান্তে আত্ম-সমর্পণ কর; এখনও তিনি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন :—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

তুমি মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতে বাস করিতে পারিবে; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
সর্ব্বৈ র্বিমুচ্যতে সদ্যো যস্য বিষ্ণুপরং মনঃ ॥

কোন ব্যক্তি মহাপাপ অথবা যত প্রকার পাপ আছে, সেই

সমস্ত পাপ করিয়াও, যদি বিষ্ণুতে মন সমর্পণ করে, তবে সেই ব্যক্তিও, তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

হলধর। আপনি মানবী নহেন, নিশ্চয়ই দেবী; এ পাষণ্ডকে মুক্ত করার জন্যই, এস্থানে আগমন করিয়াছেন। আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম; আপনি আমাকে চক্ষু দিলেন। আমি সৎকার্য্যে একটি পয়সাও ব্যয় করি নাই; আমার অর্থ কেবল পাপ-কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়াছে। অতিথি দেখিলেই জ্বলিয়া উঠিতাম! হায়! আমি কি পাষণ্ড! অতিথি-সেবার যে এত মাহাত্ম্য, তাহা জানিতাম না!

মোহিনী। তোমার যে আত্ম-গ্লানি জন্মিয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ বটে। অনুতাপাগ্নিতে পাপ-রাশি ভস্ম করিতে থাক, তোমার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবি।

মোহিনী কথা বলিবার সময়, এরূপ ঐন্দ্রজালিক শক্তি-বিস্তার করিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার কথায় কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ করিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এখনও তাহারা নাগ-পাশে আবদ্ধ আছে; তিনি যাহা বলিবেন, তাহার কিছুই নিষ্ফল হইবে না।

মোহিনী শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা আরও কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আমি আরও কয়েকটি কথা বলিতেছি ঃ—

তোমরা কি ছিলে, আর এক্ষণে কি হইয়াছ, একবার ভাব দেখি? যে দেশ সদাচার ও সদ্ভাবের জন্মভূমি, যে দেশে মিথ্যা,

প্রবঞ্চনা, অন্যায় ও অত্যাচার স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইত! "মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ," এই মহাবাক্য যে দেশের লোকের হৃদয়ে মূলমন্ত্রের ন্যায় নিহিত ছিল, সে দেশের লোকের মানসিক অবস্থা সন্দর্শনে, আজ কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? ধিক্ তোমাদের ধন-গৌরবে! ধিক্ তোমাদের জ্ঞান-গরিমায়! ধিক্ তোমাদের পদ-মর্য্যাদায়!

মোহিনীর কথা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিল! যখন তাহাদের জ্ঞান হইল, দেখিল, মোহিনী অন্তর্হিতা! মোহিনী সভা-স্থলে নাই!

মোহিনীর জন্য চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু, কোথায়ও তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সকলে ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল!

এই অলোক-সামান্যা রমণী-মূর্ত্তির অন্তর্ধান দেখিয়া, গণপতি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—বলিলেন, "মা! আবার আসিবে কি? আবার এরূপ মোহময় মধুর কণ্ঠ-বিনিঃসৃত-বচনামৃত-বর্ষণে, এই মৃত-কল্প ভারত-সন্তানকে নবজীবনী-শক্তি প্রদান করিবে কি? মা! আমাদের সে সাধনা নাই, তাই তোমায় পূজা করিতে পারিলাম না! আমরা নিতান্ত ভাগ্যহীন, তাই তোমায় রাখিতে পারিলাম না! গৃহ-লক্ষ্মীগণ, তোমরাই মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, স্বস্ব বিপথগামী পতি-পুত্রকে সুপথে আনয়ন কর মা! এই অধঃপতিত দেশের উদ্ধারের ভার, আজ তোমাদের হস্তেই সমর্পিত হয়েছে মা!"

অতঃপর গণপতি কিছু স্থির হইয়া, হলধর বাবুর অনুমতি-ক্রমে একটি গান আরম্ভ করিলেন :—

"নিদানের বন্ধু তুমি শুনিয়াছি হরি।
মুই পাপী দুরাচার, সাধন-ভজন-হীন,
পরিণাম ভাবি এবে মরি॥
ঘোর বৃদ্ধকাল আইল, অস্ত দন্ত সব গেল,
দুর্ব্বাসনা গেল না কেবল।
ধবল হইল কেশ, তবু অঙ্গের করি বেশ,
মুই প্রভু অবুঝ পাগল॥
জানি এ মাটির দেহ, মাটিতেই ঘুরি ফিরি,
অন্তিমেও হৈয়া যাবে মাটি।
কিন্তু কি বিষম ভুল, চন্দন সুগন্ধ তৈলে,
সদা তায় করি পরিপাটী॥
জনম আঁধল* যেই, সে যদি গর্ত্তেতে পড়ে,
ধ'রে তুলে যে থাকয়ে কাছে।
নয়ন থাকিতে যেই, ভব-কূপে ডুবে মরে,
তার আর কি সহায় আছে?
কিন্তু হরি ভব-রোগে, তব নাম মহৌষধি,
শাস্ত্র আর সাধু-মুখে শুনি।
দিয়াছি তোমাতে ভার, এ দাসেরে কর পার,
দিয়া হরি চরণ-তরণী॥"

* অন্ধ।

হলধর বাবু। বড়ই মধুর বোধ হইতেছে! আর একটি গান শুনিতে ইচ্ছা হয়।

গণেশ পুনরায় গাইতে আরম্ভ করিলেন :—

"নাহি বেলা আর, ওরে মন আমার,
করেরে একবার শ্রীহরি-স্মরণ।
রাম কৃষ্ণহরি, মাধব-মুরারি,
বল বল, কর সফল জীবন॥
মুদিয়া নয়ন, ভাব হৃদাকাশে,
পীত-বাসে, নব নীরদ-প্রকাশে।
মাতি নাম-রসে, নাচরে উল্লাসে,
কর মনে প্রাণে, হরি নাম সাধন॥
সম্মুখে তোমার, ভব-পারাবার,
কিসে হবে পার, চিন্তা কর তার।
শ্রীগুরু-কাণ্ডারী, ভক্তি-রজ্জু ধরি,
(একবার) হরি নামের তরি কর আরোহণ॥
ভবারাধ্য ধন, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত,
পথেরি সম্বল কর রে সঞ্চিত।
কর হরিধ্বনি, হবে দেহ পূত,
যাবে পাপ তাপ, জুড়াবে জীবন॥"

হলধর। আহা! কি মধুর! আর একটি গান করুন।

গণেশ গাইতে লাগিলেন :—

"এমন সুধার হরিনাম, হরি বল না !
সাধের পণে কিন্‌বে হরি, সাধ কেন তোর হলো না !
(পাপী তাপী নাইকোরে বিচার)
হরি ডাক্‌লে পরে তাঁর, করুণার তুলনা নাহি আর,
প্রেমে হওরে মাতোয়ারা, মিছে মদে ভুলো না।"

হলধর। আহা ! "হরিনাম" কতই মধুর বোধ হইতেছে ! এমন ত কখনও হয় নাই ! আমি ধন্য ! আমার এ পাপ-পুরী ধন্য ! হরি ! এ নরাধমে কৃপা করিবে কি ? আমি মহাপাপী, মহাপাষণ্ড, কলির বরপুত্র, নরকের কীট, জ্ঞান-হীন ও ভক্তি-হীন ; তোমাকে ডাকিতে আমার অধিকার আছে কি ? ঠাকুর, আপনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী দেবতা ; মোহিনীও নিশ্চয়ই দেবী ; এ পাষণ্ডকে মুক্ত করার জন্যই, আপনারা নরাধমের আলয়ে আগমন করিয়াছেন। আমি যেন আপনাদের হরির দাস হইতে পারি। প্রিয় বন্ধুগণ, এ পাষণ্ড হলধরের শেষ-উপদেশগুলি গ্রহণ করিও,—"কুসংসর্গই যাবতীয় অনর্থের মূল ; ধর্ম্ম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই ; ধর্ম্মই ইহকাল ও পরকালের সহায় ; আর ইন্দ্রিয়-সংযমই সর্ব্বপ্রধান ব্রত ; ইহার উপরই জীবের মুক্তি প্রতিষ্ঠিত। বন্ধুগণ, তোমরা ভারতবাসীর হাহাকার, অভাব, অশান্তি ও অধর্ম্মানুরাগ দূর করিও ; আমি হতভাগ্য, পাষণ্ড, আর সংসারে থাকিব না ; তোমরা মায়ের সুসন্তান হইও।"

অনন্তর সমবেত নরনারীগণ, পূর্ণ হৃদয়ে, স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করিলেন। হলধর বাবু গণেশকে তাঁহার গৃহেই রাত্রি যাপন করিতে অনুরোধ করিলেন; তিনি তাহা অতি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া, এই গানটি গাইতে গাইতে, সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

"অপার হরি নামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল্ হরি বোল্, ঘুচ্‌বে মনের কালিমা॥
হরিনামে পাষাণ গলে, আয় ডাকি আয়, হরি বোলে।
হরি হৃদয়-মাঝে উদয় হবে, হরি প্রেমের নাই সীমা॥"

এ দিকে মোহিনী অদৃশ্যভাবে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তদবধি কুসুম-দাম, মধু-রাশি ও সুন্দরীগণ পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিল। নারদ ও গণেশ যথাস্থান হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গণেশ একান্ত আগ্রহের সহিত হলধর বাবুর বাটীর যাবতীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ সাতিশয় ধীরতার সহিত উত্তর করিলেন, "বৎস, হয় ত কোনও দেবী আসিয়া থাকিবেন; যাহা হউক, হলধরের যে আত্ম-গ্লানি জন্মিয়াছে, ইহা আশার কথা বটে। যে হলধরের বাটীতে ভিক্ষুকগণ এক মুষ্টি "ক্ষুদও" ভিক্ষা পাইত না, দেখিও, সেই হলধর "দেবীর অন্নক্ষেত্র" নামে শীঘ্রই একটি অতিথি-শালা স্থাপন করিবে! যে হলধরের নিকট হরিনাম বিষবৎ প্রতীয়মান হইত, সে আজ সেই হরির "দাস" হইবার অভিলাষী!

ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে! বৎস! আমি দেখিতেছি, রোগ এখন চিকিৎসাধীন; এখনও গুরুর সদুপদেশ ও বিবেকের অনুশাসন একেবারে উপেক্ষিত হয় না; ভারত-সন্তানগণ যত্ন ও চেষ্টা করিলে, এখনও পূর্ব্ব গৌরব-লাভে সমর্থ হইতে পারিবে।"

অতঃপর তাঁহারা আহার করিয়া, স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, "এই কুটীরবাসী, ধর্ম্ম-মতি দম্পতীর ন্যায়, বহুকাল তাঁহাদিগকে এরূপ আদর ও যত্ন কেহ কখনও করে নাই। এমন তন্ময় ভাব, অন্য কোথায়ও তাঁহাদের নয়নগোচর হয় নাই!

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অতিথি-সেবা করিয়া পরম প্রীতি-লাভ করিলেন। মহামুনি নারদ শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আহা! ক্ষুধিতকে অন্নদানে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দানে ও পর-দুঃখ-বিমোচনে কি আনন্দ! এরূপ নির্ম্মল সুখ-সম্ভোগে যাহার অভিলাষ নাই, তাহার মানব-দেহ-ধারণ, কেবল মাংস-পিণ্ডের ভার-বহন ভিন্ন, আর কিছুই নয়! সুরম্য হর্ম্ম্য-তল-বাসী হলধর বাবু অতিথি সৎকারের জন্য, প্রতি বৎসর লক্ষ-মুদ্রাও ব্যয় করিতে পারিতেন; কিন্তু, তাঁহার সদ্ব্যয়ের প্রবৃত্তি একেবারেই ছিল না; পক্ষান্তরে, কুটীরবাসী ও শাকান্নভোজী ব্রাহ্মণ দম্পতী, আয়াস-লব্ধ আহার্য্য দ্বারাও, অভুক্ত অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করেন। এ সংসারের নিয়ম অতি বিচিত্র! যাহার ইচ্ছা আছে, তাহার সামর্থ্য নাই!

আবার যাহার সামর্থ্য আছে, তাহার ইচ্ছা নাই! ভগবন্! তোমার এ রহস্য ভেদ করা আমাদের অসাধ্য!

কথিত আছে:—

পরোপকার সচ্চর্য্যা জ্ঞানং যত্র ন ভাস্বরম্।
বৃথা বহতি তজ্জীবঃ শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্॥

অর্থাৎ পরোপকার, সদাচরণ ও জ্ঞান যাহার দেহে স্ফূর্ত্তি না পায়, তাহার ব্যাধি-মন্দির এই দেহ ধারণ করা বৃথা।"

দেবগণের নন্দীগ্রাম পরিত্যাগ।

রাত্রি প্রভাত হইল। দেবগণ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তাঁহাদের পদ-ধূলি লইলেন। নারায়ণ বলিলেন, "আমরা তোমাদের ব্যবহারে যারপর নাই প্রীতি-লাভ করিলাম। টাকা পয়সায় লোক বড় হয় না; যাহার অন্তঃকরণ বড়, সেই প্রকৃত বড় লোক।

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তিঃ-
যূনাং তপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্,
ইচ্ছা-নিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতাণাম্
দয়া চ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি॥

দরিদ্র ব্যক্তির দান, ক্ষমতাপন্নের ক্ষমা, যুবার তপস্যা, জ্ঞানবানের মৌনভাব, সুখীর সুখে অনিচ্ছা, আর সর্ব্বভূতে দয়া, এ সকলই স্বর্গ-গমনের উপায়।

কোনও চিন্তা করিও না; ভগবানে আত্ম-সমর্পণ কর; তোমাদের সুখের সময় অতি নিকটবর্ত্তী; এক্ষণে আমাদিগকে বিদায় দাও," এই বলিয়া নারায়ণ, নারদ ও গণপতিসহ স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

হলধর বাবুর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শনে, নারায়ণের মনে এই চিন্তার উদয় হইল,—"হায়! এ দেশের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ লোকই ত দেব-দ্বিজে ভক্তিশূন্য এবং ঐহিক সুখ-সম্ভোগে ব্যতিব্যস্ত! অনেকেই ত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ও পারলৌকিক চিন্তায় সম্পূর্ণ উদাসীন! আহা! এই বৃত্তান্ত-শ্রবণে, কলুষময় একটি জীবনও যদি সুপথগামী হয়, তবে আমার কতই না আনন্দের বিষয় হইবে!"

হলধর বাবুর বাটীর অপূর্ব্ব ঘটনা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। কেহ বলিল, মোহিনী মায়াবিনী"; কেহ বলিল, "না তা নয়, নিশ্চয়ই মোহিনী দেব-কন্যা। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হলধর, আজ হরি-পরায়ণ! যক্ষ, আজ কল্প-তরু! দেবী না হইলে কি এরূপ হয়!"

এ দিকে হরি-পরায়ণ হলধরবাবু দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া, তাহাকে উপযুক্ত অভিভাবকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি "দেব-সেবা" ও "দেবীর অন্ন-ক্ষেত্রের" জন্য, বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া, শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইলেন। তথায়, তদ্‌গতচিত্তে ভগবানের উপাসনা, সাধু-সেবা ও সাধু-প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতে লাগিলেন!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পল্লী-চিত্র।

হরপল্লী একখানি ভদ্র পল্লী। গ্রামের মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা ; নদীর উভয় পার্শ্বে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকের বাস ; অনেকেই শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন। গ্রামের প্রাকৃতিক শোভাও অতি মনোরম। আম, জাম, কাঁটাল, সুপারি ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষাবলী সজীব ও সুদৃশ্যভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায়, গ্রামখানির রমণীয়তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লৌকিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু দেবগণ, সমস্তদিন পর্য্যটনের পর, সায়ংকালে এই গ্রামে উপস্থিত হইয়া, এক দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তত্ত্বানুসন্ধানের উপযোগী সময়-নির্দ্ধারণের জন্য ব্যগ্র হইলেন।

নিশীথকালে প্রকৃতি-দেবী আপন সন্তানগণের প্রকৃত স্বভাব দেখিতে পান। এই কালে চোর চুরি করিতে বহির্গত হয় ; হিংস্র জন্তুগণ স্ব স্ব শিকারের অনুসন্ধান করে ; স্বৈরিণী আপন প্রণয়ি-গৃহে আশ্রয় লয় ; বারবনিতার পদদ্বয়ের অলক্তক-লেহী পুরুষাধম, নিশাচর-বৃত্তি অবলম্বন করে ; ধর্ম্ম-মতি দম্পতী পরস্পর হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন ; মুখর ললনাকুল, বিষাক্ত বাক্য-বাণে, স্ব স্ব স্বামীর সরল হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করে ;

সমাজের কলঙ্ক গ্রাম্য দেবতাগণ” পরানিষ্ট-সাধনের মন্ত্রণায় রত হয়; পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণ নিশ্চিন্তমনে ভগবানের উপাসনা করেন। এইরূপ যাহার মনে যে ভাব প্রবল, সে তদনুরূপ কার্য্য করে। যেই মাত্র রাত্রি প্রভাত হইল, অমনি তুমি দেখিবে, যে ব্যক্তি নিতান্ত দুশ্চরিত্র, চোর, দস্যু, লম্পট, এইমাত্র বারবনিতার গৃহ হইতে প্রত্যাগত, সে একজন ভদ্রবেশধারী বিশিষ্ট ভাল মানুষ; কে বলিবে, এ লোক নরকের কীট, কুলের কলঙ্ক ও ভদ্রসমাজে স্থান পাওয়ার অযোগ্য? তাহার বুদ্ধি-কৌশল সন্দর্শনে ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে, তুমি কতই না বিস্মিত হইবে? নিশীথে যে রমণী পিশাচী ছিল, প্রভাতে তুমি দেখিবে, সে একজন সতী-সাধ্বী লজ্জাশীলা কুল-মহিলা; সে তোমার নিকট দিয়া একহাত ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইবে, তুমি তাহার কতই না প্রশংসা করিবে? কে বলিবে তাহার অন্তঃকরণে পাপের প্রস্রবণ চির-প্রবাহিত? কে বলিবে, এই পাপীয়সী, সমাজ হইতে বহিষ্কৃতা হওয়ার যোগ্যা? পক্ষান্তরে, রাত্রিকালে যে মহাপুরুষ ভগবানের উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি প্রভাতকালে দীন-হীন পথের কাঙ্গালের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। কে বলিবে, তাঁহার অন্তঃকরণ, ভগবৎ প্রেমের অমৃতধারায় পরিপূর্ণ? এই সকল কারণে, নারায়ণ, গভীর চিন্তার পর, এই নিশীথকালই মানব-চরিত্র-পরিদর্শনের প্রকৃত সময় বলিয়া স্থির করিলেন।

প্রথম দৃশ্য।

কাল-ভুজঙ্গী।

ঘোষালদের বাটীতে এক কাল-ভুজঙ্গী আছে; নাম বিমলা। বিমলা যদুনাথ ঘোষালের পত্নী। পত্নীর দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া, যদুনাথ বাস-ভবন একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আজ চারি বৎসর পর বাটীতে আসিয়াছেন; রাত্রিতে আহারের পর, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীদের নিকট, দীর্ঘ প্রবাসের নানারূপ সুখ দুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন; বলিতে বলিতে রাত্রি অনেক হইল; প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ হইল; ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য চৌকিদারগণের "বস্তিওয়ালা খবরদার" শব্দ লয় পাইতে লাগিল। যদুর পিতা বলিলেন, "এখন শোও গিয়ে, রাত্রি অনেক হ'য়েছে; আবার কাল শুনিব।" অনন্তর সকলেই স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিতে গেলেন। এই সময় নারায়ণ, অলক্ষ্যভাবে যদুর শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, স্বামী স্ত্রী বিষণ্ণমনে শয্যার দুই পার্শ্বে নীরব ও নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। অনেকক্ষণ পর যদু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমল, কেমন আছ?" বিমলা নীরব। যদু পুনরায় বলিলেন,

"বিমল, আমি চারি বৎসর পরে বাটীতে আসিলাম, কোথায় তোমার মধু-মাখা কথা শুনিয়া ও হাস্য-মুখ দেখিয়া সুখী হইব, তুমি কিনা, ম্লান-মুখে বসিয়া রহিলে! এক্ষণে কি তোমার এরূপ-ভাবে বসিয়া থাকা উচিত? এই দেখ, তোমার জন্য সোণার বালা আনিয়াছি; কেমন হ'য়েছে, বল দেখি?" অমনি পাপীয়সী ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া, বালাজোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্বামি-প্রদত্ত স্নেহের উপহার, যে রমণী ক্রোধে ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারে, তাহার প্রকৃতি কিরূপ, পাঠক-পাঠিকাগণই মীমাংসা করিবেন। যদু ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন; পরে ক্রোধ-সম্বরণ-পূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন, "বিমল! তোমার কি হ'য়েছে, বল না? আমিই বা কি অপরাধ করিয়াছি?" বিমলার কঠিন প্রাণ কিছুতেই কোমল হইল না। কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব রহিল। অতঃপর বিমলার দংশন আরম্ভ হইল:—"মিন্‌সের বে কর্‌বার সাধ হ'য়েছিল; এক্ষণে কুটুম্বিতা ক'ত্তে এসেছেন; তোমাকে এ ঘরে কে আস্‌তে বলেছিল?" যদু ভাবিলেন, এই দুপুর রাত্রিতে কি পিশাচীর সহিত ঝগড়া করিয়া, লোক হাসাইব? তিনি ক্রোধ-সম্বরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি চিরকেলে মুখরা; তোমার দয়া-মায়া, বুদ্ধি-বিবেচনা কোন কালেই নাই; মনে করিয়াছিলাম, আমার দীর্ঘ প্রবাসে, তোমার প্রকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিবে; এক্ষণে দেখি, পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। হায়! আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য লোকের চিরপ্রবাসই শান্তি-দায়ক।

বড় দায়, পরিধান-বসন মলিন,
বড় দায়, বেঁচে থাকা, হ'য়ে নেত্রহীন,
বড় দায়, এ সংসারে না থাকা জননী,
বড় দায়, নিজ গৃহে মুখরা রমণী।

এ কথাটি আমার পক্ষে বেশ খাটে। হায়! আমার যে ভয়ঙ্কর দায় উপস্থিত! আমি যে কহিতেও পারি না, সহিতেও পারি না; এক্ষণে কি উপায় করি!" বিমলা এবার মুখ বক্র করিয়া, একপ্রকার বিকৃতস্বরে বলিল, "আচ্ছা, আর আহ্লাদ জানা'তে হ'বে না, যে সুখে রেখেছেন, আবার সোণার গহনা, আবার "শোলোক আবিত্তি" কচ্ছেন।" যদুনাথ নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন; একটি কথাও বলিলেন না; শয়ন করিয়া, নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যদুনাথকে কাঁদিতে দেখিয়া, পিশাচীর একটুকুও দয়া হইল না; শয়ন করিবার ছলে, যদুনাথকে শুনাইয়া, ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া বলিতে লাগিল, আমাকে আর সুখ করা'তে হবে না, তোমার মায়ের যন্ত্রণা, ভগিনীদের কটু কথা, ভাইদের গালাগালি আর সইতে পারিনে; আমি কালই বাপের বাড়ী যাব; আমার বাপ মা চারটি ভাত অবশ্যই দিতে পারবেন।

যদুনাথ। বৃথা তাঁদের দোষ দাও কেন?' তুমিই ত দিবারাত্রি ঝগড়া কর; তাঁদের কথাবার্ত্তা শোন না, ভগিনীদের খাওয়া পরা দেখ্‌তে পার না, তোমার জ্বালায় সকলেই অস্থির; তুমিই সংসার উচ্ছন্ন করিলে।

"বেশ করি, একশত বার কর্‌ব; আমার কি কর্‌বি? তোর ঘরে আগুন দিয়ে, একদিকে চ'লে যাব। মিন্‌সে পরের কথা বেশ শুন্‌তে পারে, আমার কথা তার কাণে ধরে না," এই বলিয়া, বিমলা ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে, শয্যা হইতে উঠিল এবং সজোরে দরজা খুলিয়া, অন্য গৃহে যাইয়া শয়ন করিল; যদুনাথও কোনরূপ বাধা দিলেন না।

নারায়ণ দেখিলেন, এ হতভাগ্য দেশে, আজ কাল এইরূপ ভুজঙ্গীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়! অনেক গৃহেই ইহারা বিরাজ করিয়া থাকে! তবে কোথাও ঢোঁড়া, কোথায়ও বা বোড়া; কোথাও কেউটা, কোথায়ও বা গোখুরা, এইমাত্র বিশেষ! ভারত-রমণীগণের এরূপ অভাবনীয় অধঃপতন দর্শন করিয়া, নিতান্ত ব্যথিতমনে, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়! কি দুর্দ্দিন! এই সকল কাল-ভুজঙ্গীর দংশনে, দুর্ব্বল ভারত-সন্তানগণ, দিন দিন হীন-বল ও হীন-বুদ্ধি হইতেছে! তাহাদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইতেছে না! তাহারা মরমে মরিয়া, কি অসুখ ও অশান্তির জীবন যাপন করিতেছে!

হায়! মুখরা ভার্য্যা সাক্ষাৎ কাল-ভুজঙ্গী! ইহারা পুরুষের অকাল বার্দ্ধক্য আনয়ন করে, সংসারে অশান্তির বীজ বপন করে এবং দুর্ভাগ্য স্বামীর জীবনকে অসার ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে।

কথিত আছে,—

যস্য ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহ-প্রিয়া,
উত্তরোত্তরবাদাস্য সা জরা ন জরা জরা।

যাহার ভার্য্যা, কুনেত্রা, কদাচারিণী, কলহ-প্রিয়া এবং সমান সমান উত্তরদায়িনী, সেই ভার্য্যাই তাহার জরা; বার্দ্ধক্য জরা নহে।

পণ্ডিতগণ আরও বলেন,—

যস্য ভার্য্যা শ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী,
কুক্রিয়া ত্যক্ত লজ্জা চ সা জরা ন জরা জরা।

যাহার ভার্য্যা অন্যের আশ্রয় ও পরের গৃহ অভিলাষ করে, কুক্রিয়া রতা ও লজ্জাহীনা, সেই ভার্য্যাই তাহার জরা; প্রকৃত বার্দ্ধক্য জরা নহে।

মা! ভারত-ভূমি! তোমার দুহিতৃগণের সেই শাস্ত্র-কথিত গুণ-রাশি কোথায় গেল! তাঁহাদের সে হাস্য-মুখ, মিষ্টভাষা, লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয়, পতি-ভক্তি ও চরিত্রের মধুর আকর্ষণী শক্তিই বা কোথায় গেল! মা! রত্ন-প্রসবিনি! এক্ষণে কেবল অঙ্গার-রাশি উদরে ধারণ কর কেন মা!”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, নারায়ণ, ম্লান-মুখে ও অধোবদনে, গৃহান্তরে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পতিব্রতা রমণী।

দেশের কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্দ্দিন! যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী ও দময়ন্তীর ন্যায় পতিগত-প্রাণ রমণীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশে স্ত্রী-জাতির এরূপ অভাবনীয় অধঃপতন-দর্শনে, কাহার মনে না আতঙ্ক উপস্থিত হয়! দিন দিন ভারত-ভূমি পতিব্রতা রমণী-শূন্যা হইতেছে! দিন দিন ভারত-বাসী বিবাহিত জীবনকে অশেষ দুঃখের আকর মনে করিতেছে। হায়! এদেশের অধিকাংশ রমণীর কার্য্য-কলাপ দৃষ্টে, স্বতঃই মনে হয়, যেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই, এক্ষণে আর স্বামীর "সহধর্ম্মিণী" নহেন!

"হা অরুন্ধতী-দময়ন্তী-সীতা-সাবিত্রি! দিব্য ধাম হইতে তোমরা এ দেশের গৃহে গৃহে কি দৃশ্য দেখিতেছ মা? আমাদের আর্য্য-ঋষি-গ্রথিত স্ত্রী-নীতি-তত্ত্বানুসারে তোমরা গঠিত হইয়া ছিলে, কিন্তু, এ দেশে আর সে নীতি-রত্নের তেমন আদর নাই মা! সেই নীতি-মালার আলোচনায়, কাহার মনে না আনন্দের সঞ্চার হয়? কিন্তু হায়! আজ আমরা সে আনন্দের অধিকারী নহি। শাস্ত্রাদিতে যখন আমরা পড়ি,—স্ত্রী, ভর্ত্তার সমান-ব্রতাচরণ করিবে, শ্বশ্রূ-শ্বশুর, গুরু-দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে; যখন পড়ি,—স্ত্রীগণ গৃহোপকরণ দ্রব্যাদি বেশ গুছাইয়া

রাখিবে, অল্পব্যয় করিবে, মঙ্গলাচারে তৎপর হইবে, সকল কর্ম্মেই অস্বতন্ত্র থাকিবে, বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে, পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের বশে রহিবে ; যখন পড়ি,—স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই, কিন্তু পতিকে যে সেবা করে, সেই স্বর্গে আদৃত হয় ; যখন পড়ি,—অর্থের সংগ্রহে ও ব্যয়-সাধনে, নিজ শরীর ও গৃহ-দ্রব্যাদির শুদ্ধি-বিধানে, অন্ন-পাক করণে, এবং গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণে, সর্ব্বদা স্ত্রীজাতিকে নিয়োজিত রাখিবে ; যখন পড়ি,—যে কামিনী কদাপি কায়মনোবাক্যে পতির ব্যভিচার করে না, সে ইহলোকে সাধুবাদ এবং পরলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গলাভ করিয়া থাকে,—তখনই অশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়, তখনই ভাবি, আমাদের কি ছিল, আর এক্ষণে কি হইতে চলিল !”

আমাদের ভাগ্য-দোষে, আর্য্য-ঋষি-প্রণীত সেই সকল স্ত্রী-নীতি-তত্ত্ব, এ দেশে আজ কাল উপেক্ষিত হইলেও, নব রাজ্য জাপান, তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। জাপানের সে স্ত্রী-শিক্ষা-নীতি কি আনন্দ-প্রদ ! আমরা পাঠক পাঠিকাগণকে তাহার কিয়দংশ উপহার প্রদান করিতেছি :—

জাপানের স্ত্রী শিক্ষা-নীতি।

১। “জাপানে প্রত্যেক বালিকার যোগ্য বয়সেই বিবাহ দিতে হইবে। জাপানী মাতা পিতা,—নিজ পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন বংশে কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না।

২। জাপানী মাতা পিতা,—পুত্র অপেক্ষা কন্যার শিক্ষা-বিধানে ও চরিত্র-গঠনে বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন; কেন না, কন্যাকে শ্বশুর-শাশুড়ীর, স্বামীর এবং তাঁহাদেরই অন্যান্য পরিজন-বর্গের অধীন ও মনোমত হইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয়।

৩। সুন্দরী অপেক্ষা সুচরিত্রা হওয়াই, জাপানী রমণীর উৎকৃষ্ট গুণ। পতিরতা, সুশীলা, সুধীরা, বশীভূতা স্ত্রীই, জাপানী সংসারের আনন্দ-রূপিণী। উচ্চহাসিনী, উচ্চভাষিণী, কলহ-প্রিয়া, প্রগল্‌ভা, কর্কশা, ব্যাপিকা, গৃহ-কুৎসা-ব্যক্তকারিণী, অধীরা ও উগ্রা কামিনী, জাপানী সমাজ-বিধি অনুসারে পরিত্যজ্যা।

৪। জাপানী স্ত্রী কখন কোনও কুকথা শুনিবে না; কুদৃশ্য দেখিবে না; আত্মীয় কুটুম্ব পুরুষকেও হাতে তুলিয়া কোন দ্রব্য দিবে না; একাসনে বসিবে না;—একত্র পথ চলিবে না; একত্র বস্ত্র রাখিবে না; শৈশব অবস্থা হইতেই পুরুষের সংসর্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে শিক্ষা করিবে। জাপানী মাতা পিতা, কন্যার বাল্যকাল হইতেই, তাহাকে এই সকল নীতি শিক্ষায় শিক্ষিতা করিবেন।

৫। কোন জাপানী বালিকাই স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হইতে পারিবেন না; মাতা-পিতা, ঘটক-সাহায্যে কন্যাকে পরিণীতা করিবে। মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, তথাপি জাপানী কুমারী নষ্টচরিত্রা হইতে পারিবে না; চরিত্র-রক্ষার জন্য ধাতু ও প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকিবে।

৬। স্বামীর সংসারই, জাপানী বিবাহিতা রমণীর আপন সংসার; স্বামীর গৃহই স্ত্রীর গৃহ; স্বামী নিঃস্ব হইলেও, জাপানী স্ত্রী কদাচ পতি-গৃহ পরিত্যাগ করিবে না।

৭। জাপানী রমণী অনূঢ়া অবস্থায় মাতা পিতাকে ভক্তি ও সম্মান করিবে; তাঁহাদেরই সেবাপরায়ণা হইবে; কিন্তু, বিবাহ হইলেই, জাপানী স্ত্রী, মাতাপিতা অপেক্ষাও শ্বশুর শাশুড়ীকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিতে অভ্যাস করিবে। তাঁহারা কটু কহিলেও, জাপানী বধূ রুষ্টা হইবে না,—প্রফুল্লমনে তাঁহাদের সেবা করিবে; এরূপ করিলে, শ্বশুর শাশুড়ী, বধূকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

৮। বিবাহিতা জাপানী রমণীর স্বামী ব্যতীত অন্য কোন প্রভু বা দেবতা নাই। রমণী সতত প্রফুল্ল বদনে এবং বিনীত বচনে স্বামীর সহিত কথোপকথন করিবে; স্বামী রূঢ় বাক্য কহিলেও, স্ত্রী তাহার প্রতিবাদ করিবে না; হৃষ্টমনে স্বামীর আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত থাকিবে; কারণ, স্বামীই স্ত্রীর স্বর্গ; স্বামীর অসন্তোষই, স্ত্রীর স্বর্গলাভের অন্তরায়।

৯। স্বামীর আত্মীয় স্বজনই, স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন; স্ত্রী, তাঁহাদের সহিত কখনও কলহ করিবে না; কারণ, ইহাতে স্বামীর সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠিবে।

১০। স্বামী অসচ্চরিত্র হইলেও, স্ত্রী অসূয়া-পরবশ হইবে না। স্বামীর চরিত্র-শোধনের জন্য ভৎসনা করিবে বটে, কিন্তু, তাহাও প্রফুল্ল-মুখে, বিনীত ভাষায়। স্বামী, স্ত্রীর কথা

না শুনিলে, ইহার জন্য বার বার তাঁহাকে কিছু বলিবে না; প্রবৃত্তি শান্ত হইলেই,—স্বামীর চরিত্র, আপনিই শোধিত হইয়া যাইবে।

১১। জাপানী স্ত্রী বৃথা বাক্য বলিবে না, মিথ্যা কহিবে না; কাহারও নিন্দা করিবে না, অপরের নিন্দা শুনিলে, চাপিয়া রাখিবে,—ফুটিয়া বলিবে না; বলিলে, সংসারে দ্বন্দ্ব-কলহ উপস্থিত হইতে পারে।

১২। জাপানী স্ত্রী সর্ব্বদাই সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবে, প্রত্যূষে সকলের অগ্রে শয্যা হইতে উঠিবে; সকলের শেষে শয়ন করিবে। পান-ভোজনে বা বেশ-ভূষায় বহু ব্যয় করিবে না; থিয়েটার যাত্রা দেখিবে না; যেখানে বহু পুরুষের সমাগম, তেমন স্থলে যাইবে না।

১৩। যুবতী স্ত্রীলোক, কোন যুবা পুরুষের সহিত, স্বামীর কোন আত্মীয় পুরুষের সহিত, এমন কি, স্বামীর পুরুষ-ভৃত্যের সহিতও, মেশামেশি ভাবে কথা কহিবে না; সহস্র প্রয়োজন থাকিলেও, কোন যুবককে পত্র লিখিবে না।

১৪। বিবাহিতা স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকে,—মাতা পিতার নহে; সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রী—মাতা পিতা অপেক্ষা শ্বশুর শাশুড়ীর অধিক সেবা করিবে। ঘন ঘন মাতা পিতাকে দেখিতে যাইবে না; প্রয়োজন হইলে, লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লইবে। স্বামীর আদেশ ব্যতীত কুত্রাপি যাইবে না এবং কাহাকেও কোন সামগ্রী দিবে না।

১৫। বহু ভৃত্য থাকিলেও, বিবাহিতা স্ত্রী, যথাশক্তি স্বামীর গৃহে সকল কার্য্যই নিজে করিবে; শ্বশুর শাশুড়ীর কাপড় কাচিবে; অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবে; নিজহস্তে স্বামীর শয্যা প্রস্তুত করিবে। জাপানী প্রসূতি ছেলেদের ময়লা-মাখা কাপড় নিজেই পরিষ্কার করিবে; সর্ব্বদাই নিজের বাড়ীতে থাকিবে।

১৬। স্বামীর সংসারের চাকর-চাকরাণী, যদি স্বামীর কোন আত্মীয়-স্বজনের নিন্দা করে, তাঁহাদের নামে লাগায়, তাহা হইলে, জাপানী স্ত্রী সে কথায় কাণ দিবে না। কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ বিবাহের অগ্রে যে শ্বশুর শাশুড়ী নববধূর একান্ত অপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের নামে লাগাইয়া, মন ভাঙ্গাইয়া দিতে এবং মন ভাঙ্গাইয়া সংসার-সুখ নষ্ট করিতে কতক্ষণ? যে পাপবুদ্ধি চাকর চাকরাণী এরূপ লাগাইতে আসিবে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে।

১৭। নিন্দা করা আর দ্বেষ করাই, স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের দোষ। মূর্খতাই ইহার কারণ। ফলে, সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়। এই সব কারণে, বিবাহিতা জাপানী স্ত্রী কোন বয়সে এবং কোন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র চলিবার চেষ্টা করিবে না; সর্ব্বদাই স্বামীর বশে থাকিবে। ভাল কাজ করিলেও, তাহার জন্য বড়াই করিবে না। লোকে মন্দ বলিলে, নীরবে সহ্য করিবে; দোষ শোধ্‌রাইয়া লইয়া ভাল হইবার চেষ্টা করিবে।

১৮। জাপানী স্ত্রী, যদি শ্বশুর শাশুড়ীর আজ্ঞা প্রতিপালনে অযত্ন প্রকাশ করে, যদি অবিশ্বাসিনী, হিংসাপরায়ণা, কুষ্ঠাদিতে

রুগ্না, কলহপ্রিয়া, চৌর্য্য-অপরাধে অপরাধিণী এবং বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে, স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন। পতি-ত্যক্তা স্ত্রী, বড়ই দুর্ভাগ্য ; তাহার জীবন,—মৃত্যুর তুল্য।"

জাপানী কুমারী শিশুকাল হইতেই, এই সকল নীতি-রত্ন সর্ব্ব প্রযত্নে অভ্যাস করেন। একটিমাত্র নীতি ভঙ্গেও মহাপাপ বিবেচনা করেন। যে সকল জাপান-কুমারী লেখা পড়া শিক্ষা করেন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ এই নীতি-সার কাগজে লিখেন, পাঠ করেন, মুখস্থ করিয়া রাখেন, আর বিবাহ-জীবনে, প্রাণপণে এই নীতি অনুসারেই চলিয়া থাকেন।

এই শিক্ষা-নীতি-প্রভাবে, জাপানী স্ত্রীজাতি অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন! আর অবহেলায়, ভারতীয় ললনাগণের পূর্ব্ব গৌরব বিলুপ্ত হইতেছে! তাঁহাদের মধ্যে বিলাস বাসনার প্রবল বেগ, ইতর আকাঙ্ক্ষার বাড়বানল, কর্ত্তব্য পালনে অশ্রদ্ধা এবং ধর্ম্মাচারে বিরাগ দৃষ্ট হইতেছে!

লোক-চরিত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, "ভালবাসা, দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা, ভয়-ভক্তি প্রভৃতি, বোধ হয়, এক্ষণে আর লোকের অন্তঃকরণে অবস্থিতি করে না! প্রবাসীর বিদেশ-বাসের ন্যায়, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল চক্ষে বসতি করিতেছে! নয়ন মুদ্রিত করিলেই, সব অদৃশ্য হয়! হায়! দেবীর আসন, এক্ষণে শ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে!"

এ দুর্দ্দিনেও, বিধাতার বিশেষ কৃপা-বলে, নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত ছিলেন না! তাঁহার ধন ছিল না,

জন ছিল না, কোনও আড়ম্বর ছিল না বটে, কিন্তু অমিয় প্রেমের আধার, সুখের প্রস্রবণ, প্রীতির নির্ঝর, প্রণয়ের খনি, আশার প্রতিমা, রমণীর মণি, 'চিন্তামণি' তাঁহার ছিল; ফুলের হাসি, চাঁদের আলো, শিশুর সরলতা, প্রেমের প্রাণ-দান, তাঁহার গৃহে ছিল; প্রফুল্ল কমলবৎ শোভমান কন্যাদ্বয়,—সুখদা ও মোক্ষদা, পিতৃ গৃহের সুখ আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল; তাঁহার গৃহে দান ছিল, ধ্যান ছিল, গো-সেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও অতিথি-সেবা ছিল; জগৎ-জ্যোৎস্না, বিশ্ববাসনা, পতিপ্রাণা রমণীর আকুল ক্রন্দন ও বিনীত প্রার্থনা ছিল; স্ত্রীজাতির আদরের আভরণ,—শাঁখা ও সিঁদূরের আদর ছিল; অলঙ্কারের জন্য পতি-পীড়ন ছিল না; কোন্দল ও কলহ ছিল না; কপটতা ও কুটিলতা ছিল না; কোনও অভাবের অভিযোগ ছিল না; অহঙ্কার ও অভিমান ছিল না; আহা! মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের ছবি, কেহ দেখিতে চাহিলে, এই গৃহে আসিলেই, তাহার সে বাসনা পূর্ণ হইত!

নারায়ণ ভাবিলেন, এই নিশীথ সময়ে, এই ভূলোক-বাসি-দেব-দেবীর চরিত্র পরিদর্শন করিবেন। তখন প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ; নারদ ও গণেশ ভগবানের উপাসনায় নিমগ্ন। এই সময়, নারায়ণ অলক্ষ্যভাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শয়ন গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহে মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিদ্রিত ছিলেন; চিন্তামণি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহাকে ব্যজন করিতে করিতে ভাবিতে ছিলেন :—"নারায়ণ, মধুসূদন, এ দাসীকে আবার কি বিপদে ফেলিলে! আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব,

আজ মলিন-বদন ও চিন্তাকুল কেন? ভগবন্! আমার আর কিছুই জগতে প্রার্থনীয় নাই; তাঁহাকে নিরাময় ও প্রফুল্ল দেখিলেই, আমার নারীজীবনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। মধুসূদন, আমার স্বামীকে শান্তি দাও।

শাক ভাত খেয়ে, কুটীরে থেকেও যদি স্বামী সেবা করিতে পারি, স্বামীকে সুখে রাখিতে পারি, তাঁহার মুখে হাসি দেখিতে পাই, তাহা হইলেই আমার সব হ'ল, তাহা হইলেই আমার সুখ! মধুসূদন, আমি ধন চাই না, জন চাই না, কেবল স্বামীর প্রাণে শান্তি দেখিতে চাই; আমি অবলা; আমার শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, তুমিই আমার বল, তুমিই আমার ভরসা।" চিন্তামণি, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, "নমো ভগবতে বাসুদেবায়," এই বলিয়া, তদ্‌গতচিত্তে ও নিমীলিতনেত্রে নারায়ণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ, তাঁহার তন্ময়তা ও অপূর্ব্বভাব-দর্শন করিয়া, বিস্মিত হইলেন; তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় রে! এ দেশের রমণীকুল যদি চিন্তামণির ন্যায় হইত, তবে ভূ-স্বর্গ-ভারতের কখনও এরূপ অধঃপতন ঘটিত না; আর আমিও গোলোকধাম পরিত্যাগ করিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বেশে, প্রাণের জ্বালায়, নারদ ও গণপতি সহ, এই অভিনব ভূ-ভাগ-দর্শন করিতে আসিতাম না!

কিয়ৎকাল পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, চিন্তামণি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহাকে ব্যজন

করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "কি, তুমি এখনও ঘুমাওনি? এত রাত্রি হ'য়েছে, তবু ব'সে আছ?" চিন্তামণি উত্তর করিলেন, "মন কেমন করিতেছে, তাই ব'সে আছি; তুমি ঘুমাও, আমি বাতাস করি।"

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, তুমি সমস্ত রাত্রি ব'সে থাক্‌বে, আর আমি ঘুমাব, বিচার মন্দ নয়? কি ভাব্‌ছ বল দেখি!

চিন্তামণি। ঘোষ বাবুরা নাকি জবাব দিয়েছেন?

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, তুমি মনে ব্যথা পাবে, তাই তোমায় বলি নাই।

চিন্তামণি। আচ্ছা, তাতে কি! আমরা বরং এক বেলা খাব; তাও ভাল; তোমার এত খাটুনি ভাল নয়; আমাদের যে জোত জমা আছে, তাহাতেই চলিবে; তারপর, আমার গহনা আছে, কিছু টাকাও আছে, চিন্তা কি? মধুসূদন অবশ্যই আমাদিগকে দয়া করিবেন। তুমি এমন হ'য়েছ কেন? একবার হেসে কথা বল না!

ভট্টাচার্য্য। চিন্তামণি, তোমার মত স্ত্রী-রত্ন লাভ ক'রেছি বলিয়াই, এ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি; তুমি আমার মনের সব কষ্ট দূর ক'রেছ, শ্মশান-ক্ষেত্র এক্ষণে নন্দন-কাননে পরিণত হইয়াছে! এক একবার সহিতে পারি না, তাই অস্থির হ'য়ে পড়ি।

চিন্তামণি। তুমি অস্থির হইলে, আমি যে সংসার অন্ধকার দেখি! বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ কর; তোমার ন্যায় সাধুপুরুষ কখনও কষ্ট পাবে না।

অনন্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, অনেক রাত্রি হ'য়েছে, এস ঘুমাই।" তৎপর তাঁহারা "পদ্মনাভ" বলিয়া শয়ন করিলেন এবং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়," এই মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে, অনতিকাল মধ্যেই নিদ্রা দেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নারায়ণ, এই ধর্ম্ম-মতি দম্পতীর চরিত্র-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া, সাতিশয় প্রীতি-লাভ করিলেন। এই সময় "সতী ও পতি" নামে একটি কবিতা, তাঁহার মনে পড়িল ঃ—

সতী ও পতি।

নন্দন-কাননে ফুটে, ফুল নানা জাতি,
সুখে তায়, খেলে প্রজাপতি,
নীরবে নিভৃতে গড়ি, দুটি অনুপম,
দিলা নাম, "সতী আর পতি।"
বিধানের গুরুভার, করিতে বহন,
প্রাণ তাঁর, যবে ব্যথা পায়,
চিন্তাকুল চিতে বিধি, পশি উপবনে,
ফুল পানে, অমনি তাকায়।
বিধি বলে, "সৃজিলাম, এই ফুল্ল ফুল,
বিশ্ব-মাঝে, সুখের আকর,
কে কোথা আছ রে জীব, এস ত্বরা করি,
স্নিগ্ধকর, তাপিত অন্তর।

সৌরভে গৌরবে বিশ্বে, নাহি সমতুল,
যদিও বাস, নীরবে করে,
শুভ্র সরলতা-মাখা, অন্তর বাহির,
ঈশ নামে, সদা অশ্রু ঝরে।

দুই বৃন্তে ফুটি ফুল, এক বৃন্তে শোভে,
দীনে করে, অমিয় সেচন,
সুখে সুখী দুখে দুখী, থাকি চিরদিন,
হেরে দোঁহে, দোঁহার জীবন।

দুঃখ-রবি-তাপে যবে, একে ম্লান হয়,
অপরের বিরস বদন,
অন্তরের অভ্যন্তরে, অমিয় ঢালিয়া,
তোষে তার, সন্তাপিত মন।

পতি-সোহাগিনী যত, দেববালাগণ,
আসি হেথা, আহ্লাদ জানায়,
শিরের কম্পনচ্ছলে, দেয় প্রতিদানে,
ধন্যবাদ, নীরব ভাষায়।

দে'খরে দে'খরে মালি, রেখো সাবধানে,
মমপ্রিয়, এই ফুল্ল ফুল,
লক্ষ্মী নারায়ণ করে, কণ্ঠের ভূষণ,
জেনো ইহা, জগতে অতুল!"

দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন।

একদিন নারায়ণ, বিবিধ চিন্তনে,
বসিলেন, কমলার পাশে,
পৃথিবীর দুঃখরাশি, ত্বরা পরকাশি,
আঁধারিল, অন্তর-আকাশে।

কমলার হলো দয়া, হেরি দুঃখ-ছায়া,
কহে, "নাথ, চিন্ত কি কারণ ?
অপূর্ব্ব কুসুম দুটি, সুরভি সুন্দর,
মর্ত্ত্যলোকে, করুন সৃজন।

যেখানে থাকিবে সতী, আর সতী-নাথ
দুঃখ নাহি, রহিবে তথায়,
মধু-মরূদ্যান হবে, মর্ত্ত্য-মরু-ভূমে
মুখরিত, সঙ্গীত-সুধায়।"

শুনিয়া প্রিয়ার বাণী, প্রভু বিশ্বনাথ,
ধীরে ধীরে, কহে পিতামহে,
"শান্তি নাই ধরাধামে, নিত্য হাহাকার,
প্রাণে আর কেমনে বা সহে !

নন্দনের আলো করা, কুসুম-রতন,
ধরাধামে, করুন প্রেরণ,
পবিত্র প্রভাবে তার, যাবে দুঃখ-ভার,
ধরা হবে, সুখের ভবন।"

তাই প্রভু পিতামহ, স্বরগের ফুল,
আনিলেন, এই মর্ত্ত্যধামে,
প্রেমিক প্রেমিকা দিব্য, সাধু নরনারী,
মুগ্ধমতি, শ্রীগোবিন্দ নামে!

ধন্য হ'ল ধরাতল, সাধুর জনমে,
সতী বামে, কি শোভা সুন্দর!
চেয়ে দেখ স্বর্গবাসী, দেব-দেবীগণ,
এস হেথা, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর!

দয়া ত করিলে প্রভু, মর্ত্ত্যবাসি-জনে,
তবু আশা, অন্তরে প্রবল,
নন্দনের পাখী আনি, পূরাও অবনী,
শুনি সুখে, সঙ্গীত-মঙ্গল।

অনন্তর, এই চিন্তা, তাঁহার মনে উদিত হইল, "আহা! এই চিন্তামণি ও তাঁহার স্বামী, 'সতী ও পতির' প্রতিরূপ ভিন্ন, আর কেহই নহেন! ইঁহাদের চরিত্র কেমন মধুর! ভারত-ভূমি! তোমার গৃহে গৃহে, এরূপ দম্পতীর আবির্ভাব হয় না কেন মা!

পণ্ডিতগণ বলেন ঃ—

যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞাচ ভর্ত্তারমনুগামিনী,
অল্পাল্পেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া।

যে স্ত্রী পতির গুণগ্রাহিণী, অনুগামিনী এবং অল্পেই সন্তুষ্টা,

সেই স্ত্রীকেই প্রিয়া বলা যায়; এরূপ রমণী ভিন্ন, অন্য রমণীকে প্রিয়া বলা যায় না।

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা, সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী,
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।

যে স্ত্রী গৃহ কার্য্যে নিপুণা, সেই প্রকৃত ভার্য্যা; যে স্ত্রী পুত্রবতী, সেই প্রকৃত ভার্য্যা; যে স্ত্রী পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা, সেই প্রকৃত ভার্য্যা।

পরুষাণ্যপি যা প্রোক্তা, দৃষ্টা যা ক্রোধ চক্ষুষা।
সুপ্রসন্ন মুখী ভর্ত্তুঃ, সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥

যে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর বাক্যে কথিতা এবং কোপ-চক্ষে দৃষ্টা হইলেও, ভর্ত্তার প্রতি সতত সুপ্রসন্নমুখী থাকেন, সেই স্ত্রীই ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী হইতে পারেন।

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং, নিত্যং সুখমরোগিণঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য, তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্॥

কৃষক ব্যক্তি নিত্যই সুভিক্ষ, নিরোগ ব্যক্তি নিত্যই সুখী, আর যাহার ভার্য্যা প্রিয়া, তাহার গৃহ নিত্যই উৎসবময়।

পণ্ডিতগণ আরও বলেন, "স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজ বধূঃ," অর্থাৎ প্রিয়তমা ভার্য্যা থাকিলে, স্বর্গ-সুখে প্রয়োজন কি? হায়! সেই সুখ, সেই উৎসবময় গৃহ, আর সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা আজ কোথায়! ভারতীয় রমণীগণ, সংসারের দুর্গম পথে, এক্ষণে আর স্বামীর বিশ্রাম-স্থল নহেন! এক্ষণে,

তাঁহারা বিলাসিনী! বাহ্য চাক্‌চিক্যে উন্মাদিনী! জানি না, কি এক অচিন্তনীয় ও অপূর্ব্বভাবে মাতোয়ারা! ভারতে, এ দুর্দ্দিন, কেন উপস্থিত হইল! নারী জাতির এরূপ অধঃপতন কেন ঘটিল!

পতি-ব্রতার হাসিতে মুক্তা ঝরে! বচনে অমৃত ক্ষরে! প্রতি পাদ-ক্ষেপে এক একটি "পীঠ"-স্থানের সৃষ্টি হয়! প্রভাবে অভাব নষ্ট হয়! বাস-স্থানে, দেবগণ পুষ্প-বর্ষণ করেন! সে স্থানে, সুখের উৎস ও শান্তির প্রস্রবণ চির বিরাজমান! পতিব্রতা রমণী, মানবের মানসিক সুখের প্রস্রবণ-স্বরূপ। সুখ, ধনে নাই, জনে নাই, অট্টালিকায় নাই, সুখ কেবল মনে। যিনি, এরূপ রমণী-রত্ন লাভ করিয়াছেন, তিনি কুটীরবাসী হইলেও, স্বর্গীয় সুখের অধিকারী; কপর্দ্দকশূন্য হইলেও, কুবের-সদৃশ ধনশালী। এইরূপ রমণী-রত্ন লাভে বঞ্চিত মানব, সুরম্য অট্টালিকাবাসী হইলেও, তাহার অন্তরে, অশান্তির জ্বলন্ত-চিতা চির বিরাজমান; সে, কুটীর বাসী, শাকান্ন-ভোজী, কৃষক-দম্পতীর মানসিক সুখের সহিত, আপন অশান্তি বিনিময়ের একান্ত পক্ষপাতী। বাস্তবিক, গৃহস্থ-জীবনের যাবতীয় সুখ ও শান্তি, সমস্তই, দাম্পত্য প্রেমের উপর নির্ভর করে। ভারতে, যতই ইহার অভাব হইবে, ভারতবাসী, ততই অসুখ ও অশান্তির অনলে জ্বলিয়া মরিবে।

ভারত-সন্তান, আপন দুঃখ দূর করিতে চাহিলে, অগ্রে প্রকৃতি-পুরুষ, এক মন ও এক প্রাণ হও; উভয়ে, একই ভাবে

সংযম শিক্ষা কর এবং একই ভাবে, স্বার্থ-ত্যাগ কর; কালে, সুপুষ্ট ও সুগঠিত বৃক্ষে, অবশ্যই সুফল ফলিবে।

পতি-ভক্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

১

এই নীতি-কথা বলি, পতি-ভক্তি হীন-
যত রমণীর কাছে,—
পতির চরণ কোণে, সতীর স্বরগ ধাম,
লুক্কায়িত আছে।

২

স্বামী,—স্বর্গ-ধাম, স্বামী,—মোক্ষকাম,
স্বামী,—স্ত্রীজাতির আরাধ্য ধন,
ধর্ম্ম, অর্থ যত, স্বামীতে নিহিত,
রেখো, তাঁর পায় পরাণ মন।

আহা! এই কবিতা দুটি, এ দেশীয় ললনাগণের হৃদয়ে, মূল মন্ত্রের ন্যায় জাগরূক থাকিলে, আমার কতই না আনন্দের বিষয় হইত!"

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে, নারায়ণ, রাত্রি দুই ঘটিকার সময়, দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্ত্রৈণ পুরুষ ও শাশুড়ীদ্বেষিণী বধূ।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন স্ত্রৈণ পুরুষ। তাঁহাকে সাধারণ লোকে "বিশু পণ্ডিত" বলিয়া ডাকিত; কারণ, লেখা-পড়ায় তাঁহার সামান্য জ্ঞান থাকিলেও, তিনি পাণ্ডিত্যের ভাণ করিতেন; গ্রাম্য গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়াও, দিল্লী-লাহোরের গল্প বলিতেন; এই গল্প শুনিবার জন্য, তাঁহার গৃহে বহু লোকের সমাগম হইত; বহু লোকে তাঁহার বহুদর্শিতার প্রশংসা করিত। বিশু পণ্ডিতের কিছু জোত জমা ও কয়েক ঘর শিষ্য ছিল; তদ্দ্বারাই সংসার একরূপ চলিত। সংসারে তাঁহার একমাত্র সহধর্ম্মিণী ক্ষান্তমণি ও সপ্ততিবর্ষীয়া মাতা ভিন্ন, অন্য লোক ছিল না। পণ্ডিতের স্ত্রী বলিয়া ক্ষান্তমণি মহিলা-সমাজে বড়ই গৌরব করিত; বিশ্বনাথও বিচক্ষণ লোক বলিয়া সমাজে আদরণীয় হইতেন। বিশ্বনাথের বয়স চল্লিশ; ক্ষান্তমণির বয়স ত্রিশ বৎসর। নারায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-বেশে, এ বাটীতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ক্ষান্তমণি ভৈরবী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; তাহার মুখে ঝড় বহিতেছে; নিকটে বিশ্বনাথের মাতা দণ্ডায়মান হইয়া, অশ্রুপাত করিতে করিতে, আস্তে আস্তে দু এক কথা বলিতেছেন। কিঁ কারণে

বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতেছেন, আর ক্ষান্তমণি তীব্র গালি বর্ষণ করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, নারায়ণ, নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর দুঃখাবেগ-সম্বরণ পূর্ব্বক, তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা ঠাকুরুন, কাঁদ্‌ছেন কেন? আপনার কান্না শুনে, আমারও কান্না আস্‌ছে"। বৃদ্ধা কেঁদে কেঁদে উত্তর করিলেন, "ঠাকুর, কি বল্‌ব, বড় সাধ ক'রে, ছেলের বিয়ে দিয়ে, বউ এনেছিলেম! বউ আমার কথার বাতাসও সহ্য করিতে পারে না! আমি কেবল বলেছিলাম, বউ. এক্ষণে উঠ, আর কতক্ষণ শুয়ে থাক্‌বে? এখনও গোবর ছড়া পড়েনি, ঘর লেপা হয়নি, বেলা ত চা'র দণ্ড হ'ল! এমন ক'র্‌লে কি ঘরে লক্ষ্মী থাকে?" এই কথা শুনিবামাত্র, বধূ গর্জ্জিয়া উঠিয়া, প্রলয়কাণ্ড ঘটাইতেছে। ঠাকুর, কি বল্‌ব,—"জনম দুঃখিনী সীতার দুঃখে গেল কাল, কি দিব রঘুনাথের দোষ, আমার দুঃখেরি কপাল"; চিরটা জীবন, কেবল কেঁদে কেঁদেই কাটাইলাম; আর জীবনে সাধ নাই; আর কষ্ট সহ্য হয় না। এখন, "আর কিছু নাহি চাই, যুগল পদে দিও ঠাঁই," এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধার মুখে আর কোনও কথা সরিল না; কণ্ঠ-রোধ হইল; আর নয়ন-যুগল হইতে অনর্গল বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধার অশ্রুপাত-দর্শন ও করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে দুই একটি প্রবোধ বাক্য বলিতে লাগিলেন। পাপীয়সী ক্ষান্তমণি কিছুমাত্র

দুঃখিতা অথবা লজ্জিতা না হইয়া, গগনভেদি-স্বরে বলিতে লাগিল, "তোর বড় কুটুম এসেছে! ভিখেরী বামুন দেখে, আহ্লাদ উথ্‌লিয়ে উঠ্‌ছে আর কি! আহা! বুড়ী ত মরেও না! কর্ত্তা বাড়ী আসুক আগে, আজ তোকে ঠ্যাঙ্গিয়ে, ঘর থেকে বের ক'র্‌ব!" নারায়ণ কাতরভাবে বলিলেন, "ছি! ছি! মা! এরূপ কথা বল্‌ছ কেন? শাশুড়ী, গুরুর গুরু—মহাগুরু; তাঁহাকে কি এমন কথা বল্‌তে আছে? তাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সুখ হবে, শাঁখা-সিঁদূর রক্ষা পাবে; আর তাঁহাকে কষ্ট দিলে, এক সময়ে কষ্ট পেতে হবে।" এই সকল কথা শুনিবামাত্র ক্ষান্তমণি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "যা, বিট্‌লে বামুন, বক্তৃতা করতে এসেছেন! তোর বাড়ী কোন্ দেশেরে? আমাদের চৌদ্দপুরুষের ঠাকুর আর কি!" নারায়ণ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "এ কথাটি সত্য বটে; আমি তোমাদের চৌদ্দপুরুষের কেন, একশত পুরুষের ঠাকুর।" এই কথা শুনিয়া, ক্ষান্তমণি নারায়ণের প্রতি অকথ্য ও অশ্রাব্য গালি-বর্ষণ করিতে লাগিল। নারায়ণ পিশাচীর সহিত তর্কবিতর্ক করা অরণ্যে রোদন বিবেচনা করিয়া, কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিলেন।

ইতিমধ্যে গৃহে বিশু পণ্ডিতের শুভাগমন হইল। বিশুকে দেখিয়া, ক্ষান্তমণির নয়ন-যুগল হইতে দুইটি প্রবাহ ছুটিল; ক্রোধে, দুঃখে, অপমানে ও অভিমানে, আহত বিষধরের ন্যায়, গর্জ্জিয়া উঠিয়া, পাপীয়সী আকাশ পাতাল ভাঙ্গিতে লাগিল,

আর বলিতে লাগিল,—"এ বিট্‌লে বামুন আর তোমার মা আমাকে প্রহার করিয়াছে ; আমি আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব ।" এই সময় নারায়ণ. অদৃশ্য হইলেন। ক্ষান্তমণির কপট ক্রন্দনে বিমুগ্ধ হইয়া, বৃদ্ধার সুযোগ্য পুত্র, বিশু পণ্ডিত, বলিতে লাগিলেন, "বলি মা, তুমি কি আমাকে দেশত্যাগী ক'র্‌বে নাকি ? এমন ক'রে কি মার্‌তে হয় ? একেই ওর শরীর খারাপ, কথা কইতে পারে না,—গায় বল পায় না ;—ওকে কি এমনি ক'রে সাজা দিতে হয় ? আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কি বল দেখি ? একটা ভিখারী নাকি আবার জুটিয়ে এনেছ ? তুমি বুড় হ'চ্ছ, আর দিন দিন তোমার বুদ্ধি লোপ হচ্ছে ! এমন বউ ঘরে এনেও কি না, তাহার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌লে না।" বিশ্বনাথের মাতা উত্তর করিলেন, "দেখ্‌রে বিশু ! তুই যে মালিনী মাসীর মেড়া হলি ! ও যা বল্‌বে, তুই তাই বিশ্বাস কর্‌বি ? মা জগদম্বা, আমার কি উপায় হবে মা ? এ বুড় বয়সে আর কোথা যাব মা !" বিশু পণ্ডিত বলিলেন, নে, কাঁদিস্‌ "নে বুড়ী, চুপ্‌ কর্‌।" অমনি বৃদ্ধা আবার নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। নারায়ণ অদৃশ্যভাবে গুণধর পুত্রের মাতৃ-ভক্তি দর্শন করিতে-ছিলেন ; বৃদ্ধাকে কাঁদিতে দেখিয়া, তিনিও অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিলেন না ।

কিয়ৎকাল পরে ক্ষান্তমণি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল্‌। বিশ্বনাথ বলিলেন, "বলি, ওগো, আজ আমাদের "রান্নাবাড়া" হবে না ?" ক্ষান্ত উত্তর করিল, "আজ আমার শরীর ও মন বড্ড

খারাপ বোধ হ'চ্ছে; তুমি এবেলা রেঁধে নেওনা গা?" অমনি বিশু পণ্ডিত অম্লান-বদনে রন্ধন করিতে গেলেন; চা'ল ধুইলেন, মাছ কুটিলেন, জ্বাল জ্বালিলেন এবং আহ্লাদের সহিত রাঁধিতে লাগিলেন! ক্ষান্তমণির শরীরে অসুখ, তাই সে খাটের উপর শয়ন করিল! যথাকালে বিশ্বনাথের রন্ধন শেষ হইল। আপনার অন্নব্যঞ্জনাদি একখানা থালার মধ্যেই লইলেন, আর গৃহিণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সমস্ত রাখিয়া দিলেন। বিশ্বনাথ আহার করিলেন; তৎপর থালাখানা ধৌত করিয়া আনিয়া, রন্ধন গৃহের যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। এদিকে গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি উঠিয়া তেল দিলেন, আস্তে আস্তে স্নান করিতে গেলেন; স্নান করিয়া, সিক্ত কাপড়খানা বারেন্দার চৌকির উপর রাখিয়া, আহার করিতে বসিলেন। বিশ্বনাথ, আসন ও জলের গ্লাস পূর্ব্বেই প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন; গৃহিণীর আহারের কোনও অসুবিধা না হয়, এজন্য রন্ধন-গৃহে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইল। মুখ ধৌত করিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে ক্ষান্ত বলিল, "কি রেঁধেছ? মাছের ঝোলে হলুদ বেশী, আর ডা'লে নুন কম হ'য়েছে; ভাতগুলিও যেন কিছু শক্ত র'য়েছে!" বিশু পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "কি কর্‌ব, তোমার আহারের অসুবিধে হ'য়েছে বটে! আচ্ছা, বিকেলবেলার যে দুধ আছে, তাহাই খাও গিয়ে।" নারায়ণ, বিশু পণ্ডিত ও তদীয় গৃহিণীর অস্বাভাবিক ভাব দর্শন করিয়া, মর্ম্মান্তিক যাতনানুভব করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে চিন্তা

করিতে লাগিলেন, হায় রে! এমন নরনারীর অধম পুত্র ও পুত্র-বধূ, এই কলিকালেরই উপযুক্ত বটে! এরূপ পুত্র কুলের কণ্টক, আর পুত্র-বধূ সাক্ষাৎ রাক্ষসী ভিন্ন আর কিছুই নয়! এরূপ স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী নয়, স্বামীর ধ্বংসকারিণী! এ দৃশ্য ত আর দর্শন করিতে পারি না! আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়া উঠিল! কত যুগ-যুগান্তরের কথা মনে পড়িল! কত ভয়-ভক্তির জীবন্ত-মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি-পথে উদিত হইল! হায় মা! ভারতভূমি! তোমার ধর্ম্মমতি পুত্র-কন্যাগণ এক্ষণে কোথায় গেল! আর কি তাঁহাদের আবির্ভাব হইবে না!

অতঃপর বৃদ্ধার গুণধর পুত্র ও পুত্র বধূ সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল, বৃদ্ধার আহার হইল কিনা, কেহই তাহার কোন সন্ধান লইল না।

এদিকে বৃদ্ধা কাঁদিলেন কাটিলেন, মাথা কপাল কুটিলেন, নারায়ণকে ডাকিলেন, অবশেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়, জলের মেটে কলসীটি লইয়া, স্নান করিতে গেলেন। দত্তদের বাড়ীর ছোট বধূ ঘাটে আসিয়াছিল; সে বলিল, "বামুন দিদি, বেলাটা একেবারে গিয়াছে, এখন স্নান ক'ত্তে এসেছ?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "কি ক'রব বোন্, কপাল মন্দ! পেটের যদি একটি মেয়ে থাকৃত, তবে আর এত কষ্ট হ'ত না; পরের ঝি এনেছি, উ'ড়ে এসে, আমার সোণার সংসার পু'ড়ে খাচ্ছে; এখন আর আমার খাওয়া পরা নেই, চারটি গেলা মাত্র!" বউটি বড় ভাল ছিল, বৃদ্ধার কথা শুনিয়া,

কাঁদিয়া ফেলিল! "কেঁদনা, বোন্, কেঁদনা ; জন্ম-এয়ো, জন্ম-সুখে থাক ; আমার জন্য কাঁদে, এমন লোক কি সংসারে কেহ আছে! যাও, বাড়ী যাও, সুখে থাক," এই বলিয়া, বৃদ্ধা জলের কলসীটি লইয়া, আস্তে আস্তে বাড়ী আসিলেন; চারটি ভাতে ভাত রাঁধিয়া, উদরপূর্ণ করিলেন ; পরে কাঁপিতে কাঁপিতে, নিজেই পাথর ও কড়াখানা পুকুর হইতে ধৌত করিয়া আনিলেন !

ক্ষান্তমণি নিদ্রা হইতে উঠিয়া, বৃদ্ধার রন্ধন-গৃহে একবার উঁকি মারিল ; একটুকু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "এখনও 'তুগ্যোচ্ছব' হয়নি ? 'গতরখাকীর' সোহাগ যেন দিন দিন বাড়্ছে।" বৃদ্ধা নিঃশব্দে একদিকে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বনাথ পণ্ডিতও নিদ্রা হইতে উঠিলেন। ক্ষান্তমণি বলিল, "ওগো, ভাল একটি কথা মনে প'ড়েছে,--আমার সইএর বাড়ী যে ডালা দিতে হবে, পাঁচটি টাকা দাওনা গা ?" "টাকা ত নাই," এই কথা বলিয়া, বিশ্বনাথ তামাক খাইতে লাগিলেন। "আমি চাইলেই, মিন্সের টাকা থাকে না, পয়সা থাকে না, উনি ফকির হন; মিন্সের ভাব চরিত্র দেখে, গা জ্বলে যায় আর কি!" এই বলিয়া, ক্ষান্তমণি রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিল। গৃহিণীর ভাব-দর্শনে ভীত হইয়া, বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি হুঁকাটি রাখিয়া, বলিলেন, "রাখ তবে, বেণেদের ঘর থেকে, ধার ক'রে এনে দিচ্ছি।" ক্ষান্ত টাকা পাইয়া, শান্ত হইল।

নারায়ণ মনে ভাবিলেন, "এই এক বাটীতেই সমস্ত দিন যাপন করিলাম ; অন্য বাটীর গৃহিণীগণের অবস্থা একবার দেখে

আসি।" তিনি গৃহান্তরে গমন করিয়া, বধূগণের শাশুড়ী-দ্বেষ, অনেকস্থলেই লক্ষ্য করিলেন; অনেক স্থলেই পুত্র ও বধূগণের দুর্ব্যবহারে, মাতার অশ্রুবর্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, ব্যথিত হইলেন!

এই সকল হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শনে, মর্ম্মাহত হইয়া, নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়! এদেশের বড়ই দুর্দ্দশা! বড়ই দুর্দ্দিন! যে পুত্র, মাতা পিতার প্রতি ভক্তি, প্রীতি ও ভয়শূন্য, যে পুত্র-বধূ, শ্বশুর শাশুড়ীর আজ্ঞাপালন ও সেবা-শুশ্রূষায় কুণ্ঠিতা,—দুঃশীলা, দুশ্চারিণী ও কর্কশ-ভাষিণী,—এরূপ পুত্র ও পুত্র-বধূর প্রয়োজন কি?

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্।
সদা গৃহী নিষেবেত সেবা-ধর্ম্ম প্রযত্নবান্॥

মাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, সেবা-ধর্ম্ম তৎপর গৃহী ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন।

কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরণাঢ়কৈঃ।
বরমেকঃ কুলালম্বী, যত্র বিশ্রূয়তে পিতা॥

তুষপূর্ণ আঢ়কের ন্যায় কেহই বহুপুত্র দ্বারা শ্লাঘ্য হয় না; কিন্তু কুল-প্রদীপ স্বরূপ একমাত্র পুত্র দ্বারাও পিতা ধন্য হইয়া থাকেন।

আসনং ভোজনং বস্ত্রং, পানং ভজনমেব চ।
তত্তৎ সময়মাজ্ঞায়, মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ॥
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং, সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রো রাজ্ঞানুসারী স্যাৎ স পুত্রঃ কুল-পাবনঃ॥

যে পুত্র উপযুক্ত সময় জানিয়া, পিতা মাতার আসন, ভোজন, বস্ত্র ও পানীয় এবং ভজন ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়, আর সর্ব্বদা মৃদু বাক্য প্রয়োগ করে এবং প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, সেই পুত্রই কুল পবিত্র করে।

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ন ধার্ম্মিকঃ।
কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃ পীড়ৈব কেবলম্॥

যে পুত্র বিদ্বান্ নয়, ধার্ম্মিকও নয়, এমন পুত্রের প্রয়োজন কি? বরং না থাকাই ভাল; যেমন দৃষ্টি-হীন চক্ষু দ্বারা কোনও উপকার হয় না, কেবল চক্ষু পীড়ার কষ্টই ভোগ করিতে হয়।

হায়! "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," এই মহাবাক্যটি, এক্ষণে, অনেক স্থলেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! হায়! এ শোচনীয় দৃশ্য আর দর্শন করিতে পারি না! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছে! হায় মা! ভারতভূমি! তুমি কেবল শৃগাল-কুকুর পোষণ করিতেছ মা! যতদিন না তোমার পুত্রগণ ধর্ম্ম-পরায়ণ হইবেন এবং দুহিতৃগণ এই বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিবেন, ততদিন আর তোমার কল্যাণ কোথায় মা! যাঁহারা সরলতার প্রতিমা, সদ্ভাবের আবাস-ভূমি ও শ্রদ্ধা-ভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সেইভাব কোথায় গেল মা!

অনন্তর নারায়ণ উচ্ছলিত দুঃখাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, ম্লানমুখে ও অধোবদনে দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবগণের পুনর্মিলন ও আক্ষেপ।

নারায়ণ, নারদ ও গণেশ সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া, সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিলেন। অতঃপর নারায়ণ, অতি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিতান্ত কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, কি বলিব, দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়! এ দেশ আর সে দেশ নহে! এ এক অভিনব দেশ! এ অভিনব দেশের অভিনব ভাব, আমারও বুদ্ধির অগম্য! যাহা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই, তাহাই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি! জানিনা, কি এক ঘোরতর দুর্ভাগ্য ভারতের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে! বধূগণের শাশুড়ী-দ্বেষ এবং পুত্রগণের মাতৃ-বিদ্বেষ ও স্ত্রী-পরায়ণতা যেরূপ দর্শন করিলাম, তাহাতে আশঙ্কা হয়,—এ দেশের অধিবাসিগণ, অচিরেই মনুষ্য-সমাজ-বিচ্যুত হইয়া, পশু-সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে! হায়! ভারতমাতার ভাগ্যে কি এই ছিল! মহামুনি নারদও প্রশান্তভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমরাও দেখিলাম,—পল্লী-বাসিগণ কেবল স্বার্থ-পরতা, অযথা বিরোধ, পর-নিন্দা, পরানিষ্ট-সাধন ও পরশ্রী কাতরতায় ব্যতিব্যস্ত! হরিনামের মোহময় কীর্ত্তনে অতি অল্প লোকই মাতোয়ারা! যদিও দুই একটি মাতৃভক্ত ও ধর্ম্মশীল পুত্র এবং স্বামী-সর্ব্বস্বা, লক্ষ্মীরূপিণী বধূ, এখনও জীবিত আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সাধু দৃষ্টান্ত প্রায়ই অনুসৃত হয় না। সাধারণতঃ, স্ত্রীজাতি বিলাসিনী, দুর্ব্বিনীতা ও স্বার্থ-পরায়ণা এবং পুরুষগণ,

দেবদ্বিজে ভক্তি-শূন্য, স্ত্রীর মনোরঞ্জনে উৎসর্গীকৃত-জীবন ও দাসত্ব-প্রিয়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই বুদ্ধি—নিম্নগামিনী, দয়া ও যত্ন স্বার্থ-মূলক এবং চরম অভিলাষ—ঐহিক সুখ-সম্ভোগ। উভয়েই পারলৌকিক চিন্তায় সমভাবে উদাসীন; উভয়েই সমভাবে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত এবং উভয়েরই জীবনের উদ্দেশ্য, একই অসার পার্থিব ভাবে পরিচালিত।

প্রভো! কোনও চিন্তার কারণ নাই; "নামের গুণে" অবশ্যই অসাধ্য-সাধন হইবে; অসম্ভব সম্ভব হইবে; মুগ্ধ মানব অবশ্যই মায়া-পাশ মুক্ত হইবে। যেরূপ রোগী ঔষধের মর্ম্ম না জানিলেও, ঔষধ আপন গুণেই তাহাকে নিরোগ করে, প্রভু, সেইরূপ, অবোধ ভ্রাতৃগণ, হরিনামের মর্ম্ম না জানিলেও, নামের গুণেই তাহাদের আত্মজ্ঞান জন্মিবে।" অবশেষে কতিপয় সুমধুর সঙ্গীতদ্বারা, সকলের মর্ম্মান্তিক যাতনা দূর করিবার জন্য, মহামুনি নারদ বীণা-যন্ত্র বাজাইতে লাগিলেন এবং নারায়ণ ও গণেশ উভয়েই সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

গণেশের গীত।

সুরট মল্লার—ঢিমে তেতালা।

পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে মা তনুর তরি।
মোহ-ঝড়ে মায়া-তুফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি!
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাহে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি॥

ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়্'ল শ্রদ্ধার পাল,
নৌকা হ'ল বান চাল, বল কি উপায় করি॥
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গেতে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা নামের ভেলা ধরি॥

মূলতান—একতালা।

তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার-গারদে থাকি বল।
পশিল ছয় দূত, তশীল করে কত,
দারা-সুত পায়ের শৃঙ্খল॥
দিয়ে মায়া-বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালেম মোক্ষ-ফল।
এবার হ'লনা সাধনা, ওমা শবাসনা,
সংসার-বাসনা প্রবল॥
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি,
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হ'য়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্ব্বনাশি! জানিস্ কত ছল॥
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে,
নীলাম্বরের জলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধ'রে খাই হলাহল॥

নারায়ণ। অতি উত্তম; গান দুটি অতীব মধুর।

গণেশ। প্রভু, আপনি একটি গান করুন।

"আচ্ছা, আমি বৃদ্ধ; গান গাইতে পারি না,—কিন্তু শুনিতে খুব ভালবাসি," এই বলিয়া, নারায়ণ গাইতে লাগিলেন :—

নারায়ণের গীত।

কানাড়া—একতালা।

কে ও ললনা, নলিনী-বদনা, দানব-দলনা, বলরে আমায়।
মরি কি মাধুরী, যেন হেম-গিরি, রবি-শশী হাসি পতিত পায়॥
গলিত চিকুরে শ্রীঅঙ্গ-প্রভা, নীল-নব-ঘনে চপলার আভা,
কপোল-কমলে, অনিল-হিল্লোলে, অলঙ্কার ছলে, মধুপ ধায়॥
রাজে মৃগ রাজে, সাজে অপরূপ, সময়-অলকে সুধায় লোলুপ,
হুহুঙ্কার-ধ্বনি, কাঁপিছে মেদিনী, চরণে অবনী শরণ লয়॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

নীল-বরণী নবীনা রমণী, নাগিনী-জড়িত জটা-বিভূষিণী।
নীল-নলিনী জিনি-ত্রিনয়নী, নিরখিনু নিশানাথ নিভাননী!
নিরমল নিশাকর কপালিনী, নিরুপম ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী,
নিকর চারি কর সুশোভিনী, লোল-রসনা করাল-বদনী।
নিতম্বে দুলিছে শার্দ্দূল ছাল, নীল-পদ্ম করে, করে করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দুকরে, লম্বোদরী, লম্বোদর-প্রসবিনী॥
নিপতিত পতি শব-রূপে পায়, নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, নিত্য-সিদ্ধ-তারা নগেন্দ্র-নন্দিনী॥

নারায়ণ মধুর কণ্ঠে যেন অমৃত বর্ষণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন; এরূপ মধুর সঙ্গীত, কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা, কাহারও মনে পড়িল না! অতঃপর নারায়ণ, নারদকে বলিলেন, "বৎস, তুমি একটি গান গাও; তোমার মুখের "হরিনাম" বড়ই মধুর।" অনন্তর নারদ গাইতে লাগিলেন:—

মহামুনি নারদের গীত।

(বীণাযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে)

ভৈরবী—ঠুংরী।

তোমা হেন প্রিয়জন কে আছে হরি!
সম্পদে বিপদে নিশি দিন কে সহায়, কে আর এত হিতকারী॥
কাঁদিলে তাপিত জন, কাঁদে হে তোমার প্রাণ,
দুঃখ-বারণ, তাপহারী।
মাভৈঃ অভয়-দানে রাখ তারে শ্রীচরণে,
দাও সদা সুখ-শান্তি-বারি॥
সেই সুধা বাণী শু'নে, ছুটে প্রাণ তব পানে,
জয় জয় মাধব-মুরারি।
দেহিমে জীবন, দেহিমে প্রেম, দেহিমে চরণ তোমারি॥

আহা! কি মধুর! আহা! কি মধুর!” এই বলিয়া, সকলেই নারদ মুনিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর নারায়ণের অভিপ্রায়ানুসারে গান বন্ধ হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী স্বস্ব বাসস্থানে গমন করিল এবং দেবগণও কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ শয়ন করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যেই নিদ্রা-দেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল; নারায়ণ হঠাৎ জাগ্রত হইলেন; চারিদিকে সাড়া-শব্দ নাই, কেবল ঝিম্ ঝিম্ শব্দ হইতেছিল। লোক-চরিত্র-পরিজ্ঞানের ইহাই প্রকৃত সময় মনে করিয়া, তিনি নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে পুনরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।



চতুর্থ দৃশ্য।

অমৃতে বিষ ও বিষে অমৃত।

হরিনাথ দাস একজন তালুকদার; রামচরণ মণ্ডল তাহার প্রজা। হরিনাথের সহিত ক্রমাগত দশ বৎসর মোকদ্দমা করিয়া, রামচরণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; তাহার সমস্ত জোত জমা হরিনাথের অধিকারে আসিয়াছে। এক্ষণে কোনও না কোনও উপায়ে, হরিনাথের সর্ব্বনাশ সাধনই, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। সে অনন্যোপায় হইয়া, হরিনাথের গৃহে অগ্নি-প্রয়োগ করাই স্থির করিল। কিয়দ্দিবস পরে রামচরণ জানিতে পারিল, হরিনাথ বিবাহোপলক্ষে কোনও আত্মীয় বাড়ী গিয়াছেন; বাটীতে কেবল তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র রহিয়াছে। সংসারে অন্য লোক না থাকায়, তিনি মধুর মাতাকে তাঁহার স্ত্রীর নিকট শয়ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। মধুর মাতা হরিনাথের স্ত্রী দামিনীর নিকট বলিয়া গেল, সে আসিতে পারিবে না, তাহাদের বাটীতে কুটুম্ব আসিয়াছে। নারায়ণ, নিশীথ সময়ে অলক্ষ্যভাবে এ বাটীতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, গৃহে আলো জ্বলিতেছে; দামিনী একজন পুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করিতেছে। নারায়ণ বুঝিতে পারিলেন,

পুরুষটি দামিনীর স্বামী নহে, উপপতি। এই সময় রাম চরণ, সেই বাটীতে অগ্নি-প্রয়োগের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ সে চমকিয়া উঠিল; দাস-মহাশয় বাটীতে নাই, তথাপি তাঁহার গৃহে এই দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বলিতেছে কেন! তৎপর গৃহের অভ্যন্তরে একটি পরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া, তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! সে বুঝিতে পারিল, হরিনাথের পত্নী ভ্রষ্টা! হরিনাথের গৃহের এইরূপ ঘৃণিতাবস্থা দর্শনে, তাহার বদ্ধ-শত্রুভাব বিস্মৃত হইল। সে মনে ভাবিল, দাস মহাশয় যেমন শঠতা করিয়া, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, পরমেশ্বর, প্রকারান্তরে সেই পাপের শাস্তি প্রদান করিতেছেন! সে এক্ষণে আর হরিনাথের শত্রু নহে,—পরম হিতৈষী বন্ধু! সে অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, গৃহের ছিদ্র দ্বারা, অবৈধ প্রেমের লীলা-খেলা দেখিতে লাগিল। এই লোকটি হরিনাথের ভৃত্য; সে দামিনীকে বলিল, "আর বেশীদিন এরূপ থাকিবে না। তোমার পুত্র বড় হইয়া উঠিল, না জানি, কোন্ দিন প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

দামিনী বলিল, "উহাকে আমি এক্ষণেই শেষ করিতেছি!"

অতঃপর ভৃত্যপ্রেমমুগ্ধা পিশাচী, একখানা শাণিত ছোরা দ্বারা, নিদ্রিত পুত্রের জীবন-নাশ করিতে উদ্যত হইল। রামচরণ দেখিল, সর্ব্বনাশ! হরিনাথ নির্ব্বংশ হয়। শত্রু হইলেও, তিনি মনিব, এই ভাবিয়া, সে দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিল

এবং প্রাণীয়সীর হস্তস্থিত শাণিত ছোরা অলক্ষ্যে কাড়িয়া লইয়া, তাহারা পাপিষ্ঠের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পলায়ন করিল। আহ্লাদের অঙ্গ-সঞ্চালনে প্রদীপটি নিবিয়া গেল।

দামিনী "হাউ মাউ" শব্দ করিয়া উঠিল; প্রতিবেশিগণ সমবেত হইলে, সে প্রকাশ করিল, "তামাকু দেওয়ার জন্য ভৃত্য গৃহে প্রবেশ করিলে, বিনা কারণে, স্বামী তাহার উপর চটিয়া উঠে এবং ক্রোধ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া, উহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

নারায়ণ, পিশাচী দামিনীর প্রকৃতি আদ্যোপান্ত দর্শনে, স্তব্ধ: হইয়া, চিত্রপুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায় রে কলিকাল! এই সকল পৈশাচিক কার্য্য-কলাপ, তোমাতেই সম্ভবে! স্ত্রীজাতি! তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই! তোমরা, হতভাগ্য স্বামীকে সিংহাসনে বসাইয়া থাক, আবার পথের ভিখারী করাও তোমাদেরই কাজ! তোমরা সাজান-বাগান শুকাইতে পার, আবার শুষ্ক বাগান সঞ্জীবিত করাও, তোমাদের অসাধ্য নহে! তোমাদের অন্তরই অমৃতময়, তোমাদের অন্তরই বিষ-প্রস্রবণ! তোমরাই শান্তির আলয়, আবার তোমরাই অশান্তির দাবানল! তোমরা জ্যোৎস্না-স্বরূপিণী, আবার তোমরাই ঘোর অন্ধকারের জননী! দয়া-মায়ার পুণ্য-প্রস্রবণ, তোমাদের হৃদয়ে চিরপ্রবাহিত, আবার তোমাদের হৃদয়েই, পৈশাচিক নির্দ্দয়তা পূর্ণ প্রকাশিত! তোমাদিগকে নমস্কার করি। তোমাদের জন্য বিশ্ববাসী

লাঞ্ছিত; অনাহারে-অনিদ্রায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া, তোমাদিগকে সুখী করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য! বিশ্বাস-ঘাতকতা কি তোমাদের কাজ? তোমাদের শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নির্দ্দয়তা, বড়ই ভয়াবহ এবং বড়ই হৃদয়-বিদারক! রামচরণ, তুমি ধন্য! তুমি শত্রু হইলেও, হরিনাথের পরম হিতৈষী; নীচ জাতি হইলেও, জগদ্বাসীকে একটি উচ্চাঙ্গের উপদেশ শিক্ষা দিলে! ধন্য তোমার ক্ষমা! ধন্য তোমার সাহস!”

এই দৃশ্যে, নারায়ণের মনে বিবিধ চিন্তার উদয় হইল। তিনি এদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অনেক রাত্রি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, ম্লানমুখে ও অধোবদনে দেবালয়ে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। দেবগণ গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। নারায়ণ বলিলেন, “বৎস, অদ্য তোমরা এই পল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি গ্রামে হরিনাম প্রচার কর। তোমাদের ললিত-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত চির-মনোহর হরিনামের প্রেম-পীযূষময়ী মধুর-কাকলী দ্বারা, হরিনাম-পিপাসু ভক্ত-বৃন্দের উদ্বেল প্রাণে আনন্দের সঞ্চার কর। হরিনামের উন্মাদনী মধুরতায়, কলুষ ও অবসন্ন প্রাণও, পবিত্র ও হাস্যময় হইয়া উঠিবে; পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ে পুণ্যের আনন্দ-প্রস্রবণ বহিবে। অনেক মরু-হৃদয়ে ভক্তি-কুসুম বিকসিত হইবে। নারদ উত্তর করিলেন, “প্রভো! আপনার কৃপায়, হরিনাম প্রচারের কোনও

ত্রুটি হইবে না ; কিন্তু আমরা নিতান্ত অবোধ ও শক্তিহীন ; হরিনামের মর্ম্ম কি বুঝিব ? যে যাহা বুঝে না, সে তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম কিরূপে বুঝাইবে ?" নারায়ণ উত্তর করিলেন, "যাও, ওটি তোমার পুরাতন কথা ; এস, এক্ষণে আমরা স্বস্ব কর্ত্তব্য-সাধনে বহির্গত হই।"

অনন্তর নারদ ও গণেশ, নারায়ণকে প্রণাম করিয়া, হরিগুণ-গান করিতে করিতে, গ্রামান্তরে চলিলেন ; নারায়ণও কিয়ৎকাল চিন্তার পর, "নাম-কীর্ত্তন" করিতে করিতে, গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নারদ ও গণেশের গীত।

(গাইতে গাইতে গ্রামান্তরে প্রবেশ)

"হরি ! তুমি মম পিতা, তুমি মম মাতা হে !
সুহৃদ্ সখা তুমি, তুমি মম ধন জন ;
প্রাণ—রমণ তুমি, শান্তি-সদন হে ॥
আপন বলিতে মম, তোমা বিনা কেহ নাই,
সাধনের ধন তুমি, তুমিই শরণ হে।
ত্রিভুবন পূর্ণ করি, রহিয়াছ তুমি হরি,
তব দরশন বিনা, বৃথা এ নয়ন হে ॥

তব গুণ যে রসনা, কভু না করে ঘোষণা,
বিনাশ মঙ্গল তার, কি ফল রহিয়া হে।
যথা তব অধিষ্ঠান, সেই পুণ্য তীর্থ-স্থান,
না ভ্রমিল যদি পদ, কি ফল তাহায় হে॥
সব সুখ ত্যাগ করি, তব শ্রীচরণে হরি,
তনু, মন, প্রাণ মম, করেছি অর্পণ হে।
বিনা তব গুণ-গাথা, অসার জ্ঞানের কথা,
বিফল প্রয়াস শুধু, চাহি না শুনিতে হে।
এ বিষম ভব-নদী, তরিবারে চাহ যদি,
এস সবে সে চরণে, লইগে শরণ হে॥"

(২)

"বল বল হরি, ছন্দ না করিহ, বিপদে বেঢ়ল দেশ।
এ তত্ত্ব জানিয়া, আগে পলাওল, শ্রবণ-দশন-কেশ॥
তার পাছে পাছে, লোচন-বচন, তারা দুই দিল ভঙ্গ।
মোর মোর করি, রাত্রি দিন মরি, যমদূতে দেখে রঙ্গ॥
সুন্দর নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, বিষম যমের থানা।
দণ্ড যে দিবস, বৎসর গণিছে, কোন্ দিন দিবে হানা॥
এই পুত্র-বধূ যতন করিছে, সকলি নিমের তিতা।
মরণ-সময় হাতে গলে বাঁধি, মুখে জ্বালি দিবে চিতা॥
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলা, শমন তরিবা কিসে।
দাস লোচন, কহিয়া ফারাক, মরিছ আপন দোষে॥"

নারায়ণের নাম-সংকীর্ত্তন।

(গাইতে গাইতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ)

ভাদ্রকৃষ্ণা-অষ্টমীতে, দেবকী-উদরে,
জন্মিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীমথুরাপুরে।
শিশুরূপে আলো করে, কারা অন্ধকারে,
মথুরায় দেবগণ, পুষ্পবৃষ্টি করে।
বসুদেব রাখে নিয়া, নন্দের মন্দিরে,
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ, দিনে দিনে বাড়ে।
নন্দ রাখিলা নাম, শ্রীনন্দের নন্দন,
যশোদা রাখিলা নাম, যাদু বাছাধন।
উপানন্দ নাম রাখে, সুন্দর গোপাল,
ব্রজবালক নাম রাখে, ঠাকুর রাখাল।
সুবল রাখিলা নাম, ঠাকুর কানাই,
শ্রীদাম রাখিলা নাম, রাখালরাজা ভাই
ননীচোরা নাম রাখে, যতেক গোপিনী,
কেলেসোণা নাম রাখে, রাধাবিনোদিনী।
কুব্জা রাখিলা নাম, পতিতপাবন হরি,
চন্দ্রাবলী নাম রাখে, মোহন বংশীধারী।
অনন্ত রাখিলা নাম, অন্ত না পাইয়া,
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ, ধ্যানেতে জানিয়া।

কণ্বমুনি নাম রাখে, দেব চক্রপাণি,
বনমালী নাম রাখে, বনের বাঁশী।
গজহস্তী নাম রাখে, শ্রীমধুসূদন,
অজামিল নাম রাখে, দেব নারায়ণ।
পুরন্দর নাম রাখে, দেব শ্রীগোবিন্দ,
কুন্তীদেবী রাখে নাম, পাণ্ডব-আনন্দ।
দ্রৌপদী রাখিলা নাম, দেব-দীনবন্ধু,
পাপী তাপী রাখে নাম, করুণার সিন্ধু।
সুদাম রাখিলা নাম, দারিদ্র্য-ভঞ্জন,
ব্রজবাসী নাম রাখে, ব্রজের জীবন।
দর্পহারী নাম রাখে, অর্জ্জুন সুধীর,
পশুপতি নাম রাখে, খগরাজবীর।
যুধিষ্ঠির নাম রাখে, দেব যদুবর,
বিদুর রাখিলা নাম, কাঙ্গালের ঠাকুর।
বাসুকি রাখিলা নাম, দেব সৃষ্টিস্থিতি,
ধ্রুবলোক নাম রাখে, ধ্রুবের সারথি।
নারদ রাখিলা নাম, ভক্ত-প্রাণধন,
ভীষ্মদেব নাম রাখে, লক্ষ্মী-নারায়ণ।
সত্যভামা নাম রাখে, সত্যের সারথি,
জাম্বুবতী নাম রাখে, দেব যোদ্ধাপতি।
বিশ্বামিত্র রাখে নাম, সংসারের সার,
অহল্যা রাখিল নাম, পাষাণ-উদ্ধার।

ভৃগুমুনি নাম রাখে, জগতের হরি,
পঞ্চমুখে রামনাম, জপে ত্রিপুরারি।
কুঞ্জকেশী নাম রাখে, বলি সদাচারী,
প্রহ্লাদ রাখিলা নাম, নৃসিংহ-মুরারি।
দৈত্যারি দ্বারকানাথ, দারিদ্র্য-ভঞ্জন,
দয়াময় দ্রৌপদীর, লজ্জানিবারণ।
স্বরূপে সবার হয়, গোলোকেতে স্থিতি.
বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদশায়ী, কমলার পতি।
রসময় রসিক নাগর অনুপম,
নিকুঞ্জবিহারী হরি, নবঘনশ্যাম।
শালগ্রাম দামোদর, শ্রীপতি শ্রীধর,
তারকব্রহ্ম সনাতন, পরম ঈশ্বর।
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ,
পতিতপাবন গুরু, জ্ঞান উপদেশ।
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি,
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম, অনন্ত মহিমা,
নারদাদি ব্যাসদেব, দিতে নারে সীমা।
নাম ভজ নাম চিন্ত, নাম কর সার,
অনন্ত কৃষ্ণের নাম, মহিমা অপার।
শঙ্খ ভরি সুবর্ণ, গো কোটী কন্যাদান,
তথাপি না হয় কৃষ্ণ, নামের সমান।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি,
নামের সহিত আছেন, আপনি শ্রীহরি।
শুন শুন ওরে ভাই, নাম সংকীর্ত্তন,
যে নাম শ্রবণে হয়, পাপ-বিমোচন।
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব, আর সব মিছে,
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে।
ব্রহ্মা-আদি দেব যারে, ধ্যানে নাহি পায়,
সে হরি বঞ্চিত হৈলে, কি হবে উপায়।
হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ,
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা, দেব নারায়ণ।
বলিরে ছলিতে প্রভু, হইলা বামন,
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি, কৈলা নিবারণ।
অষ্টোত্তর শত নাম, যে করে পঠন,
অনায়াসে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর, নন্দের নন্দন,
মথুরায় কংস-ধ্বংস, লঙ্কায় রাবণ।
বকাসুর বধ আদি, কালিয় দমন,
দ্বিজ হরিদাস কহে, নাম-সংকীর্ত্তন।



পঞ্চম দৃশ্য।

স্ত্রী-সমিতি।

মুখুয্যে মহাশয়দের বাটীতে আজ মহিলাগণের নিমন্ত্রণ। সকলেই স্বস্ব বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া, এ গৃহে উপস্থিত হইলেন। মুখুয্যের গিন্নি সমাগত মহিলাগণকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "তোমরা মা! ঐ আটচালা ঘরে একটুকু বস; রান্নার কিছু বিলম্ব আছে।" অমলা, কমলা, সরলা, সরোজা, বিরজা, সুহাসিনী ও সুবাসিনী প্রভৃতি রমণীগণ, কেহ বা চৌকির উপরে, কেহ বা ঘরের মেজেতে বিছান-মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে, নানাপ্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ, অদৃশ্যভাবে এই মহিলা সমাজে উপস্থিত হইয়া, সরলা ও সরোজার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উহারা অল্পদিন হইল পিত্রালয়ে আসিয়াছে; উভয়েরই বয়স, বিশ বাইশ বৎসর হইবে; শৈশবাবধিই উহাদের মধ্যে বেশ ভাব; বহুকাল পর পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ায়, উভয়েই পরম-আনন্দ লাভ করিয়াছে। সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ, ক'দিন হ'ল, এসেছিস্?" সরোজ উত্তর করিল, "কাল এসেছি।"

সরলা। তোর স্বামী কোথায়? তোরা ভাল আছিস্ ত?

সরোজা। তিনি ক'ল্‌কাতায় আছেন; আমরা ভাল আছি। তোরা ভাল আছিস্ ত?

সরলা। হাঁ, আমরা ভাল আছি। তোদের মধ্যে ভাব কেমন?

সরোজা। হাঁ, এ বিষয়ে ঈশ্বরের বিশেষ দয়া আছে।

সরলা। আচ্ছা বেশ, শুনে সুখী হ'লেম। তোর গায়ের গহনা পত্র কোথায়?

সরোজা। বেশী কিছু দেন নাই।

সরলা। কেন? তোকে তিনি এত ভালবাসেন, গহনা দেন নাই কেন?

সরোজা। সংসারের খরচ বেশী, কুলোতে পারেন না; যখন তাঁর সুবিধা হয়, দিবেন; না হয়, না দিবেন।

সরলা। তুই বড্ড হাবা মেয়ে; চাইতে পারিস্ নে?

সরোজা। চাইলে কি হবে? তাঁকে কেবল কষ্ট দেওয়া বই ত' নয়?

সরলা। না চাইলে কি পাওয়া যায়? দেখ্, আমি কখানা পেয়েছি!

সরোজা। তিনি যে আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, ইহাতেই আমি পরম সুখী। গহনা দিয়ে কি ক'র্‌ব? কপালে থাকে ত' পাব, না হয়, না পাব। তবে বল্‌তে পারিস্, অসময়ে গহনায় অনেক উপকার হয়; কিন্তু সেজন্য স্বামীকে

বিপদে ফেলা ভাল নয়। অসময়ে ভগবান্ যা কর্‌বেন, তাই হবে।

সরলা। ছেলেবেলাবধিই তোর বুদ্ধি বড় পাকা; এমন পাকা বুদ্ধি আমাদের নয়।

সরোজা। আমরা স্বামীর সুখ দুঃখ না বুঝিলে, আর কে বুঝিবে?

সরলা। আচ্ছা, যাক্ সেকথা; তোর শাশুড়ী কেমন, বল্ দেখি?

সরোজা। খুব ভাল।

সরলা। আমরা ত শুনেছি, তাঁর রাগ বড্ড বেশী; তোকে বড্ড জ্বালাতন করেন।

সরোজা। না, তা মিছে কথা; তাঁর দয়া মায়া বেশ আছে।

সরলা। সরোজ, আমি শাশুড়ীর জ্বালায় জ্বলে ম'লেম; আমার খাওয়া পরা তিনি দেখ্‌তে পারেন না।

সরোজা। দিদি, নিজে ভাল হ'লে, জগৎ ভাল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী যাহা বলেন, আমি তাহাই শুনি; তাঁর একটি কথাও অগ্রাহ্য করিনা; তাঁর খাওয়ার যত্ন করি; কথায় কথায় উত্তর দেই না; তিনি গালি দিলেও, চুপ ক'রে থাকি; এই কারণে, তিনিও আমাকে খুব ভাল বাসেন।

সরলা। সরোজ, তুই যা বল্‌ছিস্, তা সত্য বটে; কিন্তু শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ কোন কথা বল্লেই, আমার মুখ দিয়ে তাহার উত্তর বেরিয়ে পড়ে।

সরোজা। তা হ'লে চল্‌বে কেন? সইতে হয়; "যে সয়, সেই রয়।"

সরলা। আচ্ছা, সরোজ, আমি সইব; একটি কথাও কইবনা; দেখি, তোর মত ভালবাসা পাই কিনা!

নারায়ণ, লক্ষ্মীরূপিণী সরোজার কথা শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল! নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল! অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আজ আমার কি সৌভাগ্য যে, এমন রমণী-রত্ন দর্শন করিলাম! যে দেশের অধিকাংশ রমণী, বস্ত্রালঙ্কারের জন্য স্বামীর কণ্টক-রূপিণী; যাহারা গৃহে অর্থ-সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া, স্বামীর কষ্ট-বর্দ্ধনেও বিমুখী নহেন; স্বামীর সুখ-দুঃখে চিন্তা-শূন্যা, কেবল আত্ম-সুখ-পরায়ণা, সেই হতভাগ্য দেশে, সরোজার ন্যায় পুত্র-বধূ এখনও বিদ্যমান আছে! আহা! যে স্ত্রী, স্বামীর সুখে সুখী এবং দুঃখে দুংখী, তিনিই প্রশংসনীয়া; তিনিই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী; তিনিই প্রকৃত গৃহ-লক্ষ্মী; আর যে ভাগ্যবান্ পুরুষ, এরূপ রমণী-রত্নের অধিকারী, তিনিই ধন্য! সংসারের দুর্গম-পথে, তাঁহার আর অন্য সহ যাত্রীর প্রয়োজন কি? ভারতীয় ললনাগণ! তোমরা জাননা যে, তোমাদের দেশে কি দুর্দ্দিন উপস্থিত! তোমাদের স্বামিগণ, অন্ন-চিন্তা-চমৎকারে হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়াছেন! এই বিপৎকালে তোমরা সহায় না হইলে, অচিরেই তাঁহারা কালগ্রাসে পতিত হইবেন। মা! তোমরা এক্ষণে সম্মোহন বেশ পরিত্যাগ করিয়া, শান্তিময়ী মূর্ত্তি

ধারণ কর; স্বস্ব স্বামীর হতাশ প্রাণে আশা-বারি সেচন কর; তাহা না হইলে, তোমাদের গৃহ, তোমাদের ভারত-ভূমি, তোমাদের বিলাস-ভবন, অচিরেই শ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত হইবে!

সরলা ও সরোজার কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় শরদ্বাসিনী আসিয়া, ম্লান-মুখে তাহাদের একধারে বসিল। শরদ্বাসিনী মুখুয্যে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা; অনিন্দ্য সুন্দরী; শরতের ন্যায় লাবণ্যবতী ললনা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না; বয়স সতর আঠার হইবে। মুখুয্যে মহাশয়, বহু টাকা ব্যয় করিয়া, তাহাকে শ্যামনগরের জমিদারের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন। এই জমিদারের আয় প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "শরৎ, কবে এসেছিস্?"

শরৎ উত্তর করিল, "আজ কয়েক দিন হ'ল।"

সরলা। তোদের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে, বড়ই সুখী হ'য়েছি। বামুনে রাঁধে, দাসীতে কাজ করে, কত দালান বালাখানা, কত ঘি, মাখন খাস্; তোর সুখের সীমা নাই! আমরা যেমন গরীবের মেয়ে, প'ড়েছি তেমন গরীবের হাতে। তোর কত সুখ! মুখে হাসি নাই কেন?

শরৎ। দিদি! বড় ঘরে বিয়ে হ'লেই যে সুখ হয়, এটি তোমাদের ভ্রম। দুধ, ঘি, মাখন খেলেই যে সুখ হয়, তাহাও নয়। দিদি! মনের সুখই প্রকৃত সুখ।

সরোজা। আমিও, শরৎ, তাহাই বুঝি; মনের সুখই প্রকৃত সুখ; কুঁড়ে ঘরে বাস ক'রে, শাক ভাত খেয়েও, যদি

স্বামীর ভালবাসা পাওয়া যায়, তিনি সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত হন, তাতেই সুখ।

সরোজা পুনরায় বলিল, "দিদি! তুই জানিস্‌নে; শরতের মনে বড় দুঃখ; আমি শুনেছি, ওর স্বামীর স্বভাব বড্ড খারাপ; চব্বিশ ঘণ্টা মদের নেশায় বিভোর থাকেন; শরতের সহিত বড় দেখা সাক্ষাৎ হয় না; তিনি খেম্‌টাওয়ালিদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে সময় কাটান। যদি মনে সুখ না থাকে, তবে দালান-বালাখানায় কি কর্‌বে? আর হীরা জহরতেই বা কি কর্‌বে?"

সরলা। তাই ত সরোজ, তবে ত শরতের বড় দুঃখ! আহা! এমন মেয়ে, তার স্বামীর স্বভাব নাকি মন্দ! দেখ্‌ সরোজ, দেশের পুরুষ গুল' যেন ক্ষেপে উঠেছে! আজকাল খাঁটি মানুষ পাওয়া ভার। আমাদের কপালে যে কি আছে, তাহারই বা ঠিক কি?

শরৎ। তাঁর নিন্দা করিস্‌ নে; নারায়ণ তাঁহাকে সুপথে আনয়ন করুন, এই প্রার্থনা কর্‌।

নারায়ণ শরতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন;—"হায় রে! এদেশের লোক সকল নিতান্ত অবোধ; উহাদের সূক্ষ্মদর্শিতা কিছু মাত্র নাই। বরের মানসিক উন্নতির প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করে না; বর উপার্জ্জন-ক্ষম অথবা সঙ্গতি-পন্ন হইলেই, কন্যার পিতা মনে করেন, "কন্যা" সুপাত্রে সমর্পিত হইল! কিন্তু সেটি ভ্রম; বরের শিক্ষা ও অর্থ-সঙ্গতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু বর-সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় দেখার

পূর্ব্বে, সে "সাধু প্রকৃতি" কিনা, ইহাই সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে, কন্যার মানসিক সুখের আশা দুরাশা মাত্র! ক্রোড়-পতি বরও, উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি হইলে, কন্যার কিছু মাত্র সুখ হয় না, সে অহর্নিশ মনের আগুনে জ্বলিয়া মরে।

সুভক্ষ্য-ভক্ষণ, বহু মূল্য অলঙ্কার-ধারণ ও দুগ্ধ-ফেণনিভ-শয্যায় শয়নে যে সুখ, তাহার মূল্য অতি সামান্য; কিন্তু দম্পতির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ-জনিত যে সুখ, তাহা অমূল্য। ইহা অপার্থিব দ্রব্য। আজ কাল ইহার অভাব বলিয়াই, এ দেশের এ দুর্গতি! দম্পতির সেরূপ মনোমিলন নাই, কাজেই অসুখ ও অশান্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান!

নারায়ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি বিধবা রমণী, সেই গৃহের একপ্রান্তে বসিয়া, সম-বয়স্কা অন্য রমণীর নিকট তাঁহার মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। ঐ বিধবা রমণীর নাম শান্তি; অন্য রমণীর নাম ভুবন-মোহিনী; উভয়ের বয়স বিশ-বাইশ বৎসর হইবে। ভুবন বলিল, "শান্তি, তোর এ দশার কথা শু'নে, আমরা মর্ম্মাহত হ'য়েছি; প্রাণ সুস্থির রাখিস্; কি করবি; বিধাতা কপালে যা লিখেছেন, তাই ত ঘট্‌বে? এমন সোণার মানুষ ফাঁকি দি'য়ে গেল!

শান্তি কাঁদিয়া উত্তর করিল, "ভুবন, এটিই আমার দুঃখ,—এমন লোকের মর্ম্ম আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না,—তাঁকে একটি দিনের জন্যও সুখী কল্লেম না! বাড়ী আসিলেই, আমাদের ভাব-চরিত্র দেখে, "হা ভগবন্, হা পরমেশ্বর," এই বলিয়া,

তিনি কাঁদিতেন। ভুবন, তেমন লোক আর দেখিতে পাইনা; অন্য লোকের সঙ্গে, তাঁর তুলনা ক'রে দেখি, তিনি দেবতা—এ পাপ-পৃথিবীর যোগ্য নহেন! অভাগিনীর কপালে, তিনি থাকিবেন কেন! তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক কথা, আমার প্রতি তাঁর সরস ভাব, সব মনে পড়ে; ভুবন, সব মনে পড়ে! আমি পিশাচী, তিনি দেবতা; আমার কপালগুণে তিনি থাকিবেন কেন! আমি তাঁহাকে কথা-বার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে, কষ্ট দিতে ত্রুটি করি নাই। তিনি আমাকে কত বুঝাতেন, কত উপদেশ দিতেন, কত বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর কথা বল্‌তেন, তাঁহার একটি কথাও আমি পালন করি নাই—ভুবন, ইহাই আমার দুঃখ;—তাঁকে সুখী কর্‌লেম না; তাঁর সেবা কর্‌লেম না; প্রাণভরে তাঁকে ভালবাস্‌লেম না; আমি অভাগিনী, তিনি অভিমানে, আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলেন!"

ভুবন। শাস্তি, এই ত আমাদের দোষ; আমরা সময় মত স্বামীর মুখের দিকে তাকাই না; সময় মত তাঁকে ভালবাসি না; তাঁর কথা শুনি না; তাঁর প্রাণ ঠাণ্ডা করি না, বরং বাক্য-বাণে বিদ্ধ করি; পরে অনুতাপে জ্বলে মরি। শান্তি, এখন সে কথা ভাব্‌লে আর ফল নেই; মন সুস্থির কর্; ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা কর্। যদি তুই মনটি ও স্বভাবটি ভাল রেখে, সময় কাটা'তে পারিস্, তাহ'লেই, তুই যে স্বামীকে ভালবাসতিস্, তাহার পরিচয় দেওয়া হবে।

নারায়ণ শান্তির অবস্থা দর্শনে, যারপর নাই দুঃখিত হইলেন

এবং তাহার আত্ম-গ্লানি শ্রবণ করিয়া, তাহাকে মনে মনে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল—"ভুবন যাহা বলিল, সে কথাটি সত্য বটে; যদি শান্তি ধর্ম্ম-পথে মতি রাখিয়া, এই দারুণ বৈধব্য-দশা অতিক্রম করিতে পারে, তবেই তাহার আত্মগ্লানি সার্থক হইবে।"

কিছু কাল পরে তাঁহার মনে আর একটি চিন্তার উদয় হইল,—"হায়! বাল-বৈধব্য কি কষ্টপ্রদ! কি মর্ম্মভেদী! কি হৃদয়-বিদারক! জীবনের সুখ-শান্তি, আশা-ভরসা, যাহা-কিছু চির কালের জন্য সব চলিয়া যায়! স্বামীই স্ত্রীজাতির বন্ধু; স্বামীই স্ত্রীজাতীর সখা; স্বামীই সুখ, স্বামীই শান্তি; স্বামীই জীবন, আর তাঁহার অভাবই মৃত্যু! যে হতভাগিনী, সেই সংসারের সার, স্ত্রী-জীবনের আরাধ্য-দেবতা, প্রাণাধিক প্রিয়, স্বামী-রত্নের মর্ম্ম না বুঝে, তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী না হয়, রোগের সময় তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা না করে, এবং তাঁহাকে ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, শোকে সান্ত্বনা ও বিপদে সদুপদেশ, না দেয়,—সেই হতভাগিনী রমণীই, এমন রত্ন হইতে বঞ্চিত হয়! অভিমানে অভীষ্ট দেবতা অতল-গর্ভে ডুবিয়া যান! হায় মা ভারতভূমি! তোমার দুহিতৃগণ ত চিরকালই স্বামী সর্ব্বস্ব ছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা স্বামি-দ্বেষ ও স্বামি-পীড়ন কোথায় শিখিলেন! এ দৃশ্য ত তোমাতে সম্পূর্ণ অভিনব! মা! তাই ত বলিতেছি, এদেশ আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ!"

অতঃপর নারায়ণ, অমলা ও কমলা নাম্নী দুটি মুখরা ও দুর্বিনীতা রমণীর বাগ্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। অমলা বলিতেছিল, "তোর ছেলের মাথা খাই।" কমলা উত্তর করিল, "তোর ছেলের মাথা খাই।" উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। ইতি মধ্যে মহিলাগণ আহারের জন্য আহূত হইলেন; সকলেই আটচালা ঘর হইতে চন্দ্রাতপের তলে গমন করিলেন। নারায়ণও ভাব-বৈচিত্র্য দর্শনে, গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন;—"হায়! এদেশের অধিকাংশ রমণী কেবল ঐহিক সুখ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত; অতি অল্প রমণীই পরকালের চিন্তা করিয়া থাকেন। স্ত্রীগণ সমবেত হইলে, "কাহার স্বামী কাহাকে কিরূপ ভালবাসেন," কাহার ক'খানা গহনা আছে," কাহার ক'টি ছেলে পেলে, "কাহার শাশুড়ী কেমন," কাহার স্বামী কত টাকা উপার্জ্জন করেন," কেবল এবম্বিধ অসার বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু উচ্চতর বিষয়ের দিকে, অতি অল্প স্ত্রীলোকেরই লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ত্রীসমিতিতে যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিলাম, তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয় বড়ই আনন্দ-দায়ক; আর কতকগুলি নিতান্ত মর্ম্মভেদী। স্ত্রীগণের সরলতা, স্বভাবের নমনীয়তা, ভয়-ভক্তি ও ধর্ম্ম-প্রাণতা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মুখরতা, স্বার্থ-পরতা ও কলহ-প্রিয়তা, আবার নিতান্ত ভয়াবহ ও ঘৃণাজনক।

পঞ্চাশ জন পুরুষ একত্রে চিরকাল বন্ধুভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন, কিন্তু হায়! একাধিক স্ত্রীলোক একস্থানে সমবেত হইলেই, একটি ঝগড়ার সৃষ্টি হয়! কখন কখন এই ক্ষুদ্র ঝগড়া প্রলয় কাণ্ডে পরিণত হয়! ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ, জ্ঞাতি-বিরোধ ও বন্ধু-দ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় অনর্থ, রমণীগণের অসদ্ভাব হইতেই, অধিকাংশ স্থলে সংঘটিত হয়।

আহা! কীট-মুক্ত কুসুম দাম কেমন মনোরম! নির্ম্মল স্ত্রী-চরিত্র ততোধিক মনোরম! মরুভূমিতে মধু-মরূদ্যানের ন্যায়, যে দুই একটি দেবী-প্রতিমা স্থানে স্থানে দেখিতেছি, তাঁহারা কেমন শান্তিময়ী! কেমন সুখ-দায়িকা! আহা! তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রাণতাতেই, বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত! তাঁহারাই এদেশের স্নেহ, দয়া-মায়া ও ধর্ম্ম-ভয়-ভক্তি প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের অধিষ্ঠাত্রী! হায় মা ভারত-ভূমি! তোমার অধিকাংশ ললনা, এমন হয় না কেন মা! তাহা হইলে ত, এই অভিনব দেশের অভিনব ভাব বিলুপ্ত হইত! তোমার অশ্রু-বর্ষণ, আর আমারও মর্ম্মান্তিক যাতনা, বিদূরিত হইত!”

মহিলাগণের আহার শেষ হইল। তাঁহারা মুখ-প্রক্ষালন করিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে, স্ব স্ব গৃহগমনোন্মুখী হইলেন। এমন সময় নারায়ণ, এক অপূর্ব্ব বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ-পূর্ব্বক, তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসিনীকে দেখিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইলেন। সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন, মা লক্ষ্মীগণ, আমি তোমাদের ঠাকুর মাতার মায়ের

সন্ন্যাসিনী উক্ত প্রার্থনা সম্বলিত একখণ্ড মুদ্রিত কাগজ মহিলাগণের প্রত্যেককে দান করিলেন। তাঁহারা ইহা অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞানে, স্বস্ব অঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন।

"এই সন্ন্যাসিনী কে" "কোথা হইতেই বা আসিলেন," এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশানুযায়ী সকলেই কার্য্য করিবেন, এরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহিলাগণ স্বস্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ন্যাসিনীও এই সময় অদৃশ্যা হইলেন।

অনন্তর নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্ত্রীগণ প্রার্থনার মর্ম্ম জানে না; যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ, প্রার্থনায়ও মনের গ্লানি দূর এবং মনে জ্ঞানের আলোক উপস্থিত হয়। যদি স্ত্রীজাতি প্রত্যহ একান্ত মনে এরূপ প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহারা অবশ্যই পূর্ব্ব গৌরব লাভে সমর্থা হইবেন এবং ভারতের দুঃখের দুর্দ্দিন অবশ্যই বিদূরিত হইবে। আমার কৃপাদৃষ্টি, কখনও অযোগ্য-পাত্রে নিপতিত হয় না।

কমলা বলেন,—

স্থিতা সদাহং কমলা বভাষে,
সত্যাস্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে,
ক্ষমার্চ্চিতে ক্রোধ-বিবর্জ্জিতে চ,
নারীষু নিত্যং জিতেন্দ্রিয়াসু,
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।

"লক্ষ্মী ক'ন, থাকি আমি সত্যবাদি-সনে, সদা ফুল্ল মনে।
পতিব্রতা প্রিয়ংবদা,
জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রীতে সদা,
আর থাকি ক্রোধহীনে, ক্ষমাশীলে, উপকারী জনে।"

বাস্তবিক স্ত্রীজাতির পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী ও জিতেন্দ্রিয়া হওয়া যেরূপ আবশ্যক, পুরুষগণেরও সেইরূপ ক্রোধহীন, ক্ষমাশীল, সত্যপ্রিয় ও পরোপকারী হওয়া আবশ্যক। এই উভয় শক্তির সম্মিলনে ভারতের দৈন্য ও দুর্দ্দশা অবশ্যই দূর হইবে, দেশে এক অপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক বলের সঞ্চার হইবে।

নারায়ণ, এইরূপ চিন্তাকুলচিত্তে গৃহান্তরে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"দিবা প্রায় অবসান হইল ; এক্ষণে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, রমণীগণ কর্ত্তৃক কিরূপে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তাহাই একবার দর্শন করিব।"



ষষ্ঠ দৃশ্য।

দেবরদ্বেষিণী বধূ।

চাটুয্যে মহাশয়েরা তিন সহোদর; কালীনাথ জ্যেষ্ঠ; রাধানাথ মধ্যম; দুর্গানাথ কনিষ্ঠ। কালীনাথ মাসিক অন্যূন দেড়হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন; রাধানাথের আয়ও পাঁচশত টাকা হইবে; দুর্গানাথ বাটীতে থাকিয়া, সংসারের তত্ত্বাবধান করেন। তিন ভ্রাতার সমবেত যত্নে, তাঁহারা সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অর্থ-গৌরবে, তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ভদ্রাসন বাটী প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইল; বহু অর্থ-ব্যয়ে সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল; বাস-গৃহ, বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, নাট্যমন্দির অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষ সমূহ তাঁহাদের ভদ্রাসনের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিল। যথা সময়ে দোল দুর্গোৎসবের বন্দোবস্ত হইল; বহু অর্থব্যয়ে একএকটি ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হইত; বহু লোক নিমন্ত্রিত হইত; বহু বিপন্ন লোক সাহায্য পাইত; চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল! এক্ষণে আর তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের অভাব রহিল না। যাহারা পূর্ব্বে বৎসরান্তেও এ বাটীতে

একটিবার পদার্পণ করে নাই, তাহারাও ছায়ার ন্যায় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের অনুগমন করিতে লাগিল! কত শ্যালকশ্রেণীস্থ নন্দদুলালী বিলাস-দাসের আবির্ভাব হইল! এই সকল আলালের ঘরের দুলালেরা, চাটুয্যে মহাশয়দের পুত্রগণের মস্তক চর্ব্বণ করিতে লাগিল!

আজ যেখানে পর্ণকুটীর, কা'ল সে স্থানে সুরম্য প্রাসাদ! কত গোষ্পদ, দুস্তর বারিধিরূপে পরিণত হয়! কত অতলস্পর্শ সাগরবক্ষে শত যোজন-ব্যাপী দ্বীপের সৃষ্টি হয়! "ভাঙ্গা-গড়া" কার্য্যে বিধাতা বড়ই নিপুণ! জগতের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে, আমাদের চাটুয্যে মহাশয়দের অবস্থারও পরিবর্ত্তনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভাগ্য-দেবীর চঞ্চলতা দোষ চির-প্রসিদ্ধ; কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া, কখন কোন উন্নত পরিবারকে পরিত্যাগ করেন, তাহা কে বলিতে পারে?

কালীনাথ বাবুই এই পরিবারের মেরুদণ্ড; তিনিই যাবতীয় উন্নতির মূল, ইহা দেখিয়া, তাঁহার গৃহিণী মহামায়ার হিংসা জন্মিল। মহামায়া নিতান্ত মুখরা ও স্বার্থ পরায়ণা; কালীনাথ বাবু সময় সময় উৎকোচস্বরূপ কিছু কিছু প্রদান করিয়া, এপর্য্যন্ত তাহাকে প্রশমিত রাখিয়াছিলেন! মহামায়া, ভিন্ন হওয়ার প্রস্তাব অনেকবার করিয়াছিল, কিন্তু কালীনাথ বাবু স্পষ্টরূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। এক্ষণে মহামায়া দেখিল, তাহার মাত্র দুটি ছেলে; রাধানাথের ছেলে দুটি ও মেয়ে দুটি; দুর্গানাথের ছেলে চারিটি ও মেয়ে দুটি। এই সকল পঙ্গপালকে

স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে পোষণ করা, তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক; ছেলেদের লেখাপড়া ও কন্যাগণের বিবাহ বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ। সে ভাবিল, এই সময় পৃথক্ভাবে থাকিলে, অনেক অর্থ-রক্ষা হয়। সে দুর্গানাথকে সময় সময় গালিবর্ষণ করিত। দুর্গানাথের স্ত্রী যোগমায়ার প্রতিও তাহার দুর্ব্যবহারের অভাব রহিল না। রাধানাথের স্ত্রী শৈলজায়ার স্বভাবও ভাল ছিল না; সেও যোগমায়াকে কষ্ট দিতে ত্রুটি করিল না। যোগমায়া অসাধারণ বুদ্ধিমতী; তাহার সহিষ্ণুতাও প্রশংসনীয়; সে যাবতীয় অত্যাচার ও উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। সংসারের যাবতীয় কার্য্য যোগমায়া করিত; মহামায়া ও শৈলজায়া কেবল পান-সাজা ও বেশ-বিন্যাস-পটু ছিল। কোনও বিষয়ে যোগমায়ার ত্রুটি দেখিলে, তাহাদের মুখে ঝড় বহিত; তাহারা যোগমায়ার প্রতি অশ্রাব্য ও অকথ্য গালিবর্ষণ করিত। যোগমায়া নীরবে ক্রন্দন করিত, আর ভগবান্‌কে ডাকিত—"দয়াময়, এ হতভাগিনীর প্রতি কি একবার ফিরে চাইবে না?" ভগবান্ তাহার নীরব ক্রন্দন শুনিতেন; তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না; যোগমায়ার ভাবি সুখের পথ প্রশস্ত করিতেছিলেন। সরল প্রাণের কাতর প্রার্থনায়, ভগবান্ কি স্থির থাকিতে পারেন!

জগতের সর্ব্বত্র সমতারক্ষণে বিধাতা বিশেষ যত্নবান্। যাহার ধন আছে, তাহার জন নাই; আবার যাহার জন আছে, তাহার ধনের অভাব। যাহার ইচ্ছা আছে, তাহার সামর্থ্য নাই;

"আবার যাহার সামর্থ্য আছে, তাহার ইচ্ছা নাই। যাহার ক্ষুধা বেশী, তাহার খাদ্যের অভাব; যাহার প্রচুর খাদ্য আছে, তাহার আবার ক্ষুধার অভাব। ধনীর সন্তানগণ, প্রায়ই অশিষ্ট ও অনাবিষ্ট; পক্ষান্তরে, দরিদ্র বালকগণ, প্রায়ই শিষ্ট, শান্ত এবং উৎসাহ ও উদ্যমপূর্ণ। এক বৎসর শস্যহানি হইলে, পর বৎসর প্রচুর শস্য জন্মে। এইরূপ এক দিকের অভাব অন্য দিকের প্রাচুর্য্যে দূরীভূত হয়। জগতের এই নিয়মানুসারে, যোগমায়ার পুত্রগণ যেমন সাধুপ্রকৃতি, তেমন বিদ্যাশিক্ষায় যত্নশীল ছিল। তাহাদের মধ্যে, যে, যে শ্রেণীতে পড়িত, সে, সেই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয়েরা বলিতেন, কালে উহারা দেশের মধ্যে এক একটি 'রত্ন' হইবে।

মহামায়া ও শৈলজায়ার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, অভদ্র, অশান্ত ও অহঙ্কারী এবং লেখাপড়ায় একান্ত অনাবিষ্ট ছিল। দেশের সকল লোকে যোগমায়ার পুত্রগণকে প্রশংসা করিত; মহামায়া ও শৈলজায়ার কর্ণে, তাহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত। দুর্গানাথ ও যোগমায়া, উহাদের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল! দুর্গানাথের সর্ব্বনাশসাধনই, তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। সময় সময় যোগমায়া, দুর্গানাথকে বলিতেন, "দেখ, লক্ষণ বড় ভাল নয়।" দুর্গানাথ বলিতেন, "কোনও চিন্তা করিও না, ভগবান্ আছেন।"

কেবল অর্থ থাকিলে হয় না,—অর্থ উচিত মত ব্যয় ও রক্ষণের শক্তি থাকা চাই। কালীনাথ ও রাধানাথ উপার্জ্জনশীল

ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিষয়-বুদ্ধি একেবারেই ছিল না। দুর্গানাথ নিতান্ত বিচক্ষণ লোক ছিলেন; তাঁহার বুদ্ধি-কৌশলেই চাটুয্যে মহাশয়দের এরূপ উন্নতি। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও সামাজিক সম্ভ্রম-লাভে, তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনিই গ্রাম্য বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই অনাথ-নিবাস স্থাপনের মূল। তাঁহারই যত্নে হরপল্লী গ্রামে "জ্ঞান-দায়িনী" সভা স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতৃগণের উপার্জ্জিত অর্থের একটি পয়সাও অপব্যয় করিতেন না। চাটুয্যে পরিবারের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তাহারা এরূপ লোকের মূল্য বুঝিল না।

আজ দুদিন হইল, কালীনাথ বাবু কযেক মাসের ছুটি লইয়া বাটী আসিয়াছেন। মহামায়া, ইহাই তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির উপযুক্ত সময় মনে করিল। কালীনাথের পথশ্রম কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। তিনি রাত্রিকালে প্রফুল্লমনে মহামায়ার গৃহে শয়ন করিতে গেলেন। নারায়ণও, সেই সময়, অদৃশ্যভাবে সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহামায়া বলিতে লাগিল, "দেখ ভোলানাথ! শেষ কালটি একবার ভাব ত? আমি যে তোমাকে পুনঃ পুনঃ বল্‌ছি, তুমি আমার কথায় কাণ দিচ্ছ না; এই পঙ্গপালের ভরণ-পোষণে যে টাকা নষ্ট কচ্ছ, পরে টের পাবে; ভারনা কি? তোমার ছোট ভাইটি কম নন; তুমি হাজার হাজার টাকা পাঠাচ্ছ, তা দিয়ে, তিনি ছোট বধূর গহনা তৈয়ের কচ্ছেন।

ওরূপ গহনা ত আমারও নেই! সেদিন খোকা দুটি পয়সা চাইল, তিনি একটি পয়সাও দিলেন না! কেন? এরূপ কেন? আমার স্বামী এত টাকা রোজগার কচ্ছেন, আমার ছেলে কি এই সংসারের একটি পয়সাও পেতে পারে না? তার পর দেখ, ছোট বউটি, ওর হাড়ে হাড়ে দুষ্টুমি! নিজের ছেলেদিগকে ভাল ভাল জিনিষ খেতে দেয়, আর কেবল "এটকাঁটা" আমাদের ছেলেদের কপালে ঘটে! আমাদের ছেলেদের দুধে, রোজ জল মিশাইয়া দেয়, এটি কেমন কথা বল দেখি? ছেলে গুলিকে দু চোখের কোণেও দেখ্‌তে পারে না! এমন হ'লে কি একসঙ্গে থাকা যায়? আর আমি ত চক্ষুঃশূল! আমায় দেখ্‌লেই তার মুখ ভার! সরল ভাবে একটি কথাও বলে না। আমি এরূপ ভালবাসি না; তুমি এবার আমাকে ভিন্ন ক'রে দিয়ে যাও। শেষ কালটি একবার ভাব।"

কালীনাথ বাবু বলিলেন, সে কি কথা? ছোট ভাই, ছোট বধূ, দোষ কর্‌লেও, ক্ষমা কর্‌তে হয়। যে ভ্রাতা, রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণের ন্যায়, আমার একান্ত অনুগত, তাহাকে কি ক'রে ভিন্ন ক'রে দিব? তাহারই জন্য, আমাদের এরূপ উন্নতি! যাও, ওরূপ কথা ব'ল না।

মহামায়া। আমি যেন পর এসেছি; তোমার ভাল হবে, তাই বল্‌ছি; বুড় হ'য়েছ, এক্ষণে যদি কিছু বাঁচাতে না পার, তবে কি দুদিন পরে ভিক্ষে কর্‌বে? তোমার ভাই, বাড়ী ব'সে ব'সে, কাজ গুছিয়েছেন; তিনি তোমার মত হাবা নন;

তুমি জান কি, তিনি ছোট বউএর নামে, পাঁচ হাজার টাকা লগ্নী করেছেন ; আর তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে না,—শ্বশুরের দেশে আর পাঁচ হাজার টাকার তালুক কিনেছেন ! তোমার টাকার দ্বারা বড় মানুষ হ'য়েছেন, আবার দিবা রাত্রি তোমারই নিন্দা ক'রে বেড়া'ন। তারপর চরিত্র, সেকথা ব'লে আর কাজ নাই !

এই কথা শুনিয়া, ভোলানাথের আসন টলিল। তিনি মনের দৃঢ়তা আর রক্ষা করিতে না পারিয়া বলিলেন, "মহামায়া, তুমিই আমার প্রকৃত হিতৈষিণী ; তাই ত, দুর্গানাথ যে এমন লোক, তাহা ত স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই ! পাঁচ হাজার টাকা লগ্নী ! শ্বশুরের দেশে সম্পত্তি ! কি ! এতদূর স্বার্থ-পরতা ! এতদূর নীচাশয়তা ! এ বড়ই ঘৃণার কথা ! এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ! মহামায়া, তুমি যাহা বল্‌ছ, সব ঠিক ; আমি এতদিন স্নেহে অন্ধ ছিলেম ; তুমি আমাকে চক্ষু দিলে ! যা হ'ক্ মহমায়া, তুমি আমাকে ভাল বুদ্ধি দিয়েছ : কালই পৃথক হওয়ার প্রস্তাব কর্‌ব ; সকলেই আপন বুঝ, বুঝে, আমি না বুঝিব কেন !

নারায়ণ, এই সকল কথা শ্রবণে, নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং অধোবদনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়রে ! এবার এই সোণার সংসার ছারখার হইতে চলিল ! ভ্রাতৃ-স্নেহের মধুর প্রভাব বিলুপ্ত হইল ! হায় ! এক্ষণে একতার বল বিচ্ছিন্ন হইবে ! শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ! শান্তিময় গৃহে অশান্তির বীজ রোপিত হইবে। হায় ! শয্যা-গুরুর উপদেশ যে এরূপ মোহময়, তাহা জানিতাম না ! ভ্রাতৃ-স্নেহের সুদৃঢ়

গ্রন্থি যে, গৃহিণীর বাক্‌চাতুর্য্যে এরূপ শিথিল হয়, তাহা জানিতাম না! যে পুরুষ, গৃহের বহির্ভাগে সিংহ-প্রকৃতি, সে ও যে, গৃহিণী-সকাশে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা জানিতাম না! হায় রে! এ সব ভাব কেবল এই অভিনব দেশেই সম্ভবে! হায় মা! ভারত-ভূমি! গৃহ-বিচ্ছেদের দারুণ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় কেন মা! তোমার সন্তানগণের অন্তরে কি শান্তি-দেবী আর বিরাজ করিবেন না!

কালীনাথের আশ্বাস-বাণী শ্রবণে, মহামায়া বুঝিতে পারিল, "ঔষধে রোগ ধরিয়াছে, আর চিন্তা নাই।" সে প্রফুল্লভাবে উত্তর করিল, "এক্ষণে পথে এস, তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি, পোড়া কপাল! কি, দু'ট কথাও বল্‌ব না? তোমার সুখ হবে, তোমার ছেলে পেলের সুখ হবে, তাই আমার যত কথা।" অতঃপর উভয়ে ভাবি সুখ ও সম্পদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, গভীর নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িল।

কালীনাথ বাবু কর্ত্তৃক ভিন্ন হওয়ার প্রস্তাব।

রাত্রি প্রভাত হইল। কালীনাথ ও মহামায়া গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; অন্য দিনের ন্যায় সরল ভাবে কথা বলিলেন না। দুর্গানাথ ও যোগমায়া উহাদের অপূর্ব্ব ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "না জানি, আজ কি বিপদ ঘটে।" যে কথা, সেই কার্য্য। কালীনাথ বাবু নিতান্ত ম্লান-গম্ভীর মুখে দুর্গানাথকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দুর্গানাথ, এক্ষণে দিন

কাল ভাল নয়, ছেলেপেলে সব মূর্খ হ'লো ; আমি আর সংসার চালা'তে পাচ্ছি না ; ভাই হে, এক্ষণে যার যার ভিন্ন হ'য়ে খাওয়াই ভাল।" এই কথা শুনিয়া, দুর্গানাথ যেন বজ্রাহত হইলেন এবং নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কালীনাথ। ওহে, আমি সব জানি। ছোট বধূর নামে পাঁচ হাজার টাকা লগ্নী ক'রেছ! শ্বশুরের দেশে আরও পাঁচ হাজার টাকার তালুক কিনেছ! তোমার ভাবনা কি? তুমি কাজ গুছিয়ে ব'সেছ ; এক্ষণে নবাবের মত চল্‌বে ; আর কপট কান্না কেঁদ না। তোমার স্বভাবের বিরুদ্ধে নানা কথা শুন্‌ছি ; তুমি আমাদের অনেক টাকা নষ্ট করেছ।

দুর্গানাথ। দাদা! পাঁচ হাজার টাকা লগ্নী! শ্বশুরের দেশে সম্পত্তি! চরিত্র-হীনতা! অপব্যয়! সে কি কথা! তাহা ত স্বপ্নেও জানি না! দাদা! আমি বুঝেছি, আপনি বড় বউএর মুখে শুনেছেন ;—সব মিথ্যা ; ইহার এক বিন্দুও সত্য নয়।

কালীনাথ। যাও, তোমার বেশী কথা শুন্‌তে চাইনা ; বড় বউ মিথ্যা কথা বলিবার লোক নন। ভাই হে, আজ থেকে ভিন্ন খাও। গোলমালের দরকার কি?

দুর্গানাথ নীরব রহিলেন।

মহামায়া স্বামীকে বলিল দেখ্‌লে ; তুমি যেইমাত্র ভিন্ন হওয়ার কথা বলেছ, অমনি স্বীকার ; এখন দেখ, সব সত্য, কি মিথ্যা?

কালীনাথ। না, তোমার কথা মিথ্যা হবে কেন?

যোগমায়া অন্যদিনের ন্যায় গৃহ-কার্য্যে নিবিষ্টা ছিল; এদিকের বিপদের কথা কিছুই জানিত না। দুর্গানাথ ম্লানমুখে যাইয়া বলিলেন, "কি কচ্ছ? দাদা ত আমাদিগকে ভিন্ন ক'রে দিলেন! বড় বউএর কাণ ভাঙ্গান কথায়, দাদার মন নষ্ট হ'য়েছে; আমি নাকি তোমার নামে পাঁচ হাজার টাকা লগ্নী ক'রেছি! শ্বশুরের দেশে তালুক কিনেছি! যোগমায়া, স্বামীর অস্থিরতার ভয়ে, মনের আবেগ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "চিন্তা কি? ভগবান্ আছেন; মন খারাপ ক'র না; আমরা কোনরূপ অপরাধী নই; পরমেশ্বরই আমাদের উপায় করিবেন; তুমি অস্থির হইও না; আমরা বরং এক সন্ধ্যা খাব; তুমি কোথাও একটি কাজ কর্ম্ম দেখ।"

দুর্গানাথ। সে জন্য চিন্তা ক'র না। রাজা বাহাদুর, তাঁহার সদর নায়েবী করার জন্য, আমাকে অনেকবার বলেছেন; এক্ষণে তাঁহারই আশ্রয় লইব।

যোগমায়া। আচ্ছা; তাহাই কর।

দুর্গানাথ। দেখ, সংসার এক্ষণে ছারখার হইবে, এটিই আমার দুঃখ। এ গ্রামে আমরা ধনে মানে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নই; এক্ষণে কি সেরূপ থাকবে? হায়! আমার এত বৎসরের পরিশ্রম একেবারে নষ্ট হ'ল! তারপর লোকনিন্দা ও শত্রুর হাসিও অসহনীয়।

যোগমায়া। অস্থির হইও না; তোমাকে অস্থির দেখ্‌লে আমি যে জগৎ অন্ধকার দেখি! কেবল মধুসূদনকে স্মরণ কর।

এ দিকে কালীনাথ বাবু, মেজ বউকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মেজ বউ মা! আমরা ত ভিন্ন হ'লেম; আপনিও আজ হ'তে ভিন্ন খাবেন! কি করি, আর কুলোতে পারি না; এক্ষণে পৃথক্ ভাবে খাওয়াই দরকার। রাধানাথকে পত্র লিখ্‌ছি, সে বাটীতে আসিলে, সম্পত্তির বণ্টন হইবে।"

শৈলজায়া চমকিতা হইল; ভাসুর ঠাকুরের মুখে, ভিন্ন হওয়ার প্রস্তাব শ্রবণে, মনে করিল, "এ সব বড় দিদিরই চক্রান্ত!" বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিল এবং স্বামীর নিকট পত্র লিখিবে, মনস্থ করিল।

কালীনাথ বাবু, প্রতিবেশী কতিপয় ভদ্রলোককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "কতকগুলি আভ্যন্তরিক কারণে, আমাদের "ভিন্ন হওয়া" আবশ্যক হ'য়েছে; আপনারা তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিন্।" এই প্রস্তাব শ্রবণে, সকলেই অবাক্ হইলেন। বৃদ্ধ সেন মহাশয়, তাঁহার পিতার বন্ধু; তিনি এই কথা শুনিয়া, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন; মনের ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া, বলিলেন, "দেখ কালীনাথ, ছি ছি! একি! তোমরা আমাদের দেশের গৌরব, সমাজের আশাস্থল; ইতর লোকের ন্যায় ব্যবহার কি তোমাদের সাজে? ছি ছি! ক্ষান্ত হও; আমার কথা শোন।" কালীনাথ বাবু নীরব রহিলেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সকলেই তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোনরূপেই তাঁহার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন না! অতঃপর তাঁহারা বলিলেন, "রাধানাথ বাটীতে নেই;—সে বাটীতে আসিলে, বিষয়

সম্পত্তির বণ্টন হইবে; এক্ষণে তোমরা আহারাদি পৃথক্ কর।" কালীনাথ বাবু আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক।" আহূত ব্যক্তিগণ, তাহাদের ভিন্ন ভাবে বাস ও আহারাদির স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর বেশ ধারণ-পূর্ব্বক, অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, "হায় রে! একটি সোণার সংসার বিনষ্ট হইল! একতার বল বিচ্ছিন্ন হইল! যে সংসারের অধিস্বামী, স্ত্রী-বুদ্ধি-দ্বারা পরিচালিত হন, অচিরেই তাহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। এ হেতু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন :—

আত্ম-বুদ্ধিঃ শুভকরী, গুরুবুদ্ধি বিশেষতঃ।
শত্রু-বুদ্ধি বিনাশায়, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥

কালীনাথ! তুমি যে এরূপ অপদার্থ, তাহা আমরা জানিতাম না।

দেখ,—

দেশে দেশে কলত্রাণি, দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি, যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

দেশে দেশে স্ত্রী পাওয়া যায় এবং দেশে দেশে বন্ধু মিলে, কিন্তু এমন দেশ দেখি না, যে স্থানে সহোদর ভ্রাতা মিলে।

তুমি, এমন সহোদরের মর্ম্ম বুঝিলে না, তোমাকে ধিক্ ! মহামায়া ! তোমার অহঙ্কার কিছুই থাকিবে না ; কালে, সব দর্প খর্ব্ব হইবে। পরিণাম কিছুমাত্র চিন্তা করিলে না ! "কেবল নিজে খাব" "নিজে প'রব," একথাই চিন্তা করিয়াছ, কিন্তু "স্বামী যেমন পূজনীয়," "দেবর তেমন আদরণীয় ও অসময়ের সহায়," একথাটি কি তোমার মনে একবারও উদিত হয় নাই ?

যোগমায়া ! চিন্তা করিও না ; তোমার সুখের দিন অতি নিকট। তুমি সহিষ্ণুতার পুরস্কার অবশ্যই পাইবে। তোমার পুত্রগণ, এক একটি রত্ন হইবে ! এই চাটুয্যে বংশের মান মর্য্যাদা তাহাদের দ্বারাই অক্ষুণ্ণ থাকিবে ! জানিও, "ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়," "একথাটির প্রত্যেক বর্ণ সত্য।"

ভিখারিণী বেশধারী নারায়ণ উল্লিখিত কথা গুলি বলিয়া, অদৃশ্য হইলেন। সকল লোক চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

নারায়ণ দেখিলেন, যে স্থানে উপার্জ্জন ক্ষম ভ্রাতা আছেন, প্রায় সে স্থানেই, তাঁহার অকৃতী সহোদরের প্রতি, তদীয় গৃহিণীর আন্তরিক বিদ্বেষ বিদ্যমান ! এই শোচনীয় দৃশ্যে মর্ম্মাহত হইয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায় রে ! যে দেশের লোক স্ত্রীর উপদেশে, ভ্রাতৃ-স্নেহের কমনীয়তা বিস্মৃত হইতে পারে, সে দেশের লোক যে, চিরকাল অধঃপতিত থাকিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি ! যে দেশে, এক বৃন্তের ফুল, একই ভাবে

পুষ্ট,—একই ভাবে বিকসিত, ভাগ্যক্রমে কোনটি দেবতার শিরে সমর্পিত, কোনটি বা ধূলায় বিলুণ্ঠিত, পরস্পর সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত থাকে, সে দেশে, ভ্রাতৃ-ভাব, সহানুভূতি, একতা ও বন্ধুতা প্রভৃতি শব্দগুলি, কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক উপাদান ভিন্ন, আর কি হইতে পারে? হায়! যে দেশে সহোদর-প্রীতি নাই, সে দেশে স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি, আকাশ-কুসুমের ন্যায়, কেবল কবির কল্পনা মাত্র!

নারায়ণ, এবম্বিধ চিন্তানলে অধিকতর পরিতপ্ত হইলেন এবং সম্প্রতি আর স্ত্রী-চরিত্র দর্শন করিবেন না, স্থির করিয়া, ম্লানমুখে ও অধোবদনে, প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবগণের পুনর্মিলন ও আক্ষেপ এবং গ্রাম্য-পুরুষ চরিত্র দর্শনে অভিলাষ।

বেলা দেড় প্রহরের সময় নারায়ণ দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন; পূজক ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরজি, কুশলে আছেন ত?" নারায়ণ উত্তর করিলেন, "হাঁ, কুশলেই আছি।" আমার সঙ্গী ঠাকুর মহাশয়েরা বোধ হয় হরিনাম প্রচারের জন্য বহির্গত হইয়াছেন?"

পূজক ব্রাহ্মণ। হাঁ; তাঁহাদের হরি-গুণ-গানে পল্লীবাসী বিমুগ্ধ হইয়াছে; মৃদঙ্গ ও করতাল সহকারে বহুলোক মিলিত হওয়ায়, সঙ্কীর্ত্তনের মধুরতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকল

লোকেই তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছে। আজ কাল লোকের মতি গতি যেরূপ কলুষিত, তাহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার না হইলে, এ দেশের আর কল্যাণের আশা কি! আপনারা কি মহাপ্রভুর শিষ্য?

নারায়ণ। কলির জীবের হরিনাম ভিন্ন আর গতি নাই। দেখ, সেই পবিত্র নামের অমৃত ধারায়, মরু-হৃদয়েও যে, ভক্তি-কুসুমাঙ্কুর দেখা যাইতেছে, এটি শুভলক্ষণ বটে। হরিনাম প্রচারই আমাদের জীবনের ব্রত; আমরা মহাপ্রভু হইতে ভিন্ন নই। হরিই আমাদের সাধ্য, আমরা হরির সাধক; হরিই আমাদের সেব্য, আমরা হরির সেবক। আমাদের মুগ্ধ, ভ্রান্ত ও নিদ্রিত ভারত-সন্তানগণও সেইরূপ হউন, ইহাই আমাদের অভিলাষ; তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করুন, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

অনন্তর নারায়ণ আহারান্তে শয়ন করিয়া, এদেশের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, প্রশান্ত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দিবা অবসান হইল। নারদ ও গণেশ হরি সঙ্কীর্ত্তন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং হস্তপদাদি ধাবন ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক, সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিলেন।

নারায়ণ বলিলেন, বৎস! তোমরা এ দেশের কল্যাণ-কামনায়, অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছ, এজন্য তোমাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তোমরা সহায় না হইলে, আমার উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। নারদ মুনি উত্তর করিলেন,

"প্রভো! ওরূপ কথা বলিবেন না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইলে, সবই হইতে পারে। আমরা হরিনামামৃত পানে, পরম সুখে কাল কর্ত্তন করিতেছি। প্রভো! আমাদের কিছু মাত্র কষ্ট নাই, আপনার কষ্টই আমাদের পক্ষে অসহ্য। আপনি অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেছেন। আপনার মর্ম্মান্তিক যাতনা কিছুতেই বিদূরিত হইতেছে না। মুখ-মণ্ডলে অতি অল্প সময়ই হাসির রেখা দৃষ্ট হয়! কি জানি, একটি অশান্তি ও অসন্তোষের ভাবে অন্তঃকরণ নিয়তই আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মা! ভারতভূমি! প্রভুর এই ভাব আর দর্শন করিতে পারি না। প্রভুর বিষাদময়ী বাণী আর শ্রবণ করিতে পারি না;—প্রভু দিবা রাত্রি কি ভাবনা করেন, কি চিন্তা করেন, কিছুই বুঝিতে পারি না। মা! আমাদের ক্লেশ হয় হ'ক, কিন্তু তবু তোমার মলিন বদন আনন্দে উৎফুল্ল হউক; তুমি পূর্ব্ব গৌরব লাভে সমর্থা হও মা!

গণেশের মনে এই চিন্তার উদয় হইল, "হায়! যে দেশ সনাতন ধর্ম্মের জন্মভূমি, যে দেশ ব্যাসাদি ঋষিগণ পবিত্র করিয়াছেন, সে দেশের এরূপ অধঃপতন দর্শনে, প্রাণে যে কি অসহনীয় যাতনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না। মা! ভারত-ভূমি, আমার ইচ্ছা হয় আবার মহাভারতের ন্যায় ধর্ম্ম গ্রন্থ লিখিয়া ধন্য হই!"

অনন্তর দেবগণ তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক যাতনা কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

গণেশের গান।

যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী?
ও যার বিশাল-তটে. রূপের হাটে, বিকা'ত নীলকান্তমণি।
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হতেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম, সুবল সুদাম,
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিণী।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ-গোবিন্দ,
ধড়া চূড়া পরা কোথা ননী চোরা;
কোথা সে বসন চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী!
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জল কেলি,
কোথা ললিতা সখি সুহাসিনী;
কোথা সে বংশীধারী, রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী
কোথা সে নুপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী;
মধুর হাসি, মধুর বাঁশী, নাহি শুনি,
ও যার মোহন সুরে, উজান ভরে, বইতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে, কই সে ধনি.
ও যার মানের লাগি, মোহন চূড়া লুটাইত ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে! সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্‌মাঝারে পাদুখানি;
পরিব্রাজক বলে, চরণ তলে, লুটাই শির, দিন যামিনী।

নারায়ণের গান।

ভক্তিভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কৈ,
ওরে, যে ডাকে আমারে, আমি তারই হয়ে রই।
যে জন বিশ্বাস ক'রে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে, বল আমি বই!
আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি, আনন্দিত হই।
দারা সুত ধন প্রাণ, (ওরে) যে করে আমায় অর্পণ,
তাহার সকল ভার, মাথায় করে বই।
ভক্তিতে চৈতন্য মোরে, বেঁধেছিল প্রেমডোরে,
ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ, হ'ল শমন জয়ী।

নারদ মুনির গান।

নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার; প্রাণাধার সারাৎসার;
নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার।
তুমি সুখ-শান্তি সহায়-সম্বল, সম্পদ-ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান-বুদ্ধি-বল,
তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্র-বিধি, গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।
তুমি হে উপায়, তুমিই উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার।

নারায়ণ বলিলেন, "আহা! কি মধুর! কি মধুর! গাও, আর একটি গান গাও; তোমার মুখের হরিনাম বড়ই মধুর।"

অনন্তর নারদ বীণা বাজাইতে বাজাইতে গাইতে লাগিলেন :—

দেখা দে রে ব্রজ-মোহন, তুই শ্রীকৃষ্ণ! জীবনের জীবন।
তুই বিনে রে কালশশি! বন হ'য়েছে, শ্রীবৃন্দাবন।
সেথা কোকিল-ময়ুর, শারি-শুকে, দিবা রাত্রি করে রোদন।
তোর পিতা নন্দ, কেঁদে অন্ধ, ঝরে সদাই, দুটি নয়ন।
চরে না অরণ্যে তোমার, শ্যামলি ধবলি গোধন।
তারা তোমার তরে, রেখেছে রে, কানাই, বেণুরব শুনিতে, শ্রবণ!
নীলাকাশে ডেকে বলে, কোলে আয়, বাপ, নীল-রতন।
"অন্তর্য্যামী" নামটি, তুমি, কৃষ্ণরে! ক'রেছ ধারণ;
একবার ভক্তের দশা, দেখ্‌রে হরি! ভক্ত-বৎসল, শ্রীমধুসূদন।

গণেশের গান শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ, বহু কষ্টে মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু, নারদের মুখে আবার সেই বৃন্দাবনের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল; তিনি দুর্বহ দুঃখ-ভারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নারদ ও গণেশ প্রভুর এই অবস্থা দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া, কাতর ভাবে "হরি বোল" "হরি বোল" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবালয়ের সেবকগণও ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া, শ্রীহরি-গুণগানে বিভোর হইয়া পড়িল।

অনন্তর কিছু জলযোগ গ্রহণ করিয়া, দেবগণ শয়ন করিলেন

এবং চিত্তের অবসাদ দূর করিবার জন্য, শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। গণেশ, নারায়ণকে বলিলেন, "প্রভু, আমরা অনেক গ্রাম্যতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি; আপনার নিকট যাবতীয় বিষয় নিবেদন করিব। পল্লীমধ্যে "গ্রাম্য-দেবতা" নামে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্ট এক সম্প্রদায় নর-পিশাচ এরূপ পূর্ণ শক্তিতে বিরাজ করিতেছে যে, উহাদিগকে "মর্ত্ত্যের দানব" ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। উহারা কলির এই কলুষময় কালে, পাপের প্রবাহ আরও বৃদ্ধি করিতেছে। দেশমধ্যে শান্তি-সংস্থাপন বিধাতার অভিপ্রেত, কিন্তু হায়! অশান্তির বিষময় বীজ বপন করিতে উহারাই প্রধান পাণ্ডা।" নারায়ণ উত্তর করিলেন, "বৎস, তোমার কথা শ্রবণ করিয়া, জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায়, আমার মনের আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিল;—ভাবিয়া ছিলাম, রমণীকুলের ন্যায়, পুরুষকুলের অধঃপতন সংঘটিত হয় নাই; কিন্তু, এক্ষণে বুঝিলাম, বাস্তবিক তাহা নহে;—পুরুষকুলের অধঃপতন অধিকতর ভয়াবহ, অধিকতর শোচনীয় ও অধিকতর ঘৃণাজনক। গণেশ উত্তর করিলেন, "প্রভু, সে কথার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। রমণীকুলের অধঃপতন ঘটিলেও, এদেশের বর্ত্তমান সমাজ-শৃঙ্খলা, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণতাতেই প্রতিষ্ঠিত; পুরুষকুলে যে সকল সদ্ভাব, একেবারেই দৃষ্ট হয় না, এখনও রমণী সেই সকল গুণের অধিষ্ঠাত্রী; এখনও দয়া-মায়া,

স্নেহ-মমতা, ধর্ম্ম-ভয়-ভক্তি, রমণীকুলেই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। প্রভু, দেশের এ দুর্দ্দিনেও, আমরা হতাশার অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইতে যাইতে যে, ঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশ-মণ্ডলে ক্ষীণ-কর দিবাকরের কিরণের ন্যায়, আশার আলোক স্থানে স্থানে দর্শন করিতেছি, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। ইহাই আমাদের পরম লাভ। নারায়ণ বলিলেন, "বৎস! তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ; বিরল-দৃশ্য সাধু-পুরুষ ও সাধ্বী-সীমন্তিনীর পুণ্য-প্রভাবেই, এ দেশের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান্ রহিয়াছে; এখনও ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় এবং সত্যের আদর ও মিথ্যা-বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হইতেছে। যখন দেখিবে, এই সকল দেব-প্রতিম নর-নারী ইহলোকে নাই, তখনই জানিবে, এ দেশের অন্তিমকাল উপস্থিত; তখন দেখিবে, ন্যায়-সত্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, মানবগণ দেবদ্বেষী, স্ত্রী-পতিঘাতিনী, শিষ্যগণ গুরুঘাতী ও পণ্ডিতগণ অবমানিত এবং পাষণ্ডগণ সম্মানিত। বৎস! সেই ভয়ঙ্কর দিন এখনও উপস্থিত হয় নাই; এখনও রোগ চিকিৎসাধীন; ভারত-সন্তানগণ কর্ম্ম-বল ও জ্ঞান-বল লাভ করিলে, এখনও পূর্ব্ব গৌরব লাভে সমর্থ হইতে পারে। সে দিন আবার আসিবে কি? আবার আমরা মায়ের ক্রোড়ে লীলা-বিলাস করিতে পারিব কি?"

গণেশ বলিলেন, "প্রভু, আমি, গ্রাম্য দেবতা সম্বন্ধে একটি কবিতা পাঠ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।"

সপ্তম দৃশ্য।

গ্রাম্যদেবতা।

দেবাসুর যুদ্ধে যত,
দানব হইল হত,
জানি না কিরূপে কত, পরমেশে তোষিল,
নরের কি পাপে জানি, মর্ত্ত্যে জনমিল !

মিথ্যা প্রবঞ্চনা তার,
ক্ষুদ্র প্রাণে অধিকার,
নাগ-পাশে বাঁধে লোকে, কত যে সন্ধানে,
ন্যায়-সত্য, তার কাছে, নিত্য হা'র মানে !

শঠতার সুদর্শনে,
ফেলি লোকে অকারণে,
এরূপ নৈপুণ্যে, চক্র করিছে চালন,
কার সাধ্য, তার মর্ম্ম, করিবে গ্রহণ ?

মিথ্যা-সাক্ষ্য, গৃহ-দাহ,
অপকর্ম্ম, যত চাহ,
হায় রে ! অসাধ্য তার, কিছু আর নাই,
গ্রাম্য দেবতার গুণ, বলিহারি যাই।

দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন।

চণ্ডীপুর গণ্ডগ্রামে,
মদনমোহন নামে,
বসতি করিত এক, নিরীহ ব্রাহ্মণ,
গ্রাম্য দেবতার কোপে, পড়িল সে জন।

সদু মধু সরদার,
কামাল জামাল আর,
একত্র হইয়ে বহু, শিষ্য নানা জাতি,
মদনের গৃহে, অগ্নি, দিল এক রাতি।

ভার্য্যা-পুত্র পরিবার,
করে সবে হাহাকার,
মদনমোহন তায়, হইল পাগল,
অগ্নি-দেব নিরাপদে, গ্রাসিল সকল !

মদনের সর্ব্বনাশে
গ্রাম্যদেবগণ হাসে,
মিথ্যা মোকদ্দমা পুনঃ, করি অনায়াসে,
হায় ! তারে পাঠাইল, দীর্ঘ কারাবাসে।

গেল, গেলরে মদন,
ত্যজি, আত্মীয় স্বজন,
গেল, কাঁদাইয়ে, পুত্র, গৃহিণী দুঃখিনী।
রাখিয়ে জগতে এক, বিষাদ-কাহিনী !

হায়! হায়! কব কত,
তাহাদের গুণ যত!

দেশ,

মেলরে নয়ন, জাগ, সুজন-সমাজ,
দেখ, চারিদিকে, গ্রাম্য দেবতার কাজ!

নারায়ণ কবিতাটি শ্রবণ করিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎকাল পরে উচ্ছলিত দুঃখাবেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, "বৎস, "গ্রাম্যদেবতা" নামধারী মর্ত্ত্যের দানবগণ, সমাজের কি কি অনিস্ট-সাধন করিতেছে, তাহা বিশদ্‌রূপে বর্ণনা কর; ঐ সকল পাষণ্ডের কার্য্যকলাপ দর্শন করিবার জন্য, আমি ব্যাকুল হইয়াছি। গণেশ উত্তর করিলেন, "প্রভু, তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করা, আমার এই ক্ষুদ্র শক্তির অসাধ্য; অতি সঙ্ক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।"



গ্রাম্য-দেবতার কার্য্য।

১। দলাদলি।

২। মোকদ্দমা।

৩। ঝগড়া-বিবাদ।

৪। পরানিষ্ট-সাধন।

৫। পরশ্রী-কাতরতা ও পর-নিন্দা।

৬। বিবাহ-ভঞ্জন।

৭। শুভানুষ্ঠানে বাধা।

৮। ব্যভিচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের লোপ।

৯। সাধু-দ্বেষ ও স্বেচ্ছা-চারিতা।

১০। মিথ্যা সাক্ষ্য।

১১। সাধারণ দুষ্ট লোকের সহায়তা।

১২। বৈরনির্যাতনের জন্য প্রতিবেশীর গৃহে অগ্নি-প্রয়োগ।

১৩। পিতামাতার প্রতি বিদ্বেষ ও স্ত্রী-পরায়ণতা।

১৪। ধর্ম্মালোচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল তাস ও পাশা খেলায় সময়-কর্ত্তন।

১৫। স্বস্ব ধর্ম্ম-বিহিত কার্য্যের বর্জ্জন।

১৬। স্বার্থান্ধতা।

গণেশের কথা শ্রবণে নারায়ণের দুঃখপ্রকাশ।

নারায়ণ, গণেশের কথা শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, "হায় রে! ভারতের এই শোচনীয় পরিণাম আর দর্শন করিতে পারি না; আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, আমি হতজ্ঞান ও হতবুদ্ধি হইয়াছি, আর স্থির থাকিতে পারি না! হায়! সেই শান্তি-দেবীর বিলাস-ভূমি, এক্ষণে অশান্তি-নিকেতন হইয়া উঠিয়াছে! বৎস! এই সকল কুলাঙ্গারকে, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া, একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল আবর্জ্জনা-জাল মুক্ত হইলে, দেশ অধিকতর সুখময় ও শান্তিময় হইবে।" গণেশ উত্তর করিলেন, "প্রভু, তাহা সত্য বটে; এই সকল পাষণ্ডের যন্ত্রণায়, নিরীহ-প্রকৃতি, সরল-স্বভাব, শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্ম-প্রাণ মনুষ্যগণ পল্লীবাস একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহারা, জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বিদেশের কোনও শান্তিময় স্থানে, আশ্রয় লইয়াছেন! পল্লীগ্রাম-বাস-বিদ্বেষ দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, কিয়দ্দিবস পরে, ইহা একমাত্র ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ও দস্যুদলের বিলাস-ভূমি হইয়া দাঁড়াইবে! প্রভু, দেবভূমির দুর্দ্দশা আর দর্শন করিতে পারি না; এই দুর্বৃত্তগণের অত্যাচার ও উৎপীড়নে, নিতান্ত

নিরীহ লোকের আর্ত্তনাদ, আর শ্রবণ করিতে পারি না। আমরা আর কতকাল মায়ের এই দুর্দ্দশা দর্শন করিব ?" নারায়ণ বলিলেন, "বৎস, যখন কোনও দেশ অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবি ; এ দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থাও অতীব মন্দ, এক্ষণে অবশ্যই ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। বৎস, এই কলির বরপুত্র, দেশের সর্ব্বনাশক, সমাজের গ্লানি, মর্ত্ত্যের দানবগণের চরিত্র, আমি স্বয়ং পরিদর্শন করিব ; তোমাদিগকে আর বিরক্ত করিব না।"

নারায়ণ, নারদ ও গণেশ সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক, কিছু জলযোগ গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা শয়ন করিলেন এবং এ দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান চিন্তা করিতে করিতে গভীর নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। নারায়ণ বলিলেন, "বৎস, এক্ষণে তোমরা হরিনাম প্রচারের জন্য বহির্গত হও ; আমিও গ্রাম্য-দেবতার চরিত্র-পরিজ্ঞানের জন্য বহির্গত হইতেছি। যে পর্য্যন্ত এই মর্ত্ত্যের দানবগণের চরিত্র-পরিদর্শন শেষ না হয়, সেই পর্য্যন্ত আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না ; তোমরা কোনও চিন্তা করিও না ; তোমাদের নিয়মিত দৈনিক হরিনাম প্রচারের যেন কোন রূপ ত্রুটি না হয়। "যে আজ্ঞে," এই বলিয়া নারদ ও গণেশ নারায়ণকে প্রণতি-পূর্ব্বক গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নারায়ণও কিয়ৎকাল পরে, অদৃশ্যভাবে, এক গ্রাম্য দেবতার আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

গ্রাম্যদেবতার কার্য্য।

দলাদলি।

গ্রামে অনেক গ্রাম্য দেবতা থাকিলেও, রামসুন্দর রায় তাহাদের অগ্রণী। এই রায় মহাশয়ের বাটীর নিকট হরনাথ ও রাধানাথ চক্রবর্ত্তী নামক দুই ভ্রাতা বসতি করে; উভয় ভ্রাতাই সুশীল ও সুবোধ। কনিষ্ঠ রাধানাথ, ব্রাহ্ম গোপী বাবুর সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিত; কিন্তু দুষ্ট গ্রাম্য দেবগণ প্রকাশ করিল, "রাধানাথ ব্রাহ্মগণের সঙ্গে একত্র আহার-বিহার করে।" কিছুদিন পর তাহাদের মাতা পীড়িতা হন; তিনি রুগ্নাবস্থায় রাধানাথকে একবার দেখিতে চাহেন; রাধানাথ বাটী আসিয়া, কয়েক দিন ছিল। উক্ত রামসুন্দর রায় প্রকাশ করিলেন, "হরনাথ, জাতিভ্রষ্ট রাধানাথের সঙ্গে একস্থানে বসিয়া ভোজন করিয়াছে; সে এক ঘ'রে হ'য়ে থাকিবে।"

কয়েক দিন পর হরনাথের মাতার মৃত্যু হইল। রায় মহাশয়ের চক্রান্তে মৃতার শব-দাহ করিবার জন্য কেহই উপস্থিত হইল না। হরনাথ, তদীয় মাতুল-দ্বয়ের সাহায্যে দাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। শ্রাদ্ধের সময় অতি নিকটবর্ত্তী হইল। একদিন প্রাতঃকালে হরনাথ, রায় মহাশয়ের বাটী যাইয়া বলিল, "আমার কি উপায় হইবে, বলিয়া দিন্। রায় মহাশয় উত্তর করিলেন, "কি বল্‌ব হরনাথ, আমার সাধ্য নেই; বিকেল বেলা, একটি বৈঠকের আয়োজন কর; সকলের যে মত আমারও সেই মত।"

হরনাথ কিছু আশ্বস্ত হইল; গৃহে গৃহে গমন পূর্ব্বক অনুনয় করিয়া বলিল, "আমরা নিরপরাধ; রাধানাথ হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্; সে কখনও ব্রাহ্মের সঙ্গে আহার-বিহার করে না; গোপী বাবু তাহাকে সাহায্য করেন; সে হিন্দু হোটেলে আহার করে। রায় মহাশয়ের বাটীতে বিকাল বেলা 'বৈঠক' হইবে; আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইবেন।"

যথাসময়ে ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমবেত হইলেন। হরনাথ বলিল, "আমরা নিরপরাধ; ক্ষমা করুন; রাধানাথের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক; দয়া করিয়া আমাদের মাতৃ-শ্রাদ্ধে আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

কালীনাথ মুখুয্যে মহাশয় নিতান্ত ভাল মানুষ; তিনি সরল-ভাবে বলিলেন, "তোমার বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করার কোনও কারণ, আমি ত দেখি না;" দুর্গানাথ চাটুয্যে ও নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই কথাই বলিলেন। রায় মহাশয় গগনভেদি-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি একবার দেখ্‌ব, কে কে হরনাথের বাটীতে যায়; দুই শত টাকা না পাইলে, আমরা কেহই যাইব না।" রামনাথ, শ্যামসুন্দর, শিবানন্দ, রামকান্ত প্রভৃতি গ্রাম্য দেবগণও, রায় মহাশয়ের কথাই অনুমোদন করিল। হরনাথ নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক, কোন প্রতিবাদ না করিয়া, একান্ত বিনীত ভাবে বলিল, "আমার অবস্থা সেরূপ নয় যে, আমি কিছু দিতে পারি; আমায় ক্ষমা করুন।" যোগেশ ও রমেশ নামক দুটি শিক্ষিত ও সৎসাহসী যুবক তথায় উপস্থিত

ছিল; তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল, "আপনারা কয়েকজন লোকে, অকারণে এই নিরীহ ব্রাহ্মণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! গ্রামে থেকে থেকে কেবল দলাদলি, ঝগড়া বিবাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি ভিন্ন, আপনাদের অন্য কাজ নাই! আমরা হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে অবশ্যই যাইব, দেখি, আপনারা কি করেন?

রায় মহাশয় ও তাঁহার সহচরগণ উত্তর করিলেন, "তোমরা ছেলে মানুষ, বুঝ কি? চুপ ক'রে থাক; তোমাদের মতামত আমরা জানিতে চাহি না।" যোগেশ উত্তর করিল, "যখন বাবা বাটীতে নাই, তখন আমাদের মতামত জানা বিশেষ দরকার; আপনারা সমাজের কর্ত্তা নহেন; পাঁচজন নিয়েই সমাজ।" "ওহে, রেখে দাও তোমার পাঁচজন, দেখি, আমাকে ছেড়ে কে যায়?" এই বলিয়া রায় মহাশয় লম্ফ ঝম্ফ দিতে লাগিলেন। হরনাথ পুনরায় বলিল, "আমি গরীব; চিরকালই আপনাদের আশ্রিত; কি উপায় হবে, তাহার ব্যবস্থা করুন।" যোগেশ ও রমেশ নিরীহ ব্রাহ্মণের কাতরতা দর্শনে, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিল, "হরনাথ বাবু, আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার পক্ষে আছি; আমরা বিশেষ রূপ জানি, রাধানাথ কখনও ব্রাহ্মের সঙ্গে আহার-বিহার করে না; আপনার এরূপ বিনীত নিবেদন ও ক্ষমাপ্রার্থনায়ও যাহারা কর্ণপাত করিতে কুণ্ঠিত, তাহারা হয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুক, না হয় না করুক; আপনি শ্রাদ্ধের আয়োজনে ব্রতী হউন।" সাধু-স্বভাব

নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য ও দুর্গানাথ চাটুয্যে মহাশয়দ্বয়ও হরনাথ চক্রবর্ত্তীর পক্ষই সমর্থন করিলেন। রায় মহাশয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন ; অনুচরগণও তাঁহার অনুগমন করিল। হরনাথ অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের ক্রোধ প্রশমিত হইল না। এইরূপে হরপল্লী গ্রামে দুটি দলের সৃষ্টি হইল। গ্রামের অধিকাংশ লোকই, রায় মহাশয়দের পক্ষে রহিল ; অতি অল্প লোকেই হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পক্ষাবলম্বন করিল।

নারায়ণ সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর কথাবার্ত্তা শ্রবণ ও কার্য্য-কলাপ দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, "হায় ! ভারতের কি দুর্দ্দশা ! কি শোচনীয় পরিণাম ! ফাউল (মুরগীর মাংস) ভিন্ন যাহার খাওয়া হয় না, গণিকার গৃহ ভিন্ন যাহার শয়ন হয় না, যিনি ব্রাহ্মণ হইয়া, দিবা ভাগে চতুর্ভোজনেও কুণ্ঠিত নহেন, যিনি ধর্ম্ম-ভয়-ভক্তির কোনও ধার ধারেন না, সেই ধর্ম্ম-দ্বেষী রামসুন্দর হ'লেন সমাজপতি ! যিনি মুখে বলেন, "হর হর," মনে ভাবেন "পরের সর্ব্বনাশ কর," এরূপ লোক যে সমাজের অধিপতি, সেই সমাজের কল্যাণ কোথায় ? হায় মা ! তোমার সন্তানগণের কপটতার আচ্ছাদন, আমরা আর কত কাল দর্শন করিব ? হায় ! সরল-মতি সাধু-পুরুষগণ নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলে, পল্লী-সমাজ অচিরেই বিনষ্ট হইবে ! সামাজিক বন্ধুতা ও সহানুভূতির কমনীয় সূত্রও অচিরেই ছিন্ন হইবে ! ভারতীয় নব্য-সমাজে ভাল মানুষ হইলেই বিপদ্ !

সৎলোকের "ভাত নাই," অসতের রাজ-ভোগ! সৎলোক অকারণ বিপন্ন হইলেও, তাঁহার সহায়ক মেলা ভার, পক্ষান্তরে, দুর্বৃত্তের বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই। আধুনিক সমাজ লোককে কুনীতি শিক্ষা দিতেছে! অধিকাংশ লোকেরই সৎসাহস নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই; সকলেই স্বার্থের দাস; স্বার্থ-সাধনে প্রায় সকলেই অন্ধ! এরূপ দাসত্ব ও অন্ধতা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। ভারতীয় সমাজে স্বার্থ-পরতার প্রবল স্রোত যে ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা বিদূরিত না হইলে, অচিরেই যে এক ভয়ঙ্কর সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হইবে, তাহার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভারত-সন্তানগণ, তোমরা আপন দুঃখ দূর করিতে চাহিলে, অগ্রে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাস; তাহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হও; তাহার দোষ ঢাকিয়া রাখ এবং গুণ প্রকাশ কর; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না থাকিয়া, একতার কমনীয় সূত্রে আবদ্ধ হও এবং একতানে কার্য্য কর। দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, শান্তি স্থাপন কর; স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া, কখনও পরানিষ্ট-সাধনে ব্রতী হইও না; সহিষ্ণু, স্বার্থত্যাগী, ক্ষমাশীল এবং রাজ-কার্য্য পরিচালনায় রাজারে সহায় হও। "তোমরা আর্য্য-ঋষির সন্তান," এ ভাবটি যেন, তোমাদের হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকে।" নারায়ণ, কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর, কিরূপে অবোধ ভারত-সন্তানগণের আত্মার উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গ্রাম্য দেবতার কার্য্য।

মোকদ্দমা, ঝগড়া বিবাদ, পরানিষ্টসাধন, পরশ্রীকাতরতা ও বিবাহ-ভঞ্জন।

হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মাতৃ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। হরনাথ, রায় মহাশয়ের কথার অনুসরণ করে নাই, এজন্য সে গ্রাম্য দেবতার কোপে পড়িল। রামচরণ গোপ, ক্রিয়া-কর্ম্মে হরনাথের বাটীতে ক্ষীর ও দধি-দুগ্ধ যোগাইত। একদিন রায় মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রামচরণ, হরনাথের নিকট টাকা পেয়েছিস্?" রামচরণ উত্তর করিল, "কত্তা, এক পয়সাও পাই নাই; এ ভিন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতৃ-শ্রাদ্ধের টাকাও বাকী রহিয়াছে।"

রায় মহাশয়। তুই দেখ্ছি, নিতান্ত বোকা; তুই ভাব্ছিস্, এই টাকা কখনও পাবি? আজকাল এত বোকা হ'লে কি কারবার চলে?

রামচরণ। কত্তা, তবে কি করি? টাকা পাওয়ার উপায় কি?

রায় মহাশয়। আচ্ছা বেশ, চল্, আমার সঙ্গে সহরে চল্; তোর সমস্ত টাকা আদায় ক'রে দিব।

রামচরণ। কত্তা, কি নালিস করার কথা বল্ছেন?

রায় মহাশয়। তা না ত কি ? নালিস না করলে কি কখনও টাকা পাবি, মনে করিস্ ?

রামচরণ। আমার যে এক ঘর গ্রাহক কমে যাবে ? আর বিশেষ, চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিতান্ত ভাল মানুষ।

রায় মহাশয়। এমন ভাল মানুষ অনেক আছে। আমি, তোকে দশ ঘর গ্রাহক জুটিয়ে দিব, চিন্তা কি ?

রামচরণ, রায় মহাশয়ের অসীম ক্ষমতার বিষয় অবগত ছিল ; এ হেতু নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। রায় মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "রামচরণ, তোর খরচপত্র কিছুই লাগিবে না, আমরাই সব জুটিয়ে দিব।" এক্ষণে রামচরণের মনে কোনও দ্বিধা রহিল না ; সে কিয়ৎকাল পরে, খাতাপত্র সহ রায় মহাশয়ের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইল। রায় মহাশয়, মোকদ্দমা উপলক্ষে মাসের প্রায় পনর দিন সহরে অবস্থিতি করেন ; বহু উকীল মোক্তার তাহার পরিচিত ; একখানা চিঠি দিয়া, রামচরণকে গদাধর উকীলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অবোধ রামচরণ যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইল।

এই সময়, নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, খলের স্বভাব বাস্তবিক এইরূপ। উঁই, ইঁদুর, ও সর্প খল-স্বভাব। উঁই আর ইঁদুর কাঠ কাটে, কাপড় কাটে, তাহাতে ইহাদের কি লাভ ? সর্প, পরম সুন্দর শিশুকেও দংশন করে, তাহাতে ইহার কি লাভ ? কিছুই নয়। যাহারা খল, অন্যের অনিষ্ট-

সাধনেই, তাহাদের আত্মার তৃপ্তি জন্মে। হরনাথের অনিষ্ট-সাধনে, রায় মহাশয়ের কি লাভ? কিছুই নয়। এটি তাঁহার হিংস্র প্রকৃতির পরিচয় মাত্র। এই দুর্ব্বৃত্তের আকার মনুষ্যের, কিন্তু প্রকৃতি, রীতি-নীতি সবই দানবের ন্যায়। পরানিষ্ট-সাধনেই যাহাদের আত্মার তৃপ্তি, সেই সকল পাষণ্ডকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বদ্ধ-পরিকর হওয়া, সর্ব্বসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য।

কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর, নারায়ণ রায় মহাশয়ের কার্য্য-কলাপ অলক্ষ্যভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন রায় মহাশয় বাজারে গেলেন। ছমির সেক বড় একটি ভাঁড়ে করিয়া দুধ আনিয়াছিল। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছমির, ভাঁড়ে ক'সের দুধ আছে?" ছমির উত্তর করিল, "পাঁচ সের।"

রায় মহাশয়। মূল্য কত হবে?

ছমির। আজ্ঞে, ছ পয়সা সের।

রায় মহাশয়। পাঁচ সের চা'র আনা পাবি।

ছমির। রায় মহাশয়, তা কিরূপে দিব? অন্ততঃ ছ আনা পয়সা দিন।

"বেটা, কিসের ছ আনা, চা'র আনা পাবি," এই বলিয়া রায় মহাশয়, নিজের কলসীতে দুধ ঢালিতে চেষ্টা করিলেন; ছমির তাহাতে বাধা দিল; পরে দু'জনের ঝগড়া আরম্ভ হইল। রায় মহাশয় ছমিরের হস্ত হইতে দুধের ভাঁড় কাড়িয়া লইতে

অসমর্থ হওয়ায়, এক লাথি দিয়া ভাঁড়টি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ছমির গালি দিতে দিতে, কাঁদিতে লাগিল। রায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন, পাজি বেটা, এক্ষণে কেমন হ'ল? ছমিরের কান্না শুনিয়া, আরও দু'পাঁচ জন মুসলমান একত্র হইল; রায় মহাশয়ের পক্ষেও অনেক হিন্দু ও মুসলনান জুটিল; উভয় পক্ষেই বহুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল; অবশেষে রায়ের পক্ষই প্রবল হইল। তৎপক্ষীয়েরা মীমাংসা করিল, ছমির নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছে; এমন লোককে দু'এক সের দুধ বিনামূল্যেই দিতে হয়। তাহাদের বিচারে, রায় মহাশয়ই জয় লাভ করিলেন; ছমিরের হা'র হইল!

নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বিচার ভালই হইল! এমন না হ'লে, এদেশের এরূপ দুর্গতি কেন হইবে? কাল-মাহাত্ম্যে অন্যায়ই ন্যায়, অসত্যই সত্য, অসম্ভবই সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়! হায় রে কলিকাল! তোমাতে সকলই সম্ভবে!

নারায়ণ, রায় মহাশয় ও তদীয় সহচরগণের এইরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত কার্য্য-কলাপ প্রতিদিন দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। নিরীহের অশ্রুবর্ষণ এবং দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অনিষ্টাচরণ দর্শনে, তাঁহার হৃদয় অধিকতর ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মনুষ্য-সমাজে আবার দানবের আবির্ভাব কেন? আবার নিকৃষ্ট প্রাণীর প্রকৃতিই বা কোথা হইতে আসিল? "মনুষ্য" শ্রেষ্ঠ পশু-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেও, এদেশের বহুল কল্যাণ হইত। হায়!

দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়! ভারত-সন্তানগণের দুর্গতি আর দর্শন করিতে পারি না। এ অভিনব দেশের অভিনব নর-নারী-চরিত্র-দর্শনে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। দেখিতেছি,—মনুষ্য-কুলের মধ্যে কেহ বা দানবের ন্যায় ষণ্ড ও ধর্ম্ম-জ্ঞান শূন্য; কেহ বা ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র ও ভয়ঙ্কর; কেহ বা সর্পের ন্যায় ক্রূর; কেহ বা উই আর ইঁদুরের ন্যায় সমাজের গুপ্তশত্রু; কেহ বা বোল্‌তা ও মক্ষিকার ন্যায় দুর্ম্মুখ; কেহ বা বৃষের ন্যায় ক্রোধী ও কামুক; কেহ বা হরিণের ন্যায় চঞ্চল; কেহ বা শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত ও ভীরু; কেহ বা কুকুরের ন্যায় স্বজাতি-দ্রোহী; কেহ বা ভল্লুকের ন্যায় নিষ্ঠুর; কিন্তু সিংহের ন্যায় উদার, হস্তীর ন্যায় গম্ভীর, বায়সের ন্যায় স্বজাতি-প্রিয় এবং গোজাতির ন্যায় পরমোপকারী মানব অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। যদি মনুষ্যগণ, নিকৃষ্ট পশু-প্রকৃতি হইতেই বিমুক্ত হইতে না পারিল, তবে আর তাহারা সুন্দর লাঙ্গুল-রত্ন-লাভে বঞ্চিত হয় কেন? আর স্রষ্টাই বা এরূপ মানবকে বাক্‌শক্তি ও চিন্তা-শক্তি হইতে বঞ্চিত না করেন কেন?

নারায়ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, রামনাথ, রামকান্ত, শিবানন্দ প্রভৃতি সাত আট জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য দেবতা রায় মহাশয়ের বাটীতে সমবেত হইল। রামকান্ত বলিল, "রামচরণ ত মোকদ্দমা রুজু করিয়া আসিল।" রায় মহাশয় উত্তর করিলেন, "আচ্ছা বেশ হ'য়েছে; শমন জারির কার্য্যটি পিয়নের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া, গোপনে চালাইতে

হইবে।” রামানন্দ বলিল, “সে জন্য কোনও চিন্তা নাই; হরনাথের ভিটায় এবার ঘুঘু চরাইব।

শিবানন্দ। একটি কথা শুনেছেন, মুখুয্যেদের ছোট গিন্নি নাকি শাশুড়ীর সহিত ঝগড়া করিয়া, পিত্রালয়ে গিয়েছে? তাহার পিতার অবস্থাও ত তত ভাল নয়।”

রায় মহাশয়। ওরে, আমি সব জানি; ঐ বউটির বাপ কালীবাড়ীর পূজক; তাহার রক্ষিতা একটি অবিদ্যাও আছে।

রামরতন। পূজারি ত পতিত ব্রাহ্মণ; সেই পতিত ব্রাহ্মণের মেয়ে হ'য়েও, বউটির যে অহঙ্কার।

শ্যামচাঁদ। (গঞ্জিকার ধূম উদ্‌গীরণ করিতে করিতে) ওরে, তবুও ত সে অনেক ভাল। ঘোষ বাবুদের বাড়ীর বড় বউএর কথা জানিস্? বাবু ত মাতাল, কোথায় থাকেন, ঠিক্ নেই, তারপর ভিতরের কথা শুন্‌লে অবাক্ হবি।

শিবানন্দ। কি, বল না? স্পষ্ট ক'রে বল্।

শ্যামচাঁদ। কি আর বল্‌ব?

“ময়ূর চকোর শুক, চাতকে না পায়,
হায়! বিধি! পাকা আম দাঁড় কাকে খায়।”

রামরতন। ওরে, বড় মানুষদের ভিতরের অবস্থা প্রায় ঐরূপই হয়। শিব সুন্দর কিছু ভাল মানুষ ছিল; সে বলিল, “ওরে, বড় মানুষদের নয়, মাতাল ও বদ্‌মাইস্‌দের।”

অধিকাংশ গ্রাম্য দেবতাই পঞ্চমকারের প্রিয় শিষ্য; শিবসুন্দরের কথায় সকলেই নীরব রহিল।

রায় মহাশয়ও মনে মনে কিছু বিরক্ত হইয়া, কথা অন্য দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, তোরা জানিস্, যোগেশের পিতার নাকি আরও একশত টাকা মাহিয়ানা বেড়েছে ?"

শিবানন্দ। আজ্ঞে, হাঁ।

রায় মহাশয়। বেটার কপাল কেমন দেখ! দিন দিনই কেমন উন্নতি! ছেলেটিও ওকালতি পাস কর্‌বে! বাড়ী ঘর ত "ইন্দ্র-পুরী" ক'রে তুলেছে! বউগুলিকেও অলঙ্কার দিয়ে পরীর ন্যায় সাজি'য়েছে! আমাদের খোকাও ত যোগেশের সঙ্গে পড়্‌ত; কিন্তু দেখ, যোগেশ হবে উকীল কি হাকিম, আর খোকার সামান্য মুহুরি গিরি পাওয়াই দায়! ওদের বড্ড কপালের জোর!

শিবানন্দ। কথাটি ঠিক্‌ই ব'লেছেন; বেটার বড় কপাল! কিন্তু অহঙ্কার বেশ আছে। আমরা ত ক্ষুদ্র লোক; আমাদের সাথে তিনি কথাটিও বলেন না।

রায় মহাশয়। এক্ষণে কপাল বড় হ'য়েছে, কথা কইবে কেন? আহা! ঠাকুর! ওদের বাড়ী ঘর যদি ভূমিকম্পে ভেঙ্গে যেত, তবে বড় ভাল হইত! যেমন অহঙ্কার, তেমন আক্কেল হ'ত!

রামরতন। শুনেছি, এক সাহেব নাকি ওকে বড্ড ভাল বাসে; আহা! ঐ সাহেবটি ম'লেও হয়। নূতন কপা'লে লোকদের জন্য, আর বাজারের মাছ তরকারী খাওয়ার যো নাই;

উহারা বাজারে যেয়ে, কোন জিনিষের দাম দস্তুর না করিয়াই, কেবল ঝুড়িতে ভরে! পরে এক টাকার জিনিষের মূল্য, পাঁচ সিকা দিতেও ফিরে না!

অনন্তর গ্রাম্যদেবগণ সকলেই ভাবিতে লাগিল, "যোগেশ যেন ওকালতি পাস কত্তে না পারে; আর পোড়া কপা'লে সাহেবটিরও যেন শীঘ্রই ভব-লীলা সাঙ্গ হয়।"

কিছুক্ষণ পরে রামকান্ত বলিল, শুনেছেন, কালী মুখুয্যের ছেলে, রমেশও ত দারোগা হচ্ছে।

শিবানন্দ। কে বল্লে? তোর কাছে যত আজ্‌গুবি কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়!

রমাকান্ত। আজ্‌গুবি কথা নয়, সত্য কথা। বাপ যেমন কপা'লে, ছেলেও তেমন কপালে; পরীক্ষা পাস কত্তে কত্তেই, দেখ, চাকুরী জুটে গেল! দেখ, কেমন কপাল! এমন লেখা পড়া জানা কত লোক ঘাটে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রমেশের উন্নতির কথা শ্রবণ করিয়া, অন্যান্য গ্রাম্যদেবগণ সকলেই ম্রিয়মাণ হইল এবং যাহাতে তাহার অমঙ্গল ঘটে, ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনাই করিতে লাগিল।

গ্রাম্যদেবতারা এইরূপ অনেক লোকেরই নিন্দাবাদ করিল এবং সমস্ত উন্নত পরিবারেরই সুখ-সৌভাগ্য সমালোচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিল। নারায়ণ, তাহাদের নিগূঢ় ভাব অবগত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, হায়রে! এই দুর্বৃত্তগণের মানসিকাবস্থা কি ভয়ঙ্কর! তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলেও,

হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! উহারা নিশ্চয়ই পিশাচ, সমাজের কলঙ্ক এমং মানব নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য! এরূপ লোক যে, ভারতীয় সমাজে পূর্ণ শক্তিতে বিরাজ করিতেছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! হায়! বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্ট এই মানব-নিচয়ের প্রকৃতিও অপূর্ব্ব! তাহা না হইলে, মানব, দানব, দেবতা ও গন্ধর্ব্ব, যে প্রাণীই হউক না কেন, জন্ম-ভূমির প্রফুল্ল মুখ-দর্শনে, কাহার হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হয়? এই অপূর্ব্ব প্রাণীগণের অদ্ভুত কার্য্য-কলাপে, "নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম, জননী জন্ম-ভূমিঃ," এই মহাবাক্যটিও, এক্ষণে সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! হায়! এই সকল দানবের করাল কবল হইতে, সমাজকে বিমুক্ত করার কি কোনও উপায় নাই? মা! তোমার অশ্রু-বর্ষণ, আর আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা কি, তবে আর বিদূরিত হইবে না!

অনন্তর নারায়ণ, এক পাগলিনীর বেশ ধারণ করিয়া, গ্রাম্য দেবগণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। উক্ত দেবগণ পাগলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" পাগলিনী উত্তর করিল, "আমার নাম হিংসা; আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে, আপনাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের অন্তঃকরণে একটুকু স্থান পাইয়াছি; কাল-মহাত্ম্যে এরূপ ঘটিয়াছে; নীচ লোকের সংসর্গই আমি অধিকতর ভালবাসি; আপনারা বিশেষ আদর করিলেও, আমার যেন লজ্জানুভব হইতেছে; আপনারা আমাকে এরূপ ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি স্বেচ্ছাক্রমেও

আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না ; তাই বলিতেছি, আপনারা আমাকে প্রহার করুন ; আবার বলিতেছি,—আমাকে প্রহার করুন।" "কি, প্রহার করিলে না ? আচ্ছা, তবে লোক-সমাজে তোমাদের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া দিতেছি :—

হিংসার উক্তি।

"হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে, আজো এরা মরে নি ?
কত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনও এদের ঘরে, যম এসে ধরে নি ?
এই সব জামাজোড়া, এই সব গাড়ী ঘোড়া,
এ সব টাকার তোড়া, চোরে কেন হরে নি ?
আরে ওরা ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে কত মান,
গোলাভরা আছে ধান, লক্ষ্মী আজো সরে নি ?
মর্ এটা যেন হাতী, দশহাত বুকের ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি, জ্বরে কেন জ্বরে নি ?
হ্যাদে মাগী কালমুখী, ঠিক্ যেন কচি খুকী,
পতি সুখে বড় সুখী, ঠেটি কেন পরে নি ?
মর মর ওই ছুঁড়ী, পরেছে সোণার চুড়ী,
বেঁকে চলে মেরে তুড়ী, ফুল তবু ঝরে নি ?
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলি পীঠে,
এখনো এদের ভিটে, ঘুঘু কেন চরে নি ?"

ললিত—যৎ।

"হিংসক কি ভয়ানক জন্তু এ সংসারে !
অন্তরে নরক কৃমি কিলি বিলি করে।
চোখ দুটো মিট্‌মিটে, কথা গুলো পিট্‌পিটে,
মাস সিঁট্‌কে আছে সদা, মুখের দুধারে ;
সর্ব্বদাই খুঁৎমুৎ, সর্ব্বদাই খুঁৎ খুঁৎ,
সুধা কেহ খেতে দিলে বিষ জ্ঞান করে ;
থেকে থেকে কচি খোকা, থেকে থেকে নেকা বোকা,
পোড়া মুখে, দেঁতো হাসি, খেতে আসে ধোরে ;
প্রত্যেক কথায় বিষ, থুথু ফেলে তাহা বিষ,
জগতের মধ্যে ভাল, লাগে না কাহারে ;
যদি কেহ সুখে রয়, যেন সর্ব্বনাশ হয়,
কুঁড়ের ভিতরে বোসে, জ্বলে পুড়ে মরে ;
সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো, পেঁচার লাগে না ভাল,
কোটরে লুকিয়ে থেকে, মাল-সাট মারে ;
শুনিলে কাহারো যশ, রেগে করে গস্ গস্,
রটায় তার অপযশ, যে প্রকারে পারে।
করিতে পরের মন্দ, বড়ই মনে আনন্দ,
নিয়ে তার ছন্দ বন্দ, ছুতো খুঁজে মরে।
ভাবিয়ে না ঠিক পাই, বল বিধি শুন্‌তে চাই,
কোন্ মাটি দিয়ে তুমি, গড়েছ ইহারে ?"

এ সব পাগলের পাগ্‌লামি বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, গ্রাম্য দেবগণ সকলেই অপ্রকাশ্য মর্ম্মান্তিক যাতনানুভব করিল; তৎপরে দুঃখিতমনে ও অধোবদনে তাহারা স্বস্ব গৃহে প্রস্থান করিল! পাগলিনীও এই সময় অদৃশ্যা হইল।

নারায়ণ পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়! ভারতের কি শোচনীয় পরিণাম! বর্ত্তমান ভারত-সন্তানগণের কি নীচাশয়তা! হৃদয়ের কি দুর্ব্বলতা! বোধ হয়, শ্রমবিমুখতাই, এরূপ পরশ্রী-কাতরতার মূল!

পণ্ডিতগণ বলেন;—

উৎসাহ সম্পন্নম দীর্ঘ সূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বক্তম্,
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় সৌহৃদঞ্চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাস হেতোঃ।

যে ব্যক্তি উদ্যোগ বিশিষ্ট, অচির-ক্রিয়, কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞ, ব্যসন রহিত, বীর, কৃতজ্ঞ ও অনেকের মিত্র, এমন লোকের নিকট বাস করণার্থ, লক্ষ্মী আপনা হইতেই গমন করেন।

বাস্তবিক পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল পুরুষগণ ভাগ্যদেবীর কোমলাঙ্কে চিরবিরাজ করেন; তদ্দর্শনে, অলস ও অবোধ লোকের কাতরতার সার্থকতা কি? যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমন শাস্তি। একের সৌভাগ্য-দর্শনে অন্যের চক্ষুঃপীড়ার প্রয়োজনীয়তা কি? সময়োচিত শ্রম করিলে ত সকলেই সৌভাগ্যবান্ হইতে পারে? হায়! যাহারা ঈশ্বরভক্তি, সহিষ্ণুতা, উদ্যম ও অধ্যবসায় ব্যতীত, সুখ-সম্পদ অভিলাষ করে,

তাহারা এই সকল গ্রাম্য দেবতার ন্যায়, নিন্দা ও উপহাসের ক্রীড়ণক মাত্র।"

নারায়ণ, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, দুটি ব্রাহ্মণ, রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় সঙ্গতিপন্ন লোক; তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ; অপরটি যুবক। রায় মহাশয়, উহাদিগকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আপনারা কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমরা বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি।"

রায় মহাশয়। আপনাদের নিবাস?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বিনোদপুর। আচ্ছা, কালী মুখুয্যের ছেলে রমেশ কেমন?

রায় মহাশয়। কেমন আর কি? ভাল; পাসকরা ছেলে কি কখনও মন্দ হয়? আজকাল ছেলের নামের পিছনে লেজ থাকিলে, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় না।

ব্রা। সংসারের অবস্থা কেমন?

রায়। ভাল।

ব্রা। জোত জমা কিছু আছে?

রায়। না।

ব্রা। ধার কিছু আছে?

রায়। আছে কিছু, সামান্য।

ব্রা। কি পরিমাণ?

রায়। হাজার চার।

ব্রা। তবে আর অবস্থা ভাল কি?

রায়। সে কথা আপনি বিবেচনা করুন।

ব্রা। ছেলেটির স্বভাব কেমন?

রায়। মন্দ নয়; বেশ বিনীত, মিষ্টভাষী, তবে আজকাল জেণ্টোল ম্যানের রীতি, তাই কিছু মদ্য-পান করার অভ্যাস আছে?

ব্রা। তবে আর স্বভাব ভাল কি?

রায়। সে কথা আপনি বিবেচনা করুন।

ব্রা। ছেলের ত কোন ব্যারাম নাই?

রায়। ছেলেটি সুস্থ; কোন ব্যারাম আছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে শুনেছি, কোনও গুপ্ত রোগের নাকি ঔষধ-সেবন করিতেছে; তাহা, বোধ হয়, শীঘ্রই দূর হইবে।

ব্রা। তবে ত এস্থানে আমাদের সম্বন্ধ করা হয় না।

রায়। সেটি আপনাদের ইচ্ছা; আপনারা বিদেশী লোক, আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, তাই প্রকৃত কথা বল্‌ছি।

ব্রাহ্মণদ্বয় নিতান্ত হতাশ হইলেন; তাঁহাদের সকল শ্রম নিষ্ফল হইল; মুখুয্যে মহাশয়ের বাটী গমন নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

গ্রাম্য দেবতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; তাহারা সাতিশয় আহ্লাদ সহকারে পরস্পর বলিতে লাগিল, "বেশ হয়েছে: ভদ্রলোক দুটি চ'লে গেছে; আর ভয় নাই, এ সম্বন্ধ আর হবে না; এটি বড় ভাল সম্বন্ধ ছিল, মেয়েটি যেমন রূপবতী

তেমন গুণবতী, তাহার পিতার সঙ্গতিও তেমন। রমেশকে, কোন ক্রমেই ভাল মেয়ে বিয়ে কর্‌তে দিব না।"

নারায়ণ দেখিলেন, এই সকল দুর্বৃত্তের চক্রে পড়িয়া, অনেক লোক বিড়ম্বিত হন; অনেক লোক সৎপাত্র অবহেলা করিয়া, অসৎপাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন, অবশেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকেন! অনন্তর নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, "হায় রে! এই গ্রাম্য-দেবগণ এক একটি অদ্ভুত পদার্থ! ইহাদের অসাধ্য কোন কাজ নাই! প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর বৈধ সম্মিলন বিধাতার অভিপ্রেত; কিন্তু হায়! ইহারা তাহার অন্তরায়! কি ভয়ঙ্কর কথা! বিধাতার কার্য্যেও হস্তক্ষেপ! তাহাতেও আবার সফলতা! ধন্য গ্রাম্য দেবগণ, ধন্য তোমাদের ক্ষমতা! তোমাদের শঠতার সুদর্শন চক্র এবং প্রতারণার নিদারুণ নাগ-পাশের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম, বিধাতা এরূপ অল্প লোকই সৃষ্টি করিয়াছেন!"

এদিকে হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামে, রামচরণ গোপ পাঁচশত টাকা ডিক্রি করিল। হরনাথ, এই টাকা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, পৈত্রিক ভূমি-সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা উক্ত ঋণ শোধ করিল। নিরীহ ব্রাহ্মণ, গ্রাম্য দেবতার কোপে পড়িয়া, এইরূপ অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

নারায়ণ, ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য দেবগণের শুভানুষ্ঠানে বাধা, ব্যভিচার, সাধুদ্বেষ প্রভৃতি কার্য্য-কলাপ দর্শন করিলেন; কিরূপে তাহাদের কু পরামর্শে কামাল, জামাল ও সদুসর্দ্দার

অন্যের গৃহে অগ্নি প্রয়োগ করে, কিরূপে তাহারা ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল তাস ও পাশা খেলায় সময় কর্ত্তন করে. কিরূপে তাহারা দু একটি রৌপ্যখণ্ডের প্রলোভনে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য, আদালতে উপস্থিত হয়, তৎ সমস্তই তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইল! এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, তিনি যেন স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার নয়ন যুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে উদ্বেলিত দুঃখাবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় রে! এই কি সে দেশ! না, এ এক অভিনব দেশ! এই কি সে আর্য্য-ঋষিগণের প্রিয় ভূমি! এই কি আমার প্রিয়তম ক্রীড়াস্থল! তবে সে সমাজ-গঠন কোথায় গেল? সে ধর্ম্ম-প্রাণ, নিঃস্বার্থ সমাজ-পতিগণ কোথায় গেলেন? সে সহানুভূতি, সে পরার্থপরতা, সে পর দুঃখ-কাতরতা, সে সত্য-সরলতা ও ভক্তি-প্রীতি কোথায় গেল? আর কি ধর্ম্মপ্রাণা ভারত-মাতার হাস্য-মুখ দর্শন করিতে পাইব না? অবশ্যই পাইব। আর কাঁদিও না মা! তোমাতে আবার ঋষি-মাহাত্ম্য-পুনরভ্যুদয়ের উপায় চিন্তা করিতেছি; একবার দেখি, সময়ের স্রোত পরিবর্ত্তিত হয় কি না? একবার দেখি, তোমার সন্তানগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয় কি না? আর কাঁদিও না মা! আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-বেশে, গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেছি এবং আমার প্রিয়পুত্র, মহামতি ইংরেজকে, এদেশে আনয়ন করিয়াছি।

নারায়ণ, কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর, সম্প্রতি আর গ্রাম্য দেবগণের চরিত্র-পরিদর্শন করিবেন না, স্থির করিয়া, ম্লান মুখে ও অধোবদনে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। নারদ ও গণেশ, এই সময় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। এ দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন সম্বন্ধে নানারূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ, কিছু জলযোগ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিলেন এবং চিত্তের অবসাদ দূর করিবার জন্য, অনতিকাল মধ্যেই নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। নারায়ণ বলিলেন, বৎস! তোমরা হরিনাম প্রচারের জন্য বহির্গত হও, আমিও পুনরায় পল্লী-চিত্র দর্শনাভিপ্রায়ে বহির্গত হইতেছি। দর্শন শেষ না হইলে, আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না। তোমাদের হরিনাম প্রচারের যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়। নামই ব্রহ্ম; নামই পাপী-তাপীর মুক্তির হেতু; নামই জীবের গতি, এই কথা সকলকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও। হরি, হিন্দু; হরি, মুসলমান; হরি, খ্রীষ্টান। আপন আপন ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলে, সকলেই হরির কৃপা-লাভের পাত্র। পরকীয় ধর্ম্মের নিন্দা অবৈধ এ কথা সকলকে বল। "যে আজ্ঞে," এই বলিয়া নারদ ও গণেশ, নারায়ণকে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন; নারায়ণও, কিয়ৎকাল পর, সেই পল্লী-মধ্যে পুনরায় অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হইলেন।

নারদ ও গণেশের গান।

“আমায় এই কর হে হরি,
তোমার নাম নিয়ে যাই গড়াগড়ি !
পদে রাখ কিম্বা, ঠেলে ফেল হে,
চরণ, প্রেম-ফুলে পূজা করি।
যেন বিরলে বসিয়ে, তব নাম নিয়ে,
দিবা নিশি স্থধু কাঁদি।
যেন কাঁদিতে কাঁদিতে, হেরি হৃদয়েতে,
তব রূপে আঁখি মুদি।
ম’রে যাই ক্ষতি নাই, যেন ভুলি না তোমায়,
হয় কর্ম্মফলে জন্ম যদি।
ঐ নাম ফুটে বা না ফুটে রসনায়,
যেন নাহি যাই পাশরি।
আমি রোগে কিম্বা শোকে, স্বর্গে কি নরকে,
যখন যে ভাবে থাকি,
যেন স্থধু ভক্তি ডোরে, তব পদ পরে,
বাঁধা থাকে মন পাখী।
স্বভাবের তাড়নায়, যদি উড়ে যেতে চায়,
হয় যেন টান প’ড়ে পাদ-পদ্ম-মুখী।
পাখী আমার আমার বলে, ছেড়ে হে,
যেন বলে হরি হরি।”

অষ্টম দৃশ্য।

১। চতুষ্পাঠী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
২। উপাসনা-পদ্ধতি।
৩। গো-জাতি।
৪। উত্তমর্ণ ও কৃষক।
৫। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী।
৬। কুলীন-ব্রাহ্মণ ও অভাগিনী কুলীন-কুমারী।
৭। কন্যা-বিক্রয় ও কন্যাদায়।
৮। আধুনিক সন্তান-সন্ততি।
৯। সাধারণ অন্ন-চিন্তা ও দুর্ভিক্ষ।
১০। গ্রাম্য-চিকিৎসক।
১১। গ্রাম্য-পুরোহিত।
১২। বধূগণের প্রতি দৃষ্টিহীনতা।
১৩। দেব-সেবা।
১৪। অন্নদান ও অতিথি-সেবা।
১৫। একটি প্রচলিত গুরুতর পাপ।
১৬। গুরু-দ্বেষ ও গুরুগণের অধঃপতন।
১৭। বউ-পোড়া।
১৮। মোকদ্দমা-প্রিয়তা।

১। চতুষ্পাঠী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

নারায়ণ, পণ্ডিত-সমাজ ও চতুষ্পাঠী সমূহের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন ; তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল ; অনন্তর কিছু সুস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—হায় ! সে চতুষ্পাঠীও নাই, সেরূপ পণ্ডিতও নাই ; যে স্থানে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ও জ্যোতিষের পূর্ণ শিক্ষা হইত, কালক্রমে, পল্লবগ্রাহিতা সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে পণ্ডিতগণ কোন শাস্ত্রের পাঁচ পৃষ্ঠা, কোন শাস্ত্রের সাত পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিয়া, তীর্থ, চুঞ্চু প্রভৃতি নব নব উপাধিতে ভূষিত হইতেছেন ! পূর্ব্ব-কালে এক একজন লোক এক একটি শাস্ত্র-অধ্যয়ন-কল্পে অধিকাংশ জীবন যাপন করিতেন, এক্ষণে পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই, সেই সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হন। হায় ! জ্ঞান-পিপাসা আর নাই, এক্ষণে জ্ঞানলাভ অর্থকরী ও ব্যবসাদারী হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধিমান্ বালক রাজ-ভাষা শিক্ষা করে, আর অপেক্ষাকৃত অবোধ বালকগণই, সাধারণতঃ এই দিকে প্রেরিত হয়। সমাজের রীত্যনুসারেই মনুষ্য গঠিত হয়। শাস্ত্র সমূহের এতাদৃশী অবমাননা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ দোষী নহেন, সমস্ত দোষই সমাজের ; এক্ষণে সমাজ অন্ধ ; পণ্ডিত-সমাজের প্রতি অনেকেই দৃষ্টিহীন।

পূর্ব্বকালে রাজগণ পণ্ডিতগণের পোষক ছিলেন ; তাঁহারা

নিশ্চিন্তমনে সমাজের উন্নতি-সাধনে ও শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন ; এক্ষণে রাজা বিদেশী, এদিকে তাঁহার সম্যক্ দৃষ্টি সম্ভবপর নয় ; অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, কাজেই পণ্ডিতগণ "বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য" রূপে পরিণত হন !

হায় ! এখন পণ্ডিতগণ প্রায়ই স্ব স্ব গৃহে ছাত্ররক্ষণে সমর্থ নহেন। অভাবের অনলে, তাঁহাদের হৃদয়ের বল. ভরসা, তেজ ও বীর্য্য সকলই ভস্মীভূত হইয়াছে, তাঁহারা আশা-ভরসা-বিহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইয়াছেন ! তাই এক দরিদ্র পণ্ডিত বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতেছেন ঃ—

আমার দুঃখের কথা,
শুনিলে পাইবে ব্যথা,
দিবানিশি মন-দুঃখে, আঁখি-নীরে ভাসি,
চলে গেছে চিরতরে, অন্তরের হাসি !

দীন ভাব মনে রয়,
অভাব জনম লয়,
উদ্যম উৎসাহ যত্ন, বিষাদে পালায়,
মৃত-কল্প মনুষ্যত্ব, মরে হতাশায় !

হায় রে ! পণ্ডিত-সমাজের এই শোচনীয় পরিণাম আর দর্শন করিতে পারি না ; আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ! সমস্ত

শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছে! মা! ভারতভূমি! আর কতকাল তোমার সেই প্রিয়পুত্রগণের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া, মনের আগুনে জ্বলিয়া মরিব? আর কতকাল সমাজ অন্ধ থাকিবে? হায়! আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা কি, তবে আর বিদূরিত হইবে না!

কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর, নারায়ণ পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন,—হায়! পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলেন, বিবিধ জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দ্বারা সমাজের সজীবতা রক্ষা করিলেন, অবশেষে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গৃহে গৃহে প্রার্থী হইলেন! যাঁহারা সমাজের রক্ষক, তাঁহারা হ'লেন ভিক্ষুক! কিন্তু হায়! যদি ভিক্ষাব্রতাবলম্বনেও,তাঁহাদের উদর পূর্ণ হইত, তবে তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হইতেন! "দারিদ্র্য দোষো গুণরাশি-নাশী",—পণ্ডিতগণ দরিদ্র, এই হেতু তাঁহারাও গ্রাম্য দেবতার দলভুক্ত হইয়া, মাতৃভূমির বক্ষঃস্থলে শেল বিদ্ধ করিতেছেন এবং স্বার্থ-পরতা, নীচাশয়তা ও স্ত্রৈণতা প্রভৃতি ঘৃণিত ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া, একটি অদ্ভুত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন। হায়! এই পণ্ডিত সমাজ উন্নত না হইলে, ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠন অসম্ভব এবং কল্যাণের আশাও দুরাশা মাত্র। হায়! মা! যে দেশের লোক পণ্ডিতগণের সম্মান করিতে কুণ্ঠিত এবং যে দেশের পণ্ডিতগণ ভিক্ষুক,—সে দেশের উন্নতি যে কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমারও বুদ্ধির অগম্য!

২। উপাসনা-পদ্ধতি।

নারায়ণ দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা পাঠের জন্য এক পুষ্করিণীর ধারে উপবিষ্ট আছেন; তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক "ঝাঁক" শৌল মৎস্যের "পোনা" তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল; অমনি তিনি তাঁহার পুত্রকে ডাকিলেন, "খোকা, শীঘ্র একখানি কাপড় নিয়ে আয়"। খোকা আসিল; পিতা পুত্রে "পোনা" গুলি ধরিল; খোকা "পোনাগুলি" লইয়া বাড়ী গেল; ব্রাহ্মণ পুনরায় সন্ধ্যাপাঠ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নারায়ণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, একজন ব্যবসায়ী, "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ," বলিতে বলিতে হরিনামের মালা জপ করিতেছে। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করিতে আসিল। ক্রেতা জিজ্ঞাসা করিল, "পাল মহাশয়, এই কাপড় জোড়া কত হইবে"? পাল মহাশয় উত্তর করিল, "দুই টাকা সাড়ে সাত আনা"। "কুণ্ডু মহাশয়দের দোকানে নয় সিকায়ই পাওয়া যায়", এই বলিয়া ক্রেতা চলিয়া যাইতে লাগিল। পাল মহাশয় বলিল, "লও, তোমরা চির-কেলে খরিদ্দার, নয় সিকায়ই দিলাম"। নারায়ণ বুঝিতে পারিলেন, তবু কপট উপাসক, ক্রেতা হইতে চারিটি পয়সা অতিরিক্ত লইল।

নারায়ণ ক্ষুণ্নমনে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, এক উপাসনা-মন্দিরে, কতিপয় মানব বিশেষ

আড়ম্বরের সহিত উপাসনা করিতেছেন। তিনি তাঁহাদের বাহ্যভাব দর্শনে প্রথমতঃ সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; পরক্ষণেই বুঝিলেন, অধিকাংশ উপাসক কেবল রীতি রক্ষার জন্যই, এস্থানে সমবেত হইয়াছেন, প্রকৃত উপাসনার জন্য নহে।

নারায়ণ মনে ভাবিলেন, উহারা কিরূপ উপাসক! এদেশের লোক, কেবল রীতি রক্ষার জন্যই অধিকতর ব্যাকুল; জানি,—অনেক দিন হইল "পাখী উড়িয়া গিয়াছে,—কেবল শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে; পাখী নাই,—কেবল পিঞ্জর সাজাইলে কি হইবে? হায়! যে দেশের লোকের আমার জন্য ব্যাকুলতা নাই, অথবা আমাতে তন্ময়তা নাই, সে দেশের লোক আবার কিরূপ উপাসক? কেবল কপটতার আধার মাত্র।

মানব, আমার উদ্দেশ্যে সচন্দন বিল্বদল কি ফুলদল নিক্ষেপ কর, অথবা মালাই জপ কর, কিম্বা মন্দিরে যাইয়া উপাসনা কর, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, কিন্তু, নিশ্চয় জানিও, "মনই" মূল, তন্ময়তা ভিন্ন, আমাকে কোন প্রকারেই কেহ লাভ করিতে পারে না। আমি আড়ম্বর চাহি না—জাঁকজমক চাহি না,—কেবল মন চাহি; আমি সচন্দন বিল্বদল কি সচন্দন ফুলদল চাহি না, কেবল প্রাণ চাহি; আমি কেবল লোক দেখান কার্য্য চাহি না, অন্তর চাহি; আমি আবরণ চাহি না, কেবল অভ্যন্তরের খাঁটি জিনিষটুকু চাহি; আমি মৌখিক মন্ত্রোচ্চারণ চাহি না, অন্তরের কথা চাহি। রে ভ্রান্ত মানব! আমি সরলতা বড়

ভালবাসি; সরলপ্রাণের কাতর কথায়, আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; তোমরা ব্যাকুল না হইলে, তোমাদের বাক্য আমার কর্ণে প্রবেশ করে না। মানব, আমাকে চাহিলে, আমাতে তন্ময় হও,—লোক-দেখান উপাসনা পরিত্যাগ কর।

৩। গো-জাতি।

নারায়ণ দেখিলেন, গাভী আর এখন মাতৃবৎ পূজনীয়া নহেন; মাতৃরূপিণী গাভীকে এক্ষণে নিদাঘের প্রখরতাপে ভূমিকর্ষণ করিতে হয়! উপযুক্ত আহারও তাহার ভাগ্যে ঘটে না! কাজেই মা, অমৃতময় দুগ্ধপ্রদানে বিমুখ। দিন দিন গো-চারণ-ভূমি পর্য্যন্ত, শস্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, তথাপি দুর্ভিক্ষের প্রকোপের হ্রাস হইতেছে না। গো-জাতির অধঃপতনে ভারত সন্তানগণ দিন দিন হীন-বল ও অল্লায়ু হইতেছে; ভূমি উপযুক্ত পরিমাণে কর্ষিত না হওয়ায়, শস্য-ক্ষেত্র আশানুরূপ শস্যপ্রদানে অক্ষম; শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ সর্ব্বত্র বিরাজমান। এই সকল চিত্র দর্শন করিয়া, নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, হায়! গো-জাতির অবস্থা উন্নত হইলে, এদেশের দুর্ভিক্ষ বহুল পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে; রুগ্ন ভারতসন্তানগণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে এবং তাহাদের প্রতিভারও পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার। রুগ্ন লোকদ্বারা কখনও জগতের কোন হিত-সাধন হয় না। হায়! মা! তোমার সন্তানগণ

উপমাতার সম্মান করিতে কেন ভুলিয়া গেল, এ ভাব ত এদেশে কখনও ছিল না! যতদিন না তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধপান করিতে পারিবে, ততদিন আর তাহাদের দীর্ঘজীবন ও উর্ব্বর মস্তিষ্কলাভের আশা নাই মা!

নারায়ণ, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি অধিকতর ভীষণ দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, এখানেই উপমাতার ক্লেশের অবসান হয় নাই। তাঁহার বধের জন্য "কলের" আবিষ্কার হইয়াছে। মাতৃবধের জন্য বিপুল আয়োজন! আহা! আবিষ্কারক একজন বুদ্ধিমান্ লোক সন্দেহ নাই! তাহার কৃপায় দৈনিক সহস্র সহস্র মাতৃ-হত্যা হইতেছে! এই পৈশাচিক চিত্র দর্শন করিয়া, নারায়ণ পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, মা! তাইত বলিতেছি, এদেশ আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ! এদেশ আর সে ঋষিগণের লীলাস্থল নহে, এক অভিনব জাতির আবাস-ভূমি!

৪। উত্তমর্ণ ও কৃষক।

নারায়ণ দেখিলেন, উত্তমর্ণগণ রাবণের মাতুল কালনেমীর ন্যায় মায়াবী। ঋণ দেওয়ার সময় তাহারা যেন কল্পতরু, কিন্তু আদায়ের সময় নর-পিশাচ। তাহারা বরং শরীরের একখণ্ড মাংস কাটিয়া দিতে প্রস্তুত, তথাপি সুদের একটি পয়সাও ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। বিপন্ন কৃষক-কুল, তাহাদের বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া, পরমহিতৈষী বন্ধুজ্ঞানে, আশ্রয় লয়।

একবার ঋণজালে আবদ্ধ হইলে, আর জীবনে মুক্তিলাভের আশা থাকে না। উত্তমর্ণগণ, সমস্ত বৎসর, অকাতরে কৃষক-পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করে, অবশেষে নিতান্ত নির্ম্মমের স্থায়, তাহাদের নিকট হইতে, মাসিক শতকরা অন্যূন দশ টাকা সুদ সহ সমস্ত টাকা আদায় করে। উত্তমর্ণের ঋণশোধ আর ভূম্যধিকারীর রাজস্ব-প্রদান করিতেই, নিরীহ কৃষক-কুলের বহু শ্রমার্জ্জিত অর্থ একেবারে নিঃশেষিত হয়; তাহারা পুনরায় অর্থ-সঙ্কটে নিপতিত হয়; তখন পুনঃ ঋণগ্রহণ ভিন্ন অন্যোপায় থাকে না। এইরূপে অধিকাংশ কৃষকের সমস্ত জীবন কেবল "ঋণ-শোধ" আর "রাজস্ব-প্রদান" এই দুইটি কার্য্যেই অতিবাহিত হয়; তাহাদের অবস্থার উন্নতি-সাধন কিছুমাত্র হয় না। সম্প্রতি পাট-বিক্রয় দ্বারা অনেক কৃষক লাভবান্ ও ধনবান্ হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের অভাবের তুলনায়, জাতীয় উন্নতি বলিয়া গণ্য হওয়ার যোগ্য নহে। পাটের ব্যবসায় দ্বারা এককালীন কিছু টাকা হস্তগত হওয়ায়, অধিকাংশ কৃষকই, শিক্ষার অভাবে, বিলাস-পরায়ণ, অমিতব্যয়ী ও মোকদ্দমা-প্রিয় হইতেছে এবং এতদ্দ্বারা উকীল, মোক্তার ও উত্তমর্ণগণের উদর-পরিপূরণেরই বরং অধিকতর সুবিধা হইতেছে। এই সকল হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া, নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, হায়! এদেশের কি শোচনীয় পরিণাম! যাহাদের হস্তে সমস্ত জাতির জীবন নির্ভর করিতেছে, যাহাদের সামান্য ত্রুটিতে, দেশে হাহাকার রব

উত্থিত হয়, সেই পরমোপকারী কৃষক-কুল আজ অন্নহীন! অন্নপূর্ণাই আজ অন্নের কাঙ্গাল! যদি ভূম্যধিকারিগণ, স্ব স্ব প্রজাকুলের মধ্যে, লেখাপড়া ও সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তবে তাহারা যক্ষ-রূপী উত্তমর্ণের গ্রাস হইতে বিমুক্ত থাকিতে পারে, আর দেশও অধিকতর শান্তিময় হয়।

৫। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী।

নারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার পরমভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যে উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবসম্প্রদায় স্থাপন করেন, কাল-মাহাত্ম্যে তাহা একেবারেই সিদ্ধ হয় না। বৈষ্ণবগণ এক্ষণে আর সংসারত্যাগী ও সংযত উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত নহেন। তাঁহারা এক একজন পাকা গৃহস্থ। বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী আছে; অনেকস্থলে পুত্র পৌত্রও আছে; তাঁহাদের বাস-ভবন বেশ পরিপাটী; শারীরিক সৌষ্ঠব-সম্পাদনের প্রয়াসও নিতান্ত মন্দ নয়! এই সকল অস্বাভাবিক দৃশ্য দর্শন করিয়া, নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, "হায় রে! এই পবিত্র ধর্ম্মের আবরণ, কেবল কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ লোকের স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহের একটি উপায়মাত্র! উহাদের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, আত্ম-সংযম ও ক্রমিক আত্মোন্নতির প্রয়াস কিছুমাত্র নাই! গলদেশে তুলসীর মালা, দীর্ঘ চুল, রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান, আর মুখে "হরেকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য" শব্দ থাকিলেই যথেষ্ট হইল! শ্রীগৌরাঙ্গদেব

প্রেমের অবতার; কিন্তু, হায়! তাঁহার অধিকাংশ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর হৃদয়ে প্রেমের কণিকামাত্রও দৃষ্ট হয় না! নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে মহাপ্রভুর পবিত্র নামের আবরণে আচ্ছাদিত রাখার সার্থকতা কি? যত কুলাঙ্গার ও কুলটা এই সম্প্রদায়ে আশ্রয় লয়! রামচন্দ্র মণ্ডলের বিধবা কন্যা দুশ্চরিত্রা হইল; সে অনন্যোপায় হইয়া, তাহাকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত করিল। পরে সেই বৈষ্ণবী, সবলকায় এক বৈষ্ণব লাভ করিয়া, পরমসুখে বাস করিতে লাগিল। কেহ, এক্ষণে আর তাহাকে দুশ্চরিত্রা বলিতে পারিবে না। সে, "বৈষ্ণবী-ঠাকুরুণ" এই নব উপাধিতে ভূষিতা হইল! এই নবীন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী, একটি নিমন্ত্রণ দিল; তদবধি বৈষ্ণব-সমাজে তাহাদের বেশ মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইল। হায়! এই সম্প্রদায়, এক্ষণে পতিতপাবন হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন; আত্ম-শাসন নিষ্প্রয়োজন! "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" এই শব্দোচ্চারণ করিয়া, গৃহীর দ্বারে উপস্থিত হইলেই অন্ন মিলে! হায়! কাল-মাহাত্ম্যে সব হইতে পারে। মহাপ্রভুর পবিত্র উদ্দেশ্য যে, এইরূপ শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইবে, তাহা কখনও ত ভাবি নাই। হায়! বারবণিতাগণ পর্য্যন্তও, "বৈষ্ণবী" উপাধি ধারণ করিয়াছে! ইহাপেক্ষা ধর্ম্মের অধঃপতন, অধিক আর কি হইতে পারে! এই সকল পিশাচ ও পিশাচী কি ধর্ম্ম-সমাজের অন্তর্ভূত হওয়ার যোগ্য! হায়! উহারা মহাপ্রভুর পবিত্র নামের আবরণে লুক্কায়িত

থাকিয়া, সমাজে ভীষণ পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিতেছে! হায় রে! সাধু বৈষ্ণবগণ কি ইহা নিবারণ করিতে পারেন না? শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পবিত্র নামে যে কলঙ্ক আরোপিত হয়, ইহাতে কি তাঁহাদের দুঃখ ও অপমান বোধ হয় না? হায়! মা! ভারতভূমি! তুমি এরূপ অদ্ভুতভাবে গঠিত হইয়াছ যে, তোমার যে দিকে চাই, সে দিকেই অন্ধকার! সেই দিকেই এক একটি ভীষণ দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়! মা কোথা যাই, আর কোথা বা তাকাই? সব একাকার!"

৬। কুলীন-ব্রাহ্মণ ও অভাগিনী কুলীন-কুমারী।

নারায়ণ, কুলীন-ব্রাহ্মণ-সমাজের শোচনীয় অধঃপতন সন্দর্শন করিয়া, বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি কিছু সুস্থ হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কালের কি বিচিত্র গতি! বল্লাল, শিক্ষিত ও সৎলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য, সমাজে কৌলিন্যের ব্যবস্থা করেন।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনম্,
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল-লক্ষণম্।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান, এই নয়টি গুণ যাহার ছিল, তিনিই কুলীন

হইতেন। কুলীনের পুত্র যে কুলীন হইবে, এরূপ কোন বিধান ছিল না; কিন্তু হায়! "কুলীন" আখ্যা, এক্ষণে ব্যক্তি-গত না হইয়া, বংশ-গত হইয়া পড়িয়াছে। কুলীনগণ এক্ষণে প্রায়ই কু-লীন হইয়াছেন। আজকাল "কুলীন" হইতে হইলে নয়টি গুণের একটিও আবশ্যক হয় না। অন্য জাতীয় কুলীনা-পেক্ষা, কুলীন ব্রাহ্মণগণের অধঃপতনই অধিকতর শোচনীয়। বহুবিবাহ তাহাদের প্রধান কার্য্য, কেহ কেহ পঞ্চাশ, ষাট কি সত্তরটি পর্য্যন্ত বিবাহ করে! এক স্বামীর অভাব হইলেই বহুকণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়; বহু রমণী বিধবা হন! কি ভয়ানক দৃশ্য! হায়! বিবাহের মর্ম্ম উহারা কেহই বুঝিতে পারে না। "সুন্দরী বা দরী বা", সুন্দরী হউক, কি পর্ব্বতের গুহার ন্যায় কুরূপা হউক, একটিমাত্র বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত; কিন্তু হায়! এরূপ বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, আমারও বুদ্ধির অতীত। হায় রে! তাহারা অনেকেই, বিবাহকে একটি ব্যবসায় বলিয়া মনে করে! গৃহে খাদ্যের অভাব; কুলীন মহাশয় একটি বিবাহ করিয়া, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন; তাহাতেই সংসার কিছুদিন চলিল; আবার অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইল; পুনরায় আর একটি বিবাহ করিয়া, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন! সমাজের রীত্যনুসারে তাহারা পত্নীর ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী নহে! ধন্য সমাজ! ধন্য ইহার ধুরন্ধরগণ! এ অভিনব ব্যবস্থা, এই অভিনব দেশ ভিন্ন, আর কোথায় সম্ভবে? হায়! আজ বল্লাল জীবিত নাই; তিনি জীবিত থাকিলে,

তাঁহার সদুদ্দেশ্যের পরিণাম দর্শন করিয়া, মর্ম্মাহত হইতেন; তিনি বুঝিতেন, এ অভিনব দেশে, অমৃত হইতেও বিষের উদ্ভব হয়, অসম্ভবও সম্ভব হয়, কমনীয় কুসুম-কুলেও কীটের সৃষ্টি হয়!

হায়! এদেশে কালক্রমে দেবীবর নামে এক অপরিণাম-দর্শী ঘটক জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার অদ্ভুত ব্যবস্থায় কৌলিন্য-প্রথার অধঃপতনের পথ, আরও প্রশস্ত হইয়াছে। কুলীন সম্প্রদায়ের মেল-বন্ধন হওয়ায়, বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, বিংশ বর্ষীয়া যুবতীকে, অনেক সময়, দশম বর্ষীয় বালকের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়! হায়! এ রহস্য বুঝিতে পারি না! এ সব কি প্রকৃতই বিবাহ, না ক্রীড়া-মাত্র! এ সব কি প্রকৃতই কন্যাদান, না, কন্যা-বলি!

কুলীন জামাতা মূর্খ হইলেও, তাহার আদর ও সম্মানের সীমা নাই। সে, অপেক্ষাকৃত হীন বংশীয় সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত জামাতা হইতে সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হয় এবং পরমসুখে শ্বশুরালয়ে বিরাজ করে। শ্বশুর বড়মানুষ; তিনিই সমস্ত খরচের জন্য দায়ী। এই সকল কুলীন-কুলাঙ্গারের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া, পিতা আপনাকে ধন্য মনে করেন এবং সমাজে তাঁহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়; তিনি একজন উচ্চ বংশীয় লোকরূপে পরিণত হন!

অন্যদিকে কুলীন-পাত্রে সমর্পিতা-কন্যাগণের অবস্থা কি শোচনীয়! তাঁহাদের ভাগ্যে, স্বামীর শ্রীচরণ-দর্শন-লাভ

প্রায়ই ঘটে না ; তাঁহারা মরমে মরিয়া পিতৃগৃহে বাস করেন। হায়! তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক যাতনা দর্শনে পাষাণও বিগলিত হয়! বোধ হয়, নিতান্ত অভিশপ্ত কন্যাগণই, এবম্বিধ পাত্রে সমর্পিতা হন। জামাতা শ্বশুরালয়ে আসিলে, অর্থের প্রলোভনে, তাহাকে কিয়দ্দিবস রাখিতে হয়! ধনবতী স্ত্রীই, তাহার অধিকতর ভালবাসার পাত্রী, আর যে অর্থহীনা, তাঁহার ভাগ্যে স্বামী-দর্শন দুর্লভ! দাম্পত্য-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়! ধন্য সমাজ! ধন্য ইহার ধুরন্ধরগণ! তোমরা আবার এমন পাত্রে কন্যাদান করিয়া, কৃতার্থ হও ; তোমাদের বাহাদুরীর সীমা নাই! তোমরা "বাহবা" পাইবার যোগ্য!

হায়! আমি আর কত সহ্য করিব! এক্ষণে, যাতনা অসহনীয় হইয়াছে! হায়! চিত্ত-প্রীতিকর অতি অল্প পদার্থই দেখিতে পাই! এক একটি দৃশ্যে, আমার হৃদয়ে যেন এক একটি শেল বিদ্ধ হইতেছে! সমাজ! কুলীন-কন্যাগণের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। কুলীন-কামিনী, যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছেন! কোথায় পতি! কোথায় দেবর! কোথায় শ্বশুর! কোথায় শাশুড়ী! বিধাতা তাঁহার জন্য কিছুই সৃষ্টি করেন নাই! যদিও, পিতা বা ভ্রাতার বহু অর্থ-ক্ষয়ে, স্বামী-লাভ ঘটিল, তথাপি তাঁহার আবার দর্শনের অভাব! অভিমানিনী ভ্রাতৃগৃহে বাস করিতেছেন ; চিরকাল পরমুখাপেক্ষিণী ; যে পর্য্যন্ত পুত্র-রত্ন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত

আর তাঁহার অন্তরের হাসি পরিদৃষ্ট হয় না। "পতি রমণীর গতি," সেই পতিই যখন বিমুখ, তখন তাঁহার মনের যাতনা বুঝিবার লোক সংসারে আর নাই। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি-কুলীনকুমারী, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হইতেছেন, যেন, তাঁহারা সমাজের কেহই নহেন, যেন অসহায় তৃণ-দলের ন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছেন! হায়! এ দৃশ্য, এ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য, আর দর্শন করিতে পারি না! আমার মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমি হতজ্ঞান হইয়াছি! সমাজপতি! একবার এদিকে দৃষ্টিপাত কর; আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা বিদূরিত কর। কুলীন-কুমারীদের হাস্যমুখ দর্শনে, আমার হৃদয়ও হাস্যময় হউক।

এইরূপ কিয়ৎকাল চিন্তার পর, নারায়ণ ইহাতে পুনঃ মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ একটি অভাবনীয় ও অভিনব অস্ফুট চিত্র তাঁহার দৃষ্টি-পথে নিপতিত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আহা! এ কি! কুলীন-কুমারীর নয়ন-কোণে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিতেছি! আত্মা হাস্যময় না হইলে ত চোঁখের হাসি পরিস্ফুট হয় না। তবে বুঝি, কুলীন ব্রাহ্মণ-গণ, কুমারীগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন; তবে বুঝি, বহু বিবাহ পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; বিবাহের দায়ীত্ব-জ্ঞানও জন্মিয়াছে; ক্রমে ক্রমে দাম্পত্য-প্রেমের মধুর রসাস্বাদনে, আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন! কিন্তু, মা! এই সুখকর চিত্র দর্শনেও, আমার হৃদয় আনন্দে

উৎফুল্ল হইতেছে না, ইহাতেই বুঝিতেছি, অভাগিনী কুলীন-কুমারীর অশ্রুবর্ষণ, এখনও একেবারে বিদুরিত হয় নাই; তবে, পরিবর্ত্তন শুভ ও সুখদায়ক বটে। আহা! স্বামী-কাঙ্গালিনী কুলীন-কুমারী সুখী হউন এবং স্বামীর কোমলাঙ্কে পরম সুখে বিরাজ করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

হায়! আমার প্রিয় পুত্র 'বিদ্যাসাগর' আর "রাসবিহারী" আজ কোথায়! বহুবিবাহ-নিবারণকল্পে, তাঁহাদের জীবন-ব্যাপি-চেষ্টা, এতদিন পরে ফলপ্রসূ হইতেছে। আজ তাঁহারা জীবিত থাকিলে, কতই না আনন্দের বিষয় হইত।

৭। কন্যা-বিক্রয় ও কন্যাদায়।

এ দেশে কন্যাপণগ্রহণের প্রথা প্রচলিত দেখিয়া, নারায়ণ মর্ম্মাহত হইলেন। ক্রোধে ও দুঃখে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর কিছু সুস্থ হইয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় রে! এই ঘৃণিত প্রথা এ দেশে কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল! এই অদ্ভুত প্রথা ত কখনও কোন সুসভ্য সমাজে দর্শন করি নাই। কন্যা-বিক্রয়, আর আত্ম-বিক্রয়, একই কথা। কন্যা-বিক্রেতা ঘোর পাষণ্ড; ইহারা অর্থলোভে সব করিতে পারে;—যে অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়, সে অন্ধ, আতুর, নর-পিশাচ, কিম্বা সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধ হইলেও তাহারই নিকট কন্যা-বিক্রয় করে। "দুহিতৃরত্নং পরকীয়মেব," কন্যারত্ন পরের সম্পত্তি, সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতে

হয়, বিক্রয়ের ত কোন বিধান নাই। এই সকল নর-পিশাচকে কন্যা-বিক্রয়ের প্রথা কে শিক্ষা দিল? রামধন চক্রবর্ত্তী তাহার পাঁচটি কন্যা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছে! এক্ষণে সে একজন তালুকদার। হায়! এরূপ লোক, অর্থ-লোভে, বোধ হয়, স্ত্রীকেও বিক্রয় করিতে পারে! এই সকল পাষণ্ড, যে সমাজে পরম সুখে বাস করে, সেই সমাজের আর কল্যাণ কোথায়? যে সকল লোক অর্থ-লোভে, অবলা ও অসহায়া কন্যাগণকে, নরপিশাচগণের হস্তে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই সকল পাষণ্ডকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর, নারায়ণ এ বিষয়ে পুনঃ মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ একটি আশার আলোক, তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। কন্যা-বিক্রেতার আক্ষেপ-ধ্বনিও তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল,—কেহ কেহ বলিল, "আর আমাদের উপায় নাই;—এক্ষণে, আর মেয়ের মূল্য নাই, মাটীর দর।" অতঃপর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'মা! ভারত-ভূমি! এই পাষণ্ডগণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিয়া, আমি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। মা! তোমার দুহিতৃগণ, সর্ব্বত্র সৎপাত্রে বিনাপণে সমর্পিত হইলে, আমার কতই না আনন্দের বিষয় হয়।"

নারায়ণ আবার দেখিলেন, সম্ভ্রান্তমানবকুলে পুত্রবান্ পিতার মুখমণ্ডল হাস্যময় ও আনন্দে উৎফুল্ল এবং কন্যাবান্

পিতার মন অহর্নিশ চিন্তানলে দগ্ধীভূত। তিনি বলিতে লাগিলেন, হায়! এ আবার কি? কিয়ৎকাল পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, পুত্রবান্ পিতা, এক একটি পুত্রকে, তাহার অনাগত সৌভাগ্যের দ্বার-স্বরূপ মনে করিতেছেন, পক্ষান্তরে কন্যাদায়ের ভীষণ চিন্তায়, কন্যাবান্ পিতার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছে! এক একটি উন্নত পরিবার, কন্যাগণের বিবাহের ব্যয়বহনে, ঋণজালে জড়িত হইতেছে! পাঁচশত টাকার ন্যূন প্রায়ই বরের মূল্য হয় না,—স্থল বিশেষে,—শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন বরের মূল্য, দুহাজার, পাঁচ হাজার কি দশ হাজার টাকাও হয়। কন্যার বিবাহ, এক্ষণে, দায়-রূপে পরিণত হইয়াছে। এই সময় নারায়ণ দেখিলেন, এক বরের পিতা, কন্যার পিতার নিকট একটি তালিকা প্রদান করিতেছেন। তাহাতে নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলির নাম লিখিত ছিলঃ—

স্বর্ণ ২৫ ভরি	...	৬২৫৲	কাঁসার দ্রব্য	...	৫০৲
খাট ১ খানা	...	৭৫৲	শয্যার দ্রব্য	...	৫০৲
চেইন ১ ছড়া	...	৫০৲	পার্শী সাড়ী	...	২০৲
ঘড়ী ১টা	...	৫০৲	সেমিজ ও বডিস্	...	১০৲
টেবিল ১	...	১৫৲	পুস্তকাদি	...	১০৲
চেয়ার ১	...	৫৲	ষ্টীল ট্রাঙ্ক	...	১০৲
আলমারী	...	৩০৲			
			মোট		১০০০৲

এই লিষ্ট পাঠ করিয়া, কন্যার পিতার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সম্মুখে একজন দেশ-হিতৈষীলোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনের ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া, বরের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, একটি বিষম ভুল করিয়াছেন! কন্যার মাতাপিতার ছিন্ন-মুণ্ডের "মুড়ি-ঘণ্টে"র দাবী করেন নাই! আপনার পুত্রের" "বৌভাতের" নিমন্ত্রণে, ইহা অতি উপাদেয় সামগ্রী হইত! বরের পিতা নীরব রহিলেন। এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, "হায়রে! কন্যার পিতার অশ্রুবর্ষণ আর দর্শন করিতে পারি না। হায়! এক্ষণে দুহিতৃগণকে সঙ্গতিপন্ন সৎপাত্রে সমর্পণ করা, আর দরিদ্র পিতার সাধ্যায়ত্ত নহে! একদিকে যেমন কন্যা-বিক্রয়ের হ্রাস দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পক্ষান্তরে, বর-বিক্রয় দর্শন করিয়া, আমার মর্ম্মান্তিক যাতনার বৃদ্ধি হইল। মা! তোমার সন্তানগণ কি এই কুপ্রথা দেশ হইতে বিদূরিত করিতে পারে না? প্রকৃতিপুরুষের পরস্পর বৈধ সম্মিলন যত সহজ হয়, বিধাতা ততই পরিতুষ্ট হন; তাহাতে, যে, যে ভাবেই অন্তরায় হউক না কেন, ন্যায়-দণ্ডের কঠিন শাসন হইতে, তাহার অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। আমার নিকট পুত্র ও কন্যা উভয়েই সমান। এই বিশ্বরাজ্যে, আমার খেলার জন্য, আমিই বরকন্যার মিলন করিয়া থাকি। কন্যাপণগ্রহণে যেমন পাপ, বরপণগ্রহণে তেমনই পাপ।



পুণ্যবতী কুমারী স্নেহলতা দেবী।

এই বালিকা, বর-পণ সংগ্রহে অসমর্থ পিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য, সম্প্রতি জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

পাত্র বি, এ; পণ দুই হাজার; বিবাহের তারিখ, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩২০, স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

স্নেহলতার উপদেশ,—

ভ্রাতৃগণ, বর-পণ বিদূরিত করিতে বদ্ধ-পরিকর হও; তাহা না হইলে, আমি যে আগুনে জ্বলিয়া মরিলাম, সেই আগুন গৃহে গৃহে জ্বলিবে!

সাম্য প্রেস, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বরের পিতা "অর্থখোর," আর, কন্যার পিতা "গরুচোর" হইবেন, এটি আমার ব্যবস্থা নহে; মা! এটি তোমার অভিনব সন্তানগণের অভিনব ব্যবস্থা!

ভারতসন্তান! শিক্ষিত পুত্রের গৌরব করিও না; ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইও না,—একবার দেশের দুর্দ্দশার দিকে দৃষ্টিপাত কর; একেবারে ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য হইও না; শাস্ত্রের উপদেশ মান্য করিয়া চলিও। নিশ্চয় জানিও, যে পিতা, পুত্রের বিবাহকালে, কন্যার পিতার নিকট হইতে পীড়নপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিবেন,তিনি সাতজন্ম পুত্রলাভে বঞ্চিত থাকিবেন, এবং কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া, তাঁহাকেও এইরূপ বিপন্ন হইতে হইবে,—আর পুত্র-পণরূপে গৃহীত অর্থ, এক সময়ে তাহাকে অবশ্যই শোধ করিতে হইবে।

এইরূপে প্রাপ্ত অর্থ, সম্প্রদান লব্ধ নহে, উৎপীড়ন দ্বারা গৃহীত; কন্যার পিতা, স্বেচ্ছা ও সুবিধামত যাহা দিবেন, তাহাই সম্প্রদানের সামগ্রী,—অন্যথা, ঋণদান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৮। আধুনিক সন্তান-সন্ততি।

নারায়ণ দেখিলেন, পুত্রগণ পূর্ব্বের ন্যায় আর পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান্ নহে। তাহারা স্বেচ্ছাচারী এবং প্রায়ই দেব-দ্বিজে ভক্তিশূন্য, অশিষ্ট ও অন্যায় পথাবলম্বী। তাহাদের প্রকৃতিতে সেরূপ নমনীয়তা ও কমনীয়তা আর দৃষ্ট হয় না।

তাহারা বিলাস ও আত্ম-সুখ-পরায়ণ এবং উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত। অতঃপর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! ধৃতি-আদি দশবিধ ধর্ম্মের অভাবই, ইহার মুল কারণ। আজকাল অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষিত যুবকও ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য বলিয়া বিবেচিত হয়। হায়! যাহারা সমাজের ভবিষ্যৎ আশাস্থল ও দেশের গৌরব, সেই শিক্ষিত সন্তানগণও যদি উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি হয়, তবে আর দেশের উন্নতি কিরূপে হইবে! তাহারা লেখাপড়া শিক্ষা করে সত্য, কিন্তু প্রায়ই, "আক্ষরিক বিদ্যা" Knowledge of letters ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। পুত্রাপেক্ষা কন্যাই বরং অধিকতর ভক্তিমতী পরিদৃষ্টা হন।

মহাপণ্ডিত চাণক্য এদেশের অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্র-বদাচরেৎ।"

পুত্রকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত লালন পালন করিবে, দশ-বৎসর পর্য্যন্ত তাড়না করিবে এবং ষোড়শবর্ষ হইলে, পুত্রের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে। আজকাল বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রগণ, প্রায়ই পিতামাতাকে আর ভক্তির চক্ষে দেখে না; অনেক শিক্ষিত পুত্র পিতাকে old fool আর মাতাকে গুদাম ভাড়া পাইবার যোগ্যা বলিয়া মনে করে।

ঋষিগণ বলেন,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতা।"

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যার বিষয় এবং পিতা সন্তুষ্ট হইলে, সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠা।

হায়! আধুনিক পুত্রগণ পিতামাতাকে সেই উচ্চাসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত। "মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্", পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ,—এভাবটি আর আধুনিক সন্তানগণের মনে স্থান পায় না। মা! সেই পিতৃ-মাতৃভক্ত পুত্রগণ এখন কোথায় গেল? আর কি তাহাদের আবির্ভাব হইবে না!

৯। সাধারণ অন্নচিন্তা ও দুর্ভিক্ষ।

নারায়ণ দেখিলেন,এ দেশে দুর্ভিক্ষ বার মাসই বিরাজমান। লবণ ভিন্ন, আর কোন দ্রব্যই সুলভ নহে। চাউলের মণ পাঁচ টাকার ন্যূন নহে। দুগ্ধ প্রতি সের তিন আনা কিম্বা চারি আনা; মৎস্য দুর্লভ; শাক শব্জিও দুষ্প্রাপ্য। এই সকল হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আর গরীব গৃহস্থ, এক্ষণে, স্বর্ণ-প্রসূ-

ভারত-ভূমিতে বাস করিতে সমর্থ নহে। চারিদিকেই হাহাকার! অন্নপূর্ণাই আজ অন্নের কাঙ্গাল! ভারতবাসীর দৈন্য ও দুর্দ্দশা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে স্বতঃই এই ভাবটি মনে উদিত হয় যে, যাহারা দুবেলা আহার করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই, কালে এ হতভাগ্য দেশে বড় মানুষ বলিয়া, গণ্য হইবে! আমার প্রিয়তম পুত্র ইংরেজ, এদেশে শান্তি-স্থাপন, শিক্ষা ও সুগমতার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছে, যদি দরিদ্র ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থানের জন্য, অন্যবিধ কোন উপায় উদ্ভাবন করে, তবে, আমার কতই না আনন্দের বিষয় হয়! অন্নাভাব দূরীকৃত হইলে, ভারত সন্তানও পূর্ব্ব গৌরব লাভে সমর্থ হইতে পারে।"

১০। গ্রাম্য পুরোহিত।

নারায়ণ, গ্রাম্য পুরোহিতগণের অধঃপতন ও স্বার্থ-পরতা দর্শন করিয়া, বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন "হায়! দেশের এ দুর্দ্দিনে প্রাচীন আর্য্য ঋষির মহত্ত্ব, এই ব্যক্তি-নিচয়েও পরিদৃষ্ট হয় না। "সর্ব্ব কর্ম্মে করে হিত, তাঁহার নাম পুরোহিত", এক্ষণে পুরোহিতগণ, তাঁহাদের এই গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। পুরোহিতের আর তেমন আদর নাই; সমাজে ধর্ম্মহীনতাই ইহার মূল কারণ। পিতার অধম পুত্রই এই ব্যবসায় গ্রহণ

করে ; বুদ্ধিমান্ বালক অন্যদিকে প্রেরিত হয়। পৌরহিত্যের দক্ষিণা অতিসামান্য,—এই হেতু, প্রায়ই ক্রিয়া-জ্ঞানহীন পুরোহিতের আবির্ভাব হইতেছে। হায়! ইহা সমাজের পক্ষে, গৌরবের বিষয় নহে। লোকে, বিলাসিতার তুষ্টি সাধনের জন্য, অকাতরে অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু তাহারা পুরোহিতগণকে ব্রতাদির উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করিতে, কাতরতা প্রকাশ করে। যদি দেশ-হিতৈষি-ব্যক্তিগণ, গ্রাম্য-পুরোহিতগণের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন, তবে সমাজের সজীবতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে-পারে। পুরোহিতগণের অভাব পূর্ণ হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত গ্রামে গ্রামে অবশ্যই বিরাজ করিবেন।”

১১। গ্রাম্য চিকিৎসক।

নারায়ণ গ্রাম্য পুরোহিতগণের অধঃপতন দর্শনে যেরূপ দুঃখিত হইলেন, গ্রাম্য চিকিৎসকগণের দুর্দ্দশা দর্শনেও, তেমনই হতাশ হইলেন। অতঃপর, এই চিন্তাটি তাঁহার মনে উদিত হইল, “হায়! চিকিৎসা-শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন না করিয়াই,—অনেকে এই ব্যবসায় গ্রহণ করেন ; ইহা কোন ক্রমেই মঙ্গল-জনক নহে,—বরং নিতান্ত অনিষ্টকর ; পক্ষান্তরে, শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রতিও অনেকেই দৃষ্টিহীন! যাঁহাদের অভাবে, গৃহস্থকে প্রতি মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইতে হয়, সেই পরমোপকারি-চিকিৎসকগণ উপযুক্ত প্রাপ্য লাভে বঞ্চিত হন! উঁহারা অতি

সামান্য অর্থ গ্রহণে রুগ্ন লোক সমুহের আরোগ্য বিধান করেন। স্থল বিশেষে, তাঁহাদের চিকিৎসা-নৈপুণ্যও মন্দনয়। যাহারা সক্ষম এবং সহরে যাইয়া চিকিৎসার্থ অকাতরে অর্থ ব্যয় করে, তাহারাও গ্রামে অবস্থানকালে, গ্রাম্য চিকিৎসক-গণের প্রাপ্তি বিষয়ে, কৃপণতা প্রকাশ করে। ইহাপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাঁহাদের দ্বারা পল্লীবাসী কত গরীব গৃহস্থ যে উপকৃত হয়, তাহা বলা যায়না। ভারত সন্তান! এই হিতৈষি-ব্যক্তিগণের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিলে, তাঁহারা পল্লীর স্বাস্থ্য-বিধানে, অধিকতর মনোযোগী হইবেন এবং গ্রামে গ্রামে যোগ্য চিকিৎসকের আবির্ভাব হইবে।"

১২। বধূগণের প্রতি দৃষ্টিহীনতা।

নারায়ণ দেখিলেন, অনেক পরিবারে ধর্ম্মশীল বধূগণের প্রতি গৃহস্বামিনী দৃষ্টিহীনা। তাঁহাদের লাঞ্ছনা ও মর্ম্মপীড়ায়, তিনি অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিলেন। অনন্তর, তিনি এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক গদাধর সরকারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া, সরকার গিন্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"মা! আমি বহুদূর হইতে একটি কথা ব'ল্‌তে এসেছি; তুমি ত খুব ভাল মেয়ে, তোমার সংসারও খুব ভাল; তবে মা! বউদের প্রতি তোমার দৃষ্টি নাই কেন? বেলা দুটা বেজে গেল, এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চারিটি খেতে

দেওনি! পরের ঝি ব'লে কি এত কষ্ট দিতে হয়? তোমার নিজের ছেলে মেয়েরা দুবার তিনবার খেয়েছে, কিন্তু বউদের পেটে একবারও চারিটি কিছু পড়েনি! তোমার নূতন বউটির বয়স ত সবে তের বৎসর; অন্য দুটির বয়সও কুড়ির উপরে উঠেনি। একবার চেয়ে দেখ, লক্ষ্মীদের চাঁদ মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। মাগো! বউ হইলেই, মনে কর, ওদের স্বরস্বতীর মত, বিদ্যাবুদ্ধি থাক্‌বে; ওদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও আরাম বিরাম থাক্‌বে না; ওদের প্রাণে রঙ্গরস চায় না; ওদের সুখ-দুঃখ বোধ থাক্‌বে না; কখনও ওদের অসুখ-বিসুখ হবে না। ওরা ছেকড়াগাড়ীর ঘোড়ার ন্যায় সারাদিন কেবল খাট্‌বে। এরূপ কেন মা? বউদিগকে সময় মত খেতে দিও, যত্ন ক'র, অসুখ-বিসুখ হ'লে, কাজ কত্তে দিও না,—ঔষধ খেতে দিও। ওরাও আমাদেরই মত; ওদের প্রাণেও সুখ চায়, বিশ্রাম চায়, শান্তি চায়; ওদেরও অসুখ-বিসুখ হয়, খাওয়াপরার ইচ্ছা হয় এবং ভুল চুক্ আছে। বউরা ঘরের লক্ষ্মী,—ওরা খুসী থাক্‌লে, তোমার সব বজায় থাক্‌বে। যে ঘরের বউরা সর্ব্বদা হাসি খুসী, তথায় লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাঁধা থাকেন। বউদিগকে বেশী পরিশ্রম করিতে এবং ময়লা কাপড় পরিতে দিও না; শীতে গায় কাপড় দিতে ব'ল; উহাদের সহিত সময় সময় হাস্য কৌতুক ক'র; কখনও মুখ ফুলাইয়া থেক'না। ওদের মন ও শরীর যাতে সর্ব্বদা ভাল থাকে, তার ব্যবস্থা ক'র—

তাহলে, তোমার গিন্নিপনা সার্থক হবে। মাগো! আর একটি কথা এই,—তেলটুকু, মস্‌লাটুকু ও কাঠখানি বেশী খরচ হ'য়েছে ব'লে, সর্ব্বদা ঝগড়া ক'র না,—বউদের দোষ দেখলে, মধুর কথায় বুঝিয়ে দিও," এই কথা বলিয়া, বৃদ্ধা অদৃশ্যা হইলেন। সরকার গিন্নী, আপন দোষ হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, অনুতপ্তা হইলেন, এবং ভবিষ্যতে বৃদ্ধার কথা মতই কার্য্য করিবেন, এই ভাবিতে লাগিলেন।

১৩। দেবসেবা।

নারায়ণ, দেব-সেবায় গৃহস্থগণের উদাসীন ভাব দর্শনে, ব্যথিত হইলেন। সেবার সমস্ত কার্য্যই পূজারি-ঠাকুর অথবা কোন বালবিধবার হস্তে ন্যস্ত। সেবা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাঁহারাই করেন; গৃহস্বামী প্রায়ই ইহার কোন খোঁজ খবর রাখেন না। এই দুঃখজনক দৃশ্য দর্শন করিয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়! ব্যাকুলতাবিহীন সেবা নিষ্প্রয়োজন। পাখী ছাড়িয়া দিয়া, কেবল পিঞ্জর সাজাইবার সার্থকতা কি? পূর্ব্বপুরুষগণের রীতিরক্ষার্থ, নামমাত্র সেবা, অনেকস্থলেই হয় বটে, কিন্তু, আমি, তাহা প্রায়ই গ্রহণ করি না। গৃহস্বামী জানেন, দেবসেবার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা ব্যয় হয়, পূজারি জানেন, প্রতিদিন পূজা করেন, কিন্তু, আমি জানি, সকলই বিফল হয়। হায়! এরূপ প্রাণহীন সেবার আবশ্যকতা কি! আমি চাউল চাহিনা, কলা চাহি

না—কেবল প্রাণ চাহি; আমি অর্থব্যয় চাহিনা,—কেবল ব্যাকুলতা চাহি; আমি রীতি-রক্ষা চাহি না,—অন্তরের ভাব চাহি। রে ভ্রান্ত সেবক, আমাতে তন্ময় না হইলে, তোমার সেবা সম্পূর্ণরূপেই বিফল হয়।

১৪। অন্নদান ও অতিথিসেবা।

নারায়ণ দেখিলেন, অনেক সম্পন্ন লোকও অন্নদান ও অতিথি-সেবায় কাতরতা প্রকাশ করিয়া থাকে। অনন্তর এই চিন্তাটি তাঁহার মনে উদিত হইল,—হায়! "অন্নদান যে এক মহাযজ্ঞ", আদৌ কাহারও এই জ্ঞান নাই। "অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি,"—অন্নদানের তুল্য দান, কখনও ছিল না, আর হইবেও না। অন্যদিকে, আবার অতিথি-সেবার প্রতিও, প্রায় সকলেই দৃষ্টিহীন। "অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে, সকল দেবতাই উপস্থিত হন এবং সমুদয় তীর্থ ও ব্রতাদির পুণ্য লাভ হয়,"—এই ভাবটি আর কাহারও মনে স্থান পায় না। জানি, দুর্ভিক্ষ চারি দিকে বিরাজমান,—কিন্তু, অন্নদান ও অতিথি সেবায় বিমুখতা, এবিষয়ে অন্যতম কারণ হইলেও, প্রকৃতকারণ বলিয়া অনুমিত হয় না; প্রকৃত-পক্ষে, এই দিকে লোকের দৃষ্টিহীনতাই, ইহার অধিকতর কাবণরূপে পরিলক্ষিত হয়। হায়! বিলাসিতার জন্য বার্ষিক যে অর্থের ব্যয় হয়, তাহার সিকি অর্থও যদি এই

উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইত, তবে বহুল পরিমাণে এদেশের উপকার সাধন হইত এবং আমিও, কতই না আহ্লাদিত হইতাম!

১৫। একটী প্রচলিত গুরুতর পাপ।

এক পুষ্করিণীতে কতিপয় মানবকে বড়শি দ্বারা মৎস্য ধরিতে দেখিয়া, নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়! এটি যে একটি মহাপাপ, অনেকেই এই জ্ঞান-পরিশূন্য! এক সময়েই বিশ্বাসঘাতকতা, আর প্রলোভন, এই দুটি ঘৃণিত ভাব প্রকাশিত হয়! কোন গৃহাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে, ভোজনকালে হত্যাকরা যেমন মহাপাপ, এরূপ আহূত ও প্রলুব্ধ মৎস্য সমূহ বধ করাও তেমনই পাপ। মৎস্য ভক্ষণের জন্য, এরূপ ব্যাধের বৃত্তি অবলম্বন যে, একটি নিতান্ত ঘৃণিত ও কলুষিত বিষয়, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদি ধর্ম্মশীল ভারতসন্তানগণ, এই নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত পন্থা বিদূরিত করিতে বদ্ধ-পরিকর হয়, তবে আমার কতই না আনন্দের বিষয় হয়!

১৬। গুরুদ্বেষ ও গুরুদেবগণের অধঃপতন।

নারায়ণ দেখিলেন, সে গুরু নাই, সেরূপ শিষ্যও নাই। গুরুদ্বেষ ও গুরুগণের অধঃপতন সন্দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! গুরুগণ আমার প্রতিরূপ ভিন্ন আর কেহই নহেন; তাঁহাদের অধঃপতন যেমন মর্ম্মভেদী, শিষ্যগণের গুরুদ্বেষও আবার তেমনই দুঃখজনক।

অখণ্ডং মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্,
তৎপদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার এবং চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম, আমরা যৎকর্তৃক দেখিতে পাই,—সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

হায়! গুরুদ্বেষ, আর আমার প্রতি দ্বেষ, একই কথা। যিনি গুরুভক্ত, তিনি আমারও ভক্ত। প্রকৃত ভক্ত-শিষ্য, গুরুর দোষদর্শনে সর্ব্বদা অন্ধ থাকিবে। "যদিও আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়",—এই ভাব দ্বারা সে সর্ব্বদা পরিচালিত হইবে। গুরু,—'নর-নারায়ণ'। তিনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। ভক্ত-শিষ্য, গুরুর উপকারার্থ, জীবন বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু হায়! এরূপ শিষ্য আজকাল আর দেখিতে পাই না। শিষ্যের আত্মা ঊর্দ্ধগামী কি অধোগামী, ইহার অনুসন্ধানের জন্যই, গুরু, আমা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিক্ষক ও দীক্ষাগুরু, এই আসন গ্রহণ করেন। যাহারা এই গুরুগণের প্রতি ভক্তিহীন, তাহাদের মুক্তি নাই। পক্ষান্তরে, গুরুগণও, শিষ্যগণকে, সুপথে আনয়ন করিতে, যাবতীয় শক্তির প্রয়োগ করিবেন। শিক্ষা, দীক্ষা ও সংযম ব্যতীত, "গুরু হওয়ার" প্রয়াস বিফল। হায়! এক্ষণে, "গুরুগিরি" একটি ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি আপন আত্মার দোষদর্শন ও সংশোধনে সক্ষম, কেবল তিনিই পরকীয় আত্মার উন্নতিবিধানে সমর্থ। আমার আকাঙ্ক্ষা এই,—গুরুগণ আপন আপন পদের মর্য্যাদা রক্ষা করুন এবং শিষ্যগণও, মুক্তির জন্য, শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে আশ্রয় লউন। গুরুর কৃপা ভিন্ন মুক্তির আশা দুরাশা মাত্র। রে ভ্রান্ত শিষ্য! মুক্তি ইচ্ছা করিলে, গুরুদ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন কর এবং তৎপদে অটল ভক্তি রাখ। ভক্তকে, আমি বড়ই ভালবাসি; তাহার মুখমণ্ডল ম্লান দেখিলে, আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; আমি তাহাকে সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার করি; সে আমার উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও তাহার জন্য সতত চিন্তিত থাকি। ভগবান্ অপেক্ষাও, ভক্ত বড়। মা! ভারত-ভূমি! আর কি তোমার সেই গুরুভক্ত সন্তান-গণের আবির্ভাব হইবে না!"

১৭। বউ পোড়া।

ইতিপূর্ব্বে নারায়ণ বধূগণের শাশুড়ী-দ্বেষ দর্শন করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন, এক্ষণে আবার, স্থানে স্থানে তাহার বিপরীত ভাব দর্শন করিয়া, অধিকতর মর্ম্মাহত হইলেন। এক একটি শাশুড়ী অবলা ও অসহায়া লক্ষ্মীরূপিণী বধূর প্রতি, সামান্য কারণে, যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তাহা দর্শন করিলে, পাষাণও বিগলিত হয়। এই দৃশ্যটি দর্শন করিবার জন্য, তিনি নিমাইঠাকুরের বাড়ী অলক্ষ্যভাবে উপস্থিত হইলেন। নিমাই-

ঠাকুর, তাঁহার স্ত্রী কাত্যায়নীর দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া, অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র দুইটি :—যাদব ও মাধব। যাদবের বয়স বিশ, আর মাধবের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ। যাদব, সুশীলা নাম্নী এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যা বিবাহ করে। বিবাহের প্রথম দশ দিনের মধ্যেই, কাত্যায়নী তাঁহার উগ্রস্বভাবের পরিচয় দেন। তিনি বধূকে ঢেঁকির উপর উঠাইলেন এবং তাহার উপর কাপড় কাচা ও বাসন মাজার ভার অতিরিক্ত মাত্রায় চাপাইলেন। বধূ নীরবে সহ্য করিল। কিছু দিন পর সুশীলা পিত্রালয়ে যাইয়া, শাশুড়ীর দয়া-মায়ার বেশ সুখ্যাতি করিল। তাহার পিতামাতা, ইহা শুনিয়া সুখী হইলেন।

ছয় মাস পর সুশীলা আবার শ্বশুরালয়ে আসিল। সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিত; বৈরাগী বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিখারীকে কখনও বিমুখ করিত না; শাশুড়ীঠাকুরাণী সাতদিনের জন্য যে তৈল, লবণ, মসল্লা ও রন্ধন-কাষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন, তাহাতে সে পাঁচ দিনের অধিক চালাইতে পারিত না; সে পিত্রালয়ে ও স্বামীর নিকট পত্র লিখিত; এবম্বিধ কারণে, সে শাশুড়ীর চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। শাশুড়ী তাহার জন্য ছিন্নবাসপরিধান ও শাকান্ন-ভোজন ব্যবস্থা করিলেন। কাত্যায়নী, শ্বেত পদ্মের ন্যায় শুভ্রবর্ণা হইলেও, তাঁহার অন্তঃকরণ, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তিনি দিন দিনই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিনই

বধূকে অকথ্য ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিবর্ষণ করিতেন এবং এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রীতিরচক্ষে দেখিতেন না, অধিকন্তু, রাত্রি-কালে এক নির্জ্জন ভগ্নগৃহে ফেলিয়া রাখিতেন! বোধ হয়, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা ও মর্ম্মপীড়িতা বধূকে, আত্মহত্যার সুযোগ দেওয়াই, এরূপভাবে রাখার উদ্দেশ্য ছিল। সুশীলা, বালিকা হইলেও, সহিষ্ণু ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিল। সে একাকিনী সেই গৃহে শয়ন করিয়া, ঈশ্বরোপাসনা ও অশ্রু-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, রাত্রি-যাপন করিত। গুণধর যাদবের নিকট ইহা অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু, মাতা, তাহাকে আর একটি বিবাহ করাইবেন, এই প্রলোভনে, সে, ধর্ম্মপত্নীর প্রতি এতাদৃশ দুর্ব্যবহার দর্শনে অন্ধ ছিল।

যাদব বিদেশে চাকুরী করিত; সে কোন কার্য্যোপলক্ষে বাটী আসিল। কাত্যায়নী তাহার নিকট মুক্ত কণ্ঠে বধূর নিন্দা করিতে লাগিলেন। সুবোধ মাধব, ইহাতে বাধা দিয়া বলিল, "বৌদিদির কোন দোষই নাই; তুমি যাহা দোষ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা দোষই নহে; আর অশান্তির সৃষ্টি করিও না।" মুখরা ও দুর্ব্বিনীতা রমণীর অসাধ্য কাজ নাই। দয়া-মায়া বল, ভালবাসা ও ভয়-ভক্তি বল, তথায় সব বিলুপ্ত হয়। পাপীয়সী মাধবকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিতা হইল না।

এই সময় নারায়ণ, এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক, তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, মৃদুভাবে বলিতে লাগিলেন,

—“মাগো, বহুতপস্যার ফলে পুত্রলাভ হয়, সেই পুত্রবধূর প্রতি অকারণ এত অত্যাচার কেন? তুমি, যে সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া, বধূর সঙ্গে ঝগড়া কর, তাহার মুলে কিছুই নাই; তবে মা! এরূপ দুর্ব্যবহার কেন? অকারণে গৃহে অশান্তি ডাকিয়া আনিও না। বধূর দোষ দেখিলে মধুর কথায় তাহার সংশোধন করিও। এক্ষণে, তোমার ইষ্ট চিন্তার সময়; মনে, পৃথিবীর ধূলা কাদা আর মাখিও না। কেবল হিংসা! কেবল দ্বেষ! কেবল স্বার্থপরতা! কেবল ক্ষুদ্র দৃষ্টি! এ সব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর। যে, জিনিষের মূল্য জানে না, সে কোন প্রকারেই, তাহার অধিকারী হওয়ার যোগ্য নহে। পুত্রবধূর মূল্য না বুঝিলে, ভবিষ্যজন্মে আর কখনও পুত্রলাভের যোগ্যা হইতে পারিবে না। মনে রাখিও যত্র জীব তত্র শিব;...যেখানে নারী, সেখানেই গৌরী আছেন; মনে রাখিও, যে গৃহের বধূগণ সন্তুষ্ট, লক্ষ্মী তথায় সতত বিরাজ করেন।

বৎস যাদব! অসহায়া স্ত্রীকে রক্ষা করিও এবং প্রাণের সহিত ভাল বাসিও।

নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুঃ;
নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে,
সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে।

এই পৃথিবীতে স্ত্রীর সমান বন্ধু নাই, স্ত্রীর সমান গতি নাই এবং ধর্ম্মলাভেও এমন সহায় আর কেহ নাই।

মনে রাখিও, "সুন্দরী বা দরী বা,"—স্ত্রী কুরূপা হইলেও, একটি মাত্র বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত। অতএব, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের বাসনা, মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও পোষণ করিও না।"

অতঃপর সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তিধারী নারায়ণ অদৃশ্য হইলেন এবং কাত্যায়নী ও যাদব উক্ত কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন।

১৮। মোকদ্দমা-প্রিয়তা।

নারায়ণ দেখিলেন, এ দেশের অধিকাংশ লোকই মোকদ্দমা-প্রিয় এবং প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকা, এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। এই দুঃখজনক দৃশ্য দর্শন করিয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় রে! ক্ষমা ও স্বার্থত্যাগের অভাবই এরূপ মোকদ্দমাপ্রিয়তার একমাত্র কারণ! হায়! অনেক স্থলে পঞ্চাশ টাকা মূল্যের ভূমির জন্য, পঞ্চাশ হাজার টাকাও ব্যয় হয়! ভ্রাতৃ-কলহে ও জ্ঞাতিবিরোধে, উকীলের ফি ও আদালতের ব্যয়-বহনে, অনেক স্থলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য, আর দর্শন করিতে পারি না। মা! ভারতভূমি! এ ভাব ত তোমাতে সম্পূর্ণ অভিনব! মা! তোমার সন্তানগণের স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত,

এক্ষণে কোথায় গেল! তাহারা এরূপ স্বার্থপরতা ও কলহপ্রিয়তা কোথায় শিখিল! হায়! এ দেশে, প্লেগ, ওলাউঠা ও বসন্তের ন্যায়, মোকদ্দমাপ্রিয়তাও একটি ব্যাধি হইয়া উঠিয়াছে! ইহার করাল কবলে, যিনি নিপতিত না হন, প্রকৃতপক্ষে তিনি বড়ই ভাগ্যবান্! হায়! এ দেশে, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগ, আর নাই! এই সকল গুণের অভাব-বশতঃই, মানব, এই সর্ব্বনাশকর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। এক মোকদ্দমাপ্রিয়তাই, মনুষ্যকে পশুত্বের দিকে বহুল পরিমাণে প্রেরণ করে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও হিতাহিত বিচারশূন্যতা এবং অন্যায়াচরণ, অভাব ও অশান্তি প্রভৃতি যাবতীয় অনর্থ মোকদ্দমা-প্রসূত। হায়! আমি আর কত সহ্য করিব! এক্ষণে যাতনা সম্পূর্ণরূপে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-শীল ভারতসন্তান, তোমরা দেশে দেশে "সালিসী বিচারালয়" স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হও এবং স্বার্থরক্ষার্থ, ক্রোধপরবশ হইয়া, শক্তিসত্ত্বে কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিও না। যে দেশে দুর্ভিক্ষ বারমাস বিরাজমান, যে দেশে অন্নাভাব হেতু প্রতি বর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে, যে দেশে এক এক লোকের দৈনিক আয়, গড়ে দশ পয়সা মাত্র, মোকদ্দমা-প্রিয়তা কি সে দেশে সাজে? সে দেশে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন! একজন দেশহিতৈষী কবি, "আদালত" সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছেন,—তাহা আমার মনে পড়িতেছে :—

আদালতের প্রতি।

আদালত, তুমি ধর্ম্মের আসন,
তবে কেন কর, অধর্ম্ম পোষণ ?
তোমার আমলাগণ, "ইচিং পাম" অনুক্ষণ,
তুমি বিনা কেবা ইহা করে নিবারণ ?
একে মরে লোক "সুটের" জ্বালায়,
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে, করে হায় হায়,
তায় হেরি হেন কাজে, ন্যায়, সত্য, মরে লাজে,
অধর্ম্ম-প্রভাবে ধর্ম্ম, হ'ল মৃত প্রায় !
আর বঙ্গবাসি, এসনা হেথায়,
ধর্ম্মভাব যেন, মনে স্থান পায়,
তা হ'লে পথিক বলে, ভাসিবে আনন্দজলে,
অভাব-অশান্তি হবে, স্বপনের প্রায়।

কবির কথাগুলি কিরূপ দুঃখপূর্ণ ! আমার আকাঙ্ক্ষা এই,—তোমরা সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হও, আর কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিও না। দেশে শান্তি বিরাজ করুক।

অনন্তর নারায়ণ, এই উচ্ছলিত দুঃখাবেগের কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া, ম্লানমুখে ও অধোবদনে দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবগণের পুনর্মিলন ও আক্ষেপ।

নারায়ণ সন্ধ্যার পর দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। নারদ ও গণেশ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক, প্রভুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে দর্শনমাত্র পদধূলি লইলেন এবং বিনীতভাবে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। নারায়ণও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহাদের সন্তপ্ত প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিলেন। অতঃপর, তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৎস, আমার পল্লী-চিত্র-দর্শন শেষ হইয়াছে। কি বলিব, দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়। এ দেশ, আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ! এ অভিনব দেশের অভিনব ভাব দর্শনে, আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি! মহামতি ইংরেজের ন্যায়, উদারচেতা রাজার তত্ত্বাবধানে বাস করিয়াও, ভারতসন্তানগণ, যখন মানুষ হইতেছে না, তখন তাহাদের অধঃপতনের সীমা যে কতদূর, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন! যাহা হউক, বৎস! তোমরাও যথাশক্তি হরিনাম প্রচার করিতেছ এবং আমিও ভারতের মঙ্গল কামনায় অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছি। অনন্তর ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের ব্যবস্থা এবং আর যে সদুপায় হয়, তাহাও চিন্তা করিব। আশা করি, আমাদের যত্ন একেবারে নিষ্ফল হইবে না। এক্ষণে, আমি বৈকুণ্ঠ গমনে অভিলাষী হইয়াছি;—তবে, বৈকুণ্ঠগমনকালে, আমার "প্রিয় ভক্ত" ইংরেজ রাজের প্রধান সহর "কলিকাতা" প্রভৃতি একবার দর্শন

করিয়া যাইব।" নারদ ও গণেশ উভয়েই এই প্রস্তাব শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালেই যাত্রা করিবেন, এরূপ স্থির করিলেন।

অনন্তর দেবগণ শয়ন করিলেন এবং এ দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

দেবগণের হরপল্লীগ্রাম পরিত্যাগ।

রাত্রি প্রভাত হইল। দেবগণ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। দেবালয়স্বামী ও পূজকগণ অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাদের পদধূলি লইলেন। নারায়ণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, "কাঁদিও না; আবার দেখা হবে; মিলন ও বিচ্ছেদ পরস্পর অনুগামী। হরিপদে সর্ব্বদা ভক্তি রাখিও। হরিভক্তিই, ইহকাল ও পরকালের সহায়; বিশেষতঃ, যাহারা কর্ম্মহীন, এ সংসারে, তাহাদের পক্ষে, এমন জিনিষ আর নাই। আমি সন্ন্যাসীদেরও গুরু; আজ, এই গূঢ়তম কথা তোমাদিগকে বলিলাম। মনে রাখিও। "হরিবোল" "হরিবোল" "হরিবোল", আমরা চলিলাম।"

দেবগণ পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। কোথায়ও বায়ুবেগে গমনশীল রেলগাড়ী, কোথায়ও বা নদীবক্ষে ভাসমান জাহাজ দর্শন করিয়া তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিলেন। নারদ বলিলেন, "প্রভু, হরিভক্ত মানবগণের জন্য, মর্ত্ত্য হইতে

স্বর্গধাম পর্য্যন্ত, এইরূপ একটি রেলপথ প্রস্তুত করিলে, ভাল হয় না কি? নারায়ণ উত্তর করিলেন, বৎস, বহুদিন হইতেই সেই পথ প্রস্তুত আছে; কিন্তু, সেপথে যাত্রীর নিতান্ত অভাব; এক এক গাড়ীতে একটি আরোহীও প্রায় দৃষ্ট হয় না। দেবভোগ্য বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত থাকে, কিন্তু, সে সব গ্রহণ করিবার লোক নাই। ষ্টেশনমাষ্টারগণ নিতান্ত ভদ্র; তাঁহাদের বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত একটি অভিযোগও উপস্থিত হয় নাই; পরস্ত্রীর সঙ্গে তাঁহারা আপন ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করেন। আরোহী সকল, গমনেচ্ছু অন্য লোকদিগকে সাদরে স্থান দিয়া থাকেন, "স্থান নাই, স্থান নাই" বলিয়া, বিরুদ্ধাচরণ করেন না। সে পথের সঙ্গে এ পথের তুলনা হয় না। গণেশ ও নারদ উভয়েই বলিলেন, প্রভু, দয়া করিয়া আমাদিগকে সেই পথ দেখাইবেন কি?" নারায়ণ বলিলেন—"তাহা অবশ্যই দেখাইব।"



তৃতীয় অধ্যায়।

সহর-চিত্র।

কলিকাতা কর্ম্মবীর ইংরেজরাজের প্রধান সহর। এসিয়া ভূখণ্ডে এমন স্থান আর নাই। দেবগণ তিন চারি দিবস পর্য্যটনের পর, একদিন প্রাতঃকালে এস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং পবিত্রসলিলা ভাগীরথীতীরস্থ ইডেন উদ্যানে উপবেশন করিয়া, শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। নারায়ণ, এই নগরের সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, দেখ, কি রমণীয় স্থান! আহা! যে দেশে, এরূপ নগর আছে, সে ত গন্ধর্ব্বের দেশ! সেখানে দুঃখ কেন! দারিদ্র্য কেন! হাহাকার কেন! সেখানে সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম ও সাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিবে। সেখানে ভক্তি, প্রীতি, ক্ষমা ও সন্তোষ, মনে জ্যোতিঃ বিকীরণ করিবে। আহা! কি মনোরম স্থান! একজন কবি, এরূপ ভাবে কলিকাতা নগরীর বর্ণনা করিয়াছেন ;—

ইন্দ্রালয় সম, রম্য এ নগরী,
নিপুণ শিল্পীর অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ,
সুরবালা যেন, স্বর্ণ-মঞ্চোপরি,
ধরা অবতীর্ণা, ত্যজিয়ে বিমান!

দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন।

গ্যাসালোক-শিখা দীপ্ত এ নগরী-
অমা-অহঙ্কার, বিচূর্ণ হেথায়,
নৈশ শোভা, আহা ! কিবা মুগ্ধকরী,
জ্বলে কোটী মণি, যামিনীর গায় !

রমণীয় বর্ত্ম, অতি পরিসর,
গরু গাড়ী ঘোড়া, প্রয়াণের তরে,
দুই ফুটপথ, দুধারে সুন্দর,
নিরাপদে সুখে, পথিক বিচরে।

এমন সুধাম, শোভা-অভিরাম,
দেখে না থাকিলে, দেখ এসে তবে,
কমলার লীলা, যথা অবিরাম,
বাণীর গৌরবে, বিমোহিত সবে !

কত সহিষ্ণুতা, উদ্যমশীলতা,
কত পরিশ্রম, কত বুদ্ধি বল,
প্রকাশিত হেথা, কত নিপুণতা,
কত বা সাহস, অদ্ভুত কৌশল !

এমন নগরী, বঙ্গ-রাজধানী,
মর্ত্ত্যলোকে যেন সুর নিকেতন,
বীরের অগ্রণী, ধন্য মহামানী,
ইংরাজের গুণ, করিছে কীর্ত্তন !

দেখ বৎস! কবির কথাগুলি ঠিক্ বটে। আহা! কি সুন্দর স্থান! বিধাতা, রাজাধিরাজ ইংরেজকে, ভারতের মঙ্গলের জন্যই, সুদূর ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিয়াছেন। তাহারা, দেশ, বহুল পরিমাণে সুখময় ও শান্তিময় করিয়াছে বটে, কিন্তু লোকের মন উন্নত করিতে পারে নাই; মন, এখনও অন্ধকারময়; তথায় হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, কপটতা ও কুটিলতা বাস করে। আশা হয়, কালে, ইংরেজের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, ভারতসন্তানগণ, পূর্ব্বগৌরব লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু, এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত;—এ দেশে দুর্ভিক্ষ নামে, এক বিকট বদন রাক্ষস আবির্ভূত হইয়া, তাহাদের যাবতীয় শক্তি অপহরণ করিতেছে। ইহাতেও হতাশ হইবার কারণ নাই; যেহেতু, ইংরেজ অসাধ্যসাধনে সক্ষম; চেষ্টা করিলে, এই দানবের বিনাশসাধন, তাহাদের নিকট একটি অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই রাক্ষস নিহত হইলে, ভারত, রামরাজ্যের ন্যায় সুখময় স্থান হইবে।”

নারায়ণের এ সকল কথা শ্রবণ করিয়া, নারদ বলিলেন, “প্রভু, বাস্তবিক এ দেশে অন্নচিন্তা এক বিষম সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্নাভাব দূরীকৃত হইলে, ভারতসন্তান যে নবজীবন লাভ করিবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।” নারায়ণ বলিলেন, “বৎস, তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। এস, এক্ষণে আমরা স্নান করি। বৎস, হরহৃদিবিলাসিনী জাহ্নবী দর্শনে আমার মনে যে কি অপার আনন্দের উদয় হইয়াছে,

তাহা বলিতে পারি না। এস, এক্ষণে পতিতপাবনীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া পাপরাশি বিনাশ করি।" গণেশ বলিলেন, "প্রভু, স্নানের পূর্ব্বে "গঙ্গার প্রতি" এই নামে একটি কবিতা পাঠ করিতে ইচ্ছা করি; দয়া করিয়া শুনিবেন কি ?" নারায়ণ ও নারদ উভয়েই বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, অগ্রে কবিতাটি শুনি, তার পর স্নান করিব।"

গণেশ কবিতাটি পাঠ করিতে লাগিলেন ;—

গঙ্গার প্রতি।

(কলিকাতার দৃশ্যমান উন্নতি লক্ষ্য করিয়া)

গঙ্গোত্তরী হ'তে, হরষিতমনে,
ধরিয়ে কতই নবীন বেশ,
কলকল রবে, সত্বর-গমনে,
আইলে মা গঙ্গে! এ বঙ্গদেশ।

ত্যজি হরিদ্বার,অযোধ্যা-মিথিলা,
কাশী-কনখল, ব্যাকুল প্রাণে ;
বঙ্গ-রাজধানী, আসি উত্তরিলা,
পূর্ণ ইংরেজের গৌরব-গানে।

ধন্য কলিকাতা, রাজার ভবন,
প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রধান স্থান,
মনে হয় বিধি ক'রেছে গঠন,
বাড়া'তে কেবল তোমারি মান।

তব তীরে যত, নগরী বিরাজে,
তোমারি মহিমা, ঘোষণা করে,
তব তীরবাসী মানব-সমাজে,
বিশিষ্ট মানব মেদিনী'পরে।

দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন।

জানিনা,মা গঙ্গে ! তব কিবা মতি
কখন কাহারে সদয়া হও,
কখন কাহার কর অধোগতি,
কবে কার যশ, হরিয়া লও।

মুরসিদাবাদ, অযোধ্যা-বেহার,
কাশী-কান্যকুব্জ, মনে কি পড়ে ?
সে সব এখন পূর্ণ হাহাকার,
অশ্রুঝরে মাগো,সেকথা স্ম'রে।

আজ কলিকাতা, রাজ-নিকেতন,
সুরম্য ভবন, তথায় হাসে,
শশীর সুষমা, চিত্ত বিমোহন,
খ'সেপ'ড়ে যেন, আনন্দে ভাসে

বিলাস-বিপণি, অতি মনোহর,
শোভিছে, কতই করিয়া ঠাট,
কত মুগ্ধকর, সামগ্রী সুন্দর,
মিলিয়াছে যেন, রূপের হাট !

কত বা জাহাজ, কতবা তরণী
কত ভাবে ভাসে, তোমার'পরে,
তব গুণ-গীতি, দিবস-রজনী,
তাপিত পরাণ শীতল করে।

কত বা মানব, ভিক্ষাবৃত্তি করি,
দিনান্তভোজনে, যাপিছে দিন,
ফেলিছে নিঃশ্বাস, পূর্ব্বভাব স্মরি,
ভেবে ভেবে তনু, হ'তেছে ক্ষীণ!

কত দীনহীন, কুটীর নিবাসী,
কুবের ভবন, জিনিয়া লয়,
কত পাপাচারী, পুণ্য অভিলাষী,
তোমার কৃপায়, সকলি হয়!

কিন্তু মা! সদাই আশঙ্কা উপজে
এমন নগরী হইবে লয়,
নয়নের প্রীতি, ললিত পঙ্কজে,
নিদয় কীটাণু, লুকিয়ে রয়!

বাহ্য দৃশ্যে শুধু, কমনীয় কায়,
অন্তরে কীটাণু করিছে ক্ষয়,
লুপ্ত-চিহ্ন হবে, জলবিম্ব প্রায়,
খসিয়া পড়িবে, সুষমাচয়!

শুন কি, মা গঙ্গে! সাম-গান-ধ্বনি
উঠিতে কখন' তোমার তটে,
আর কি ভকতি-পদ্মরাগ-মণি,
উজলে কাহার' হৃদয়পটে?

পরমেশে প্রীতি, স্বধর্ম্মে বিশ্বাস,
সুকৃতি-সৌরভ, নাহি এক্ষণ,
হৃদিক্ষেত্রে হায়! নাহি ধর্ম্মচাষ,
পাপের পার্ব্বণে সবার মন!

ব্যভিচারস্রোত, বহিছে নিয়ত,
মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অবাধগতি,
ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, যেন পদানত,
জ্যোতিঃহীন এবে, মানবমতি!

'সরলতা-আদি, স্বর্গীয় ভূষণ,
কাহার' হৃদয়ে, শোভা না পায়,
ভীষণ দানব, নামে প্রলোভন,
ভুলায় সকলে, সদাই হায়!

স্বার্থযক্ষ, সদা বদন-ব্যাদানে,
মানবে কেমন, গ্রাসিছে হায়!
নির্দ্দোষ-পীড়নে, ন্যায়ের বিধানে
কিম্বা দুঃখীপানে, ফিরে না চায়!

সহস্র নিরীহ গো, অশ্ব, ছাগল,
কতরূপে আহা! পীড়িত হয়,
স্বার্থপরায়ণ মানব কেবল,
আপন সুখের সন্ধান লয়!

চলিলে পাপের প্রবাহ এমন,
অচিরে বহিবে, প্রবল বায়,
কুসুম-শোভন রম্য নিকেতন,
বিষাদে ঝরিয়ে, পড়িবে তায়।

তাই বলি মাগো, ভ্রমণের ছলে,
দয়া করি যদি, হেথায় এলে,
পবিত্র প্রবাহে, গুপ্ত কীটদলে,
কেননা সমূলে, ভাসায়ে গেলে ?

ধর্ম্মবলে বলী, কর অধিবাসী,
কলুষ-কীটাণু, অদৃশ্য হবে,
তবে নগরীর সেই যশোরাশি,
চিরদিন ভবে, অক্ষুণ্ণ রবে।

সকলি অনিত্য, সকলি অসার,
ধর্ম্মেতে যাহার বসতি নয়,
ধর্ম্মহীন লোক, ঘৃণিত সবার,
বিদ্যা বুদ্ধি তার, ছলনাময়।

চপলার ন্যায় ক্ষণেক হাসিবে,
ক্ষণপরে হবে, তাহার লয়,
মধ্যাহ্নমিহির,মেঘেতে ঘেরিবে,
পাপ-পরিণাম, এমনি হয় !

ধর্ম্মের জীবন, নিয়ত বহিবে,
বান-প্রভঞ্জনে, নাহিক ভয়,
মধুর আবেশে, হাসাবে হাসিবে,
গাইবে সতত, তোমারি জয়।

নারায়ণ বলিলেন "বৎস! তোমার কবিতা শ্রবণে, এক সময়েই, আমার মনে হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হইয়াছে। কবিতাটি অতি সুন্দর, এজন্য হর্ষ, আর, এমন রমণীয় স্থানেরও আভ্যন্তরিক ভাব, নিতান্ত মর্ম্মভেদী, এজন্য বিষাদ। হায়! এখানেও ভক্তি নাই! পরমেশে প্রীতি ও স্বধর্ম্মে বিশ্বাস নাই! এখানেও ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কপটতা ও কুটিলতা! এখানেও, স্বার্থ-পরতা, পশুপীড়ন ও ধর্ম্মহীনতা! হায়! ধর্ম্ম যে ইহকাল ও পরকালের সহায় এবং ধর্ম্মই যে যশোরাশি অক্ষুণ্ণ রাখে, আদৌ, কাহারও এই জ্ঞান নাই! কলিকাতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, কলিকাতাবাসীর ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক, কলিকাতার অধিবাসিগণ ধার্ম্মিক হইলে, ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী নগরীর শোভা, চিরকাল অক্ষুণ্ণা থাকিবে!"

দেবর্ষি বলিলেন, "প্রভু, গণপতি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, "ধর্ম্মহীন লোকের বিদ্যা-বুদ্ধি কেবল "ছলনা" মাত্র, আর, ভক্তি, প্রীতি ও সরলতা ভিন্ন, লোকের বাহ্য শোভা শোভাই নহে।" নারায়ণ বলিলেন, "বৎস, কথাগুলি সত্যই বটে; বাস্তবিক, ব্রহ্ম-বিদ্যা ভিন্ন বিদ্যা, বিদ্যাই নহে; যে জ্ঞানে, হরিভক্তি

নাই, সে জ্ঞান, জ্ঞানই নহে; ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য মনুষ্য, মনুষ্যই নহে; যাহার মনে, ভক্তি, প্রীতি, সাধুতা ও সরলতা নাই,—তাহার রূপ, রূপই নহে; যে অর্থ, জগতের হিতার্থ ব্যয়িত না হয়, সে অর্থ, অর্থই নহে এবং যে জীবন, ভগবানের প্রীতিকর-কার্য্যে উৎসর্গীকৃত না হয়, সে জীবন, জীবনই নহে। বৎস! ভারতের অধিকাংশ লোকই, যদি ভগবদ্ভক্ত ও হিতৈষী হইত, তবে আমার কতই না আনন্দের বিষয় হইত! এস, আমরা এক্ষণে স্নান করি।" অনন্তর, তাঁহারা গঙ্গাজলে স্নান করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক "গঙ্গাস্তব" পাঠ করিতে লাগিলেন :—



গঙ্গাস্তব।

দেবি সুরেশ্বরি, ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি, তরল তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি, বিমলে,
মম মতিরাস্তাং, তব পদকমলে ॥১॥

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত—
স্তব জলমহিমা, নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে, তব মহিমানং,
ত্রাহি কৃপাময়ি, মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

হরিপাদপদ্ম-বিহারিণি গঙ্গে,
হিমবিধুমুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং,
কুরু, কৃপয়া ভবসাগরপারং ॥ ৩ ॥

তব জলমমলং, যেন নিপীতং,
পরমপদং খলু, তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে, ত্বয়ি যো ভক্তঃ,
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥

পতিতোদ্ধারিণি, জাহ্নবি গঙ্গে,
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি, খলু মুনিবরকন্যে,
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে,
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি, গঙ্গে,
সুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥৬

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ,
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরক-নিবারিণি, জাহ্নবি গঙ্গে,
কলুষ-বিনাশিনি, মহিমোত্তুঙ্গে ॥৭

দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন।

পরিরসদঙ্গে, পুণ্য-তরঙ্গে,
জয় জয় জাহ্নবি, করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত-চরণে,
সুখদে শুভদে, সেবকশরণে ॥৮

রোগং শোকং তাপং পাপং,
হর মে ভবতি, কুমতি-কলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে,
ত্বমসি গতির্ম্মম, খলু সংসারে ॥৯

অলকানন্দে পরমানন্দে,
কুরু ময়ি করুণাং, কাতর-বন্দ্যে!
তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ,
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ,
কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীনঃ
তব নহি দূরে নৃপতি-কুলীনঃ ॥১১

ভো ভুবনেশ্বরি, পুণ্যে ধন্যে,
দেবি দ্রবময়ি, মুনিবর-কন্যে।
গঙ্গাস্তব মিদমমলং নিত্যং,
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥১২

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ,
তেষাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ।
মধুর মনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ,
পরমানন্দা কলিত-ললিতাভিঃ ॥১৩

গঙ্গা স্তোত্র মিদং ভব সারম্,
বাঞ্ছিত ফলদং বিগলিত ভারম্।
শঙ্কর-সেবক শঙ্কর-রচিতম্,
পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্।১৪

অতঃপর, তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলেন এবং নগরের শোভা ও সৌধমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া রাণী-রাসমণি-স্থাপিত দেবালয়ে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন; তাঁহাদের বাসের জন্য, এক মনোরম কুঠরী নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহাদের আহার শেষ হইল; কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, তাঁহারা রমণীয় মন্দির, উদ্যান ও ভাগীরথীর শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, বৎস, ইহা, একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এস্থানে ভগবদ্ভক্ত "শ্রীরামকৃষ্ণ" সিদ্ধ হন। গণেশ উত্তর করিলেন, "প্রভু, তবে, আমার কলিকাতা আগমন সার্থক হইল,—আমি, সিদ্ধপুরুষের আশ্রম দর্শন করিয়া, ধন্য হইলাম!" নারদ বলিলেন, "প্রভু,আমিও ধন্য হইলাম! এই ত সে করুণাময়ী মা! এইত সে পঞ্চবটী! এ স্থানে পরমহংসদেব, যেরূপ তন্ময়ভাবে মুক্তি-মার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন,

তাহা আমাদের অসাধ্য।" নারায়ণ বলিলেন, বৎস, "রামকৃষ্ণ" বালকের ন্যায় সরল ছিলেন,—সময় সময় কাঁদিয়া বলিতেন, "মা! ওমা! আমায় বলেদে,—কোন্‌টি সুপথ, কোনটি কুপথ"; তিনি কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় কখনও মুগ্ধ হন নাই! এরূপ সরল ভক্ত কোথায়? সরল-ভক্তিই মুক্তির কারণ! বৎস, মুক্তি চাহিলে, ঠিক এইরূপ সরল হইতে হয়।" নারায়ণের কথা শ্রবণ করিয়া, নারদ ও গণেশ, "মা! মা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন"। নারায়ণ বলিলেন, "কাঁদিও না,— স্থির হও।" তাঁহারা সুস্থ হইয়া, মায়ের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

নারায়ণও তাঁহাদের সঙ্গে গান গাইতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে আরও দশ বিশ জন লোক তাহাতে যোগ দিল। এইরূপ সুমধুর সঙ্গীতধ্বনিতে, অট্টালিকা শোভিত সমস্ত উদ্যান মুখরিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গীত শেষ হইল! দেবগণ সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক, মায়ের কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। দেবগণ উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন! নায়ায়ণ বলিলেন, "বৎস, আমরা এস্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিব। হরিনাম প্রচারের এক নূতন পন্থা স্থির করিয়াছি,—"ভজ রাধা, রাধা শ্যাম, শ্রীরাধা গোবিন্দনাম" —নারায়ণ মধুসূদন, নারায়ণ মধুসূদন,—প্রতি গৃহে উপস্থিত হইয়া, কেবল এই শব্দোচ্চারণ করিবে। কলিকাতার

অধিকাংশ লোকই আরাম-প্রিয়; তাহারা নাটকের গান অধিকতর ভালবাসে এবং হরিগুণ-গান শ্রবণে তত বেশী অভিলাষী নহে। তাহাদের কর্ণকুহরে পবিত্র "হরিনাম" প্রবিষ্ট হইলেই, "নাম" অতি সহজে, ইহার মাহাত্ম্য-বিস্তার করিবে। তোমরা হরিনাম প্রচারার্থ এখনই বহির্গত হও।"
"প্রভু, যে আজ্ঞে," এই বলিয়া নারায়ণের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

অনন্তর নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এক্ষণে সহর-চিত্র" দর্শনাভিপ্রায়ে আমিও একবার বহির্গত হইব; দর্শন শেষ না হইলে, আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না।" তিনি পূজক ব্রাহ্মণকে বলিয়া, সহরে বহির্গত হইলেন।



প্রথম দৃশ্য।

১। ৺রাজেন্দ্র লাল মল্লিকের অতিথিশালা।

২। বিলাসিতা।

৩। চরিত্র-হীনতা।

৪। বার বনিতা পল্লী।

৫। দুর্ভাগ্য কেরাণীকুল।

৬। ভেজাল ঘৃত ও ভেজাল দুগ্ধ।

৭। কসাইখানা।

৮। কালীঘাটে ৺কালীমাতা।

৯। বিদ্যালয়।

১০। ছাত্রাবাস।

১১। বিলাসিনী বধূ।

১২। রাজ-ভক্তি।

১। ৺রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের অতিথিশালা।

নারায়ণ, মহাত্মা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের অতিথিশালা দর্শন করিয়া, বিমুগ্ধ হইলেন। অনন্তর, এই চিন্তাটি তাঁহার মনে উদিত হইল,—আহা! রাজেন্দ্রলাল ধন্য! এরূপ মহানুষ্ঠান, এখনও এদেশে বিদ্যমান! এ দৃশ্যে আমার মনে যে কি, এক

অপার আনন্দের উদয় হইয়াছে, তাহা, বলিতে পারি না! প্রতিদিন সহস্রাধিক অতিথি ভোজন! সহরবাসী যাবতীয় অন্ধ, আতুরের একমাত্র, আশ্রয়স্থল! আহা! এরূপ অন্নযজ্ঞ, এ দেশে অতি বিরল!"অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি" রাজেন্দ্র, এ বাক্যের অর্থ, বেশ বুঝিয়াছিলেন। হায়! এই কলিকাতা নগরীতে বহু ধনবান্ লোক আছেন বটে, কিন্তু, এবম্বিধ দ্বিতীয় আর একটি অনুষ্ঠান, এ পর্য্যন্ত হইল না! হায়! "অর্থের সার্থকতা কি," তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে, এই জ্ঞান-পরিশূন্য! যে অর্থ, লোকের হিতার্থ ব্যয়িত না হয়, সে অর্থ, সমুদ্র-গর্ভ-সঞ্চিত রত্নরাজির ন্যায়, অসার ও অকর্ম্মণ্য পদার্থ! রাজেন্দ্রলাল, এখন স্বর্গবাসী; নন্দনকাননোপান্তে, এক সুরভি সমীর সেবিত দ্বিতল প্রাসাদে তাঁহার বাস; সুরবালাগণ তাঁহার সেবিকা; তাঁহার আত্মা, ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে গমন করিবেন। আহা! এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাবেই, এ পর্য্যন্ত, এ দেশের অস্তিত্ব রহিয়াছে। হায়! ভারতের দুআনা পরিমিত লোকও, যদি এরূপ ধর্ম্ম পরায়ণ ও অতিথিসেবক হইত, তবে, এদেশকে, কখনও আমি "অভিনব দেশ" বলিতাম না।

২। বিলাসিতা।

নারায়ণ দেখিলেন, এ দেশের অধিকাংশ লোকই বিলাস-পরায়ণ; স্ত্রী-পুরুষ, উভয় সমাজেই এই রিপুর পূর্ণ প্রভাব!

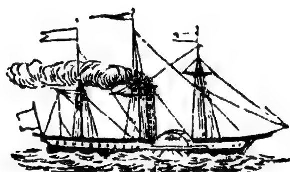
অনন্তর, এই চিন্তা, তাঁহার মনে উদিত হইল,—হায়! বিলাসিতার প্রভাবে সাত্ত্বিকভাব একরূপ বিলুপ্ত! নিকৃষ্ট গন্ধর্ব্বভাব পূর্ণ প্রকাশিত! অধিকাংশ লোকই শারীরিক সৌন্দর্য্য-লাভে যতদূর প্রয়াসী, মানসিক উন্নতি বিধানে, ততদূর প্রয়াসী নহে। অনেকেই, সুবর্ণ-পিঞ্জরে বায়সের ছানা পোষার ন্যায়, সুশ্রী ও সুগন্ধময় দেহে নিতান্ত ঘৃণিত ও কলুষিত আত্মা পোষণ করে। হায়! ঋষিগণের পুণ্যভূমিতে এরূপভাব শোভা পায় না;—এদেশে আত্মার পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা লাভই মুখ্য বিষয়; আর দেহের সৌষ্ঠব বিধান, গৌণ বিষয় বলিয়া পরিগণিত। অবশ্য, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মানুসারে, শরীর, পরিচ্ছন্ন রাখা সঙ্গত বটে, কিন্তু, তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই, বিলাসিতার সীমায় পদার্পণ করিতে হয়। বিলাসিতায়, চরিত্রহীনতা আনয়ন করে; বিলাসিতা অভাবগ্রস্ত ভারত সন্তানগণের অভাব দিন দিন আরও বৃদ্ধি করিতেছে। বিলাস-দাসের কত কি যে আবশ্যক হয় এবং তাহারা যে কত অর্থক্ষয় করে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে, স্তম্ভিত হইতে হয়! সাধারণতঃ, লোকের জুতা, জামা ও পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি থাকিলেই, ভদ্র সমাজে যাওয়ার কোন বাধা হয় না,—কিন্তু হায়! জুতা, জামা, কোট, রেসমি চাদর কি আলোয়ান, মিহি বিলাতি কাপড়, সাবান, সুগন্ধি তৈল,এসেন্স, আয়না, চিরুণী,উৎকৃষ্ট ছড়ি এবং স্থলবিশেষে, সুবর্ণ ফ্রেইম যুক্ত চশ্‌মা ও সোণার বোতাম প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গের শোভা-বর্দ্ধন না করিলে বিলাস-পরায়ণ ব্যক্তি অন্যত্র গমনে অক্ষম; আর

বিলাসিনী রমণীগণেরও, স্বুবর্ণময় বালা, অনন্ত ও হার প্রভৃতি এবং পার্শীসাড়ী, সেমিজ, বডিস্ ও স্নুগন্ধি তৈলাদির প্রয়োজন। উদর অন্নহীন,—কোশ অর্থহীন;—সেই দিকে দৃষ্টি নাই,—তথাপি, বিলাসিতার পূর্ণাহুতি চাই! হায়! ভারত সন্তানগণের উপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থই বিলাসিতার প্রীতি-সাধনে ব্যয়িত হয়! কি আর বলিব! "বাহিরে কোচার পত্তন, আর ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন," এই ভাবটি সম্যক্ প্রকাশিত হয়! হায়! মা! ভারতভূমি! তোমার সন্তানগণ, এরূপ অদ্ভুত উপাদানে গঠিত হইয়াছে যে, তাহার আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন! মা! তাইত বলিতেছি, এ দেশ আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ! এ দেশ আর ঋষিগণের লীলাস্থল নহে, তাঁহাদের কুলাঙ্গারগণের প্রেতভূমি।

৩। চরিত্রহীনতা।

নারায়ণ, লক্ষ লক্ষ লোকের চরিত্রহীনতা লক্ষ্য করিয়া, বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর, এই চিন্তা, তাঁহার মনে উদিত হইল,—"হায়! এই কলিকাতা নগরীতে কত লোক যে চরিত্রহীন, তাহা নির্ণয় করা স্নুকঠিন। অধিবাসীর সংখ্যা দশ লক্ষ; বেশ্যার সংখ্যাও বিশহাজারের উপর। হায়! এ স্থানে প্রতি হাজারে সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা পাঁচটির অধিক হইবে না! বারবনিতাগৃহে, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর যেন

হাট মিলে ; কত লোক যাইতেছে, কত আসিতেছে, তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য ! রাজা, জমীদার, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, মুহুরী, কেরাণী, দালাল, দোকানদার, আফিসের আমলা ও মুটে মজুর প্রভৃতির অধিকাংশই, এই পথের পথিক ! হায় ! ক্ষণিক সুখের জন্য অপরিণামদর্শী ও ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণ, অমূল্য চরিত্ররত্ন, অকাতরে বিক্রয় করে ! সাধু পুরুষ ও সাধ্বী রমণী পৃথিবীর শোভা ! তাঁহারা নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, যেরূপ আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন, অধর্ম্ম-পরায়ণ ধনবান্ ব্যক্তির ভাগ্যে তাহা দুর্লভ ! কপর্দ্দক-শূন্য কুটীরবাসী ও ধর্ম্ম-পরায়ণ, সামান্য কৃষকও, দুশ্চরিত্র লক্ষপতি হইতে, অধিকতর আদরণীয়। "পরিণামদর্শিতা" নামে একটি কবিতা, আমার মনে পড়িতেছে :—



পরিণামদর্শিতা।

ক্ষণেকের সুখ লভিবার তরে,
সপ্তাহ ভরিয়ে, কে কাঁদিতে চায় ?
কোথা বা সামান্য খেলনার দরে,
অমূল্য সময়, কাহার বিকায় ?

আছে কি নির্ব্বোধ ভিখারী এমন,
রাজদণ্ডাঘাত, বাসনা যে করে,—
রাজার মুকুট করিতে বহন,
কিম্বা পরশিতে, রাজচ্ছত্র করে ?

ভারত-সন্তান, ধর উপদেশ—
"শান্তি-সুখ" যদি, চাও অবিরাম,
যে কোন বিষয়ে, করিবে প্রবেশ,
স্থিরভাবে চিন্ত, তার পরিণাম।

বাস্তবিক, কলুষিত চরিত্র ভারতসন্তানগণ, একেবারেই পরিণাম চিন্তা করে না ; কেবল রূপের চাকৃচিক্য ও বাহ্য ভাবভঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইয়া, বারবনিতার প্রেমে আসক্ত হয়, এবং ইহকাল ও পরকালের সুখে জলাঞ্জলি দেয় ! উপদংশ তাহাদের অঙ্গের ভূষণ, আর অভাব, চির সহচর হয় ! তাহা-

দের, অন্তঃকরণ, দয়া-ধর্ম্ম, সত্য-সরলতা ও ভক্তিপ্রীতির স্বর্গীয় আলোক লাভে বঞ্চিত থাকে। পশুবৎ ইন্দ্রিয়সেবা আর মদ্যপানই, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়! তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ যেন পক্ষ বিশিষ্ট; গৃহাগত হওয়া মাত্রই, গৃহান্তরে উড়িয়া যায়। দুশ্চরিত্রতা নিবারণের জন্য, সপরিবারে বাস শ্রেয়ঃ বটে, কিন্তু হায়! মদ্যপান ও বেশ্যাবিলাসের এমনই মোহিনী শক্তি যে, অধিকাংশ স্থলেই, স্ত্রী, রাত্রিকালে একাকিনী শয্যায় পড়িয়া থাকেন,—আর গুণধর স্বামী, বারবনিতা-গৃহে রাত্রি যাপন করেন। হায়! কি আর দেখিব,—বহু লোকের ভোজন-স্থান হোটেল, আর শয়নাগার বেশ্যালয়! হায়! "পতিব্রতার আক্ষেপ" নামে, একটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে :—



পতিব্রতার আক্ষেপ।

ললিত লোচন, বারিপরিপ্লুত-
অনিন্দ্য বদনে চিন্তার লাঞ্ছন,
মুক্ত কেশরাশি, ভূমে নিপতিত,
বৃশ্চিক-বেদনা, করিছে দংশন !

শয়ন-প্রকোষ্ঠে, বসিয়া সুন্দরী,
মুছিয়া অঞ্চলে, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
বলে "প্রাণেশ্বর ! এস ত্বরা করি,
অধিনীরে আর, দিওনা রে ফাঁকি।

করে স্বর্ণবালা, কণ্ঠে হেমহার,
হিরণ্ময় দুল, লম্বিত করণে,
আজি হে তোমায় দিব উপহার,
সৌর-কর-রাশি-নিন্দিত-বরণে !

মদনের বাণ, অগ্নিশিখা মুখে,
বিঁধিয়াছে মোর, দুঃখের পরাণ,
কি কহিব কাকে, দহে প্রাণ দুঃখে,
"আমি ভিখারিণী," দুঃখিনী সমান।

যৌবনে যুবতী, পতির সোহাগ,
কাতর পরাণে, করে অভিলাষ,
তোমার বিরাগে, হয়েছি অবাক্,
জীবনে সুখের নাহি কোন আশ।

অবোধ অবলা, বাহ্য সুশোভনা,
ধনী রূপবান্, প্রিয়পতি চায়,
না ভাবে বিভব, ছেলের খেলনা,
পতি-মন-জ্যোতিঃ পানে নাহি চায়।

হ'ক্ প্রাণপতি, সম্পদ বিহীন,
না থাক্ জগতে, বন্ধু সুসহায়,
তবু সুখ, যদি হৃদয়-পুলিন,
বিধৌত দাম্পত্য-প্রেমাম্বু-লীলায়।

ওলো কুহকিনি, বেশ্যা ভুজঙ্গিনি,
দাম্পত্য প্রণয় করিয়া ছেদন,
বিরহ-বিধুরা, স্বামি-কাঙ্গালিনী,
ক'রেছ ক'জন, আমার মতন ?

ওলো পিশাচিনি, সর্ব্বস্ব-উদরি,
পবিত্র কামিনী-কুল-কলঙ্কিনি,
নিরয়বাসিনি, কিরাত-কিঙ্করি,
সাপিনি তাপিনি বারবিলাসিনি !

বড়ই আগুন, দিয়েছ জ্বালিয়ে,
হৃদয়-চুল্লীর অন্তরের তলে,
নিবিবেনা তাহা, প্রলয়ের বায়ে,
যমুনা অথবা জাহ্নবীর জলে !"

কলিকাতা কত, কনকপুতুল,
এরূপ কাঁদিয়ে, যামিনী কাটায়,
কত লতা-বধূ, হয় ছিন্ন মূল,
বিদলিত তরু, প্রেম-ঝটিকায়!

তাই বলি প্রিয়, পুরুষ সুজন,
এই নীতিকথা, শিখ এইবেলা,
অবৈধ প্রণয়ে, সঁপিয়ে জীবন,
বধিওনা প্রাণে, অবলা দুর্ব্বলা।

হায়! কেবল কলিকাতাবাসিনী কেন, বহু স্থানের বহু রমণীর এবম্বিধ আক্ষেপধ্বনি, আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে! আমি আকুল হইয়া পড়িয়াছি। ভারত-সন্তান, এক দিনের জন্যও চরিত্র কলুষিত করিও না। মদ্যপান ও বেশ্যা-সেবা বিষবৎ ত্যাগ কর। এই সকল পৈশাচিক কার্য্যে, তোমরা প্রমত্ত থাকিলে, ভারতের দৈন্য ও দুর্দ্দশা কিরূপে দূরীকৃত হইবে? যে দেশে, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করে, ইন্দ্রিয়সেবায় অর্থ ক্ষয়, সে দেশে শোভা পায় না, সে দেশে, সংযম, সাধুতা ও পরার্থপরতার প্রয়োজন।

৪। বারবনিতাপল্লী।

নারায়ণ, অলক্ষ্যভাবে বারবনিতাপল্লীসমূহ পরিদর্শন করিলেন। একতল, দ্বিতল ও ত্রিতলবাসিনী, সর্ব্বপ্রকার বারবনিতাই, তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। অনন্তর, এই চিন্তা-প্রবাহ তাঁহার মনে উদিত হইল :—হায়! এই সকল পাপীয়সী যে, কি ভয়ানকরূপে অর্থ শোষণ, আর সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও, হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ইহাদের বাস-ভবন যাবতীয় পাপের আবাসভূমি! এখানে সুচিন্তা ও সদ্ভাব অর্গলরুদ্ধ; এবং দয়াধর্ম্ম, ভক্তিপ্রীতি ও সত্যসরলতা অতল-গর্ভে নিহিত! পক্ষান্তরে কপটতা ও কুটিলতা এবং পশ্বাচার ও পশুভাব পূর্ণ বিকসিত! মানব বাজারে যাইয়া, আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করে, কিন্তু হায়! এই-রূপের বাজার হইতে, কেবল "অর্থস্বাস্থ্যনাশ ও অনর্থসঞ্চয়ের" বীজ গ্রহণ করে! অনন্তর, "হাহাকার-রূপ বৃক্ষ" ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং পরে "সর্ব্বনাশরূপ বিষাক্ত ফল" প্রসূত হয়! হায়! "ষড়রিপু" এই বাজারের রাজা; আর যত প্রমত্ত ও প্রলুব্ধ যুবক, তাহাদের ভক্ত প্রজা; এই হতভাগ্য মানব-নিচয়ই, এই বাজারে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় অথবা শমনসদনে গমন করে।

হায়! এই কলিকাতা নগরীতে বারবিলাসিনীর সংখ্যা বিশহাজারের উপর; তাহাদের মধ্যে অনেকে ধনবতী; ধন

দৌলত ও প্রাসাদের ন্যায় বাসভবন, দাসদাসী, দ্বারবান্ ও পাচক ব্রাহ্মণ, কোন বিষয়েরই অভাব নাই; সর্ব্বাঙ্গ কনকময় অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত। তাহারা পোষ্যকন্যা গ্রহণ করিয়া, বংশাবলী রক্ষা করে। কন্যা, বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, খড়্গের সহিত বিবাহিতা হয় এবং দেহ-বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্তা হয়! হায়! দেশের কুসন্তান ও সমাজের কলঙ্ক, নর-পিশাচ ধনবান্ ব্যক্তিগণ, তাহাদের যাবতীয় খরচ বহন করে। হায়! কত লোক যে বেশ্যা-সেবী, তাহা গণন করা সুকঠিন! সামান্য বেতন ভোগী কেরাণী হইতে, উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, অনেকেই এই শ্রেণী ভুক্ত! হায়! কি আর বলিব! পূজক ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্তও বেশ্যা-পরায়ণ; দেবালয়ে, দেবতার নিকট উৎসর্গী-কৃত অধিকাংশ মিষ্টান্ন, অনেক স্থলেই, বেশ্যালয়ে প্রেরিত হয়! দেবালয়-স্বামি, এ তত্ত্ব জান কি? হায়! এসকল দৃশ্য দর্শন করিয়া, আমি বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি! আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে! হায়! মা! তাইত বলিতেছি, এ দেশ, আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ; এ দেশ আর সে ঋষিগণের লীলাস্থল নহে, তাঁহাদের কুলাঙ্গারগণের প্রিয় নিকেতন। এই সকল চিন্তার পর, নারায়ণ, এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, এক প্রহর রাত্রির পর, বারবনিতা পল্লীতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, জনতা-প্রবাহ ছুটিয়াছে; দ্বিতল ও ত্রিতল ভবন

সমূহ আলোকমালায় সুশোভিত; কোন দ্বারে ব্রুহাম গাড়ী, কোথায়ও ল্যাণ্ডো, কোথায়ও বগ্‌গী, এবং কোথায়ও বা মটর গাড়ী দণ্ডায়মান। কোথায়ও হারমনিয়াম, এবং কোথায়ও বা তবলের মধুর ধ্বনির সঙ্গে বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীত যেন শ্রোতৃবর্গের কর্ণে অমৃত-সেচন করিতেছে! এমন সময় বৃদ্ধারূপী নারায়ণ, এক দ্বিতল ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারবান্‌কে সন্তুষ্ট করিয়া, উপরে উঠিলেন। দ্বিতলের কুঠরীগুলি উজ্জ্বল আলোক ও মনোরম চিত্র দ্বারা সুরঞ্জিত ছিল। বৃদ্ধাকে দর্শন মাত্র, বারবনিতাগণ সমবেত হইল এবং বিস্মিতভাবে বলিতে লাগিল "আহা! এমন জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীলোক ত কোথাও দেখিনি।" বৃদ্ধা বলিলেন, মাগো, তোমরাও ত কম সুন্দরী নও, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন সুন্দর ফুল দেব-সেবায় লাগিল না! মাগো দেবতার সেবা-দাসী হবে কি? আমি এজন্যই এসেছি। চল, আমার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে চল; তোমাদিগকে রাধা রাণীর দাসী করিব। মা, কেবল ইহকাল লইয়াই তোমাদের জীবন; তোমাদের কেবল ইহকালের সুখ, ইহ-কালের ভোগ; কেবল ইহকালের আশা, আর ইহকালের ভাষা। কিন্তু, মা! রাধা-রাণীর দাসী হইতে চাহিলে, পরকালের চিন্তাও করিতে হয়; "ভজ রাধা, রাধা শ্যাম, শ্রীরাধা-গোবিন্দনাম," কেবল এই শব্দোচ্চারণ করিবে। দেহ-বিক্রয় করিয়া, আর অর্থোপার্জ্জন করিও না। যে অর্থ

আছে, তাহাতেই, তোমাদের জীবন বেশ চলিবে; পথে এস মা! আর কাজ নাই; অর্থ না থাকিলেও, রাধারাণীই তোমাদিগকে অন্ন দান করিবেন। মা! শ্রীবৃন্দাবন স্বামীর শ্রীপদ-প্রান্তে আশ্রয় লও, ব্যাকুল হও; সরল হও; প্রার্থনা কর, যেন ভবিষ্যজন্মে আর এরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে না হয়। সাধ্বী স্ত্রীর মনে যে আনন্দ, সে স্বর্গীয় ভাব অনুভব করিবার শক্তি, তোমাদের আছে কি? তোমরা কপট ও কুটিল; বিলাসিনী ও কুহকিনী এবং যাবতীয় জটিল রোগের জন্মভূমি! মা! কি প্রয়োজন! অর্থোপার্জ্জনের জন্য এরূপ মায়ার জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজনীয়তা কি? চল, মা! আমার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনধাম চল। এই কুসংসর্গ পরিত্যাগ কর। হিন্দু বিধবার ন্যায়, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, তদ্গত চিত্তে ভগবানের উপাসনায় কাল কর্ত্তন কর। মদ্য, মাংস, ও মৎস্য স্পর্শ করিলেও, মহাপাপ বিবেচনা করিবে; যথাশক্তি পরোপকার কর এবং সুচিন্তা ও সদ্ভাবে আপন আপন হৃদয় পূর্ণ কর। তবে আমি, তোমাদিগকে রাধা-রাণীর দাসী করিতে পারিব। বিল্বমঙ্গলের "চিন্তামণি" ত, তোমাদেরই মত বেশ্যা ছিলেন; তিনিও ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমলাভে বঞ্চিতা হন নাই। চিন্তামণির ন্যায় সরল ও ব্যাকুল হও। "রাধাশ্যাম", অপরাধ মার্জ্জনা কর," এরূপ প্রার্থনা কর।

এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া, জনৈক বারবনিতা

ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "মাগো! আমরা মহাপাপিনী; জন্মমাত্র আমাদের মৃত্যু হইলে, ভাল হইত! আমাদেরও কি আবার মুক্তি আছে? আমরা নরকের কীট, নরক ভোগ করিব।" বৃদ্ধা বলিলেন, "মা, তা নয়; কঠোর উপাসনা দ্বারা, উৎকট পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। কোনও চিন্তা করিও না, মন প্রাণ ভগবানে সমর্পণ কর। আমি শ্রীবৃন্দাবন ধামে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। মাগো, আমি এক্ষণে চলিলাম।"

বারবনিতাগণ তাঁহার পদধূলি লইল এবং তাঁহাকে এক একটি টাকা "প্রণামী" দিল। বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের সুমতি হউক; তোমরা রাধা-রাণীর দাসী হওয়ার যোগ্যা হও"; কিন্তু, তিনি টাকা গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর তাহারা সকলেই চিন্তাকুল চিত্তে স্ব স্ব কুঠরীতে প্রত্যাগমন করিয়া, শয়ন করিল; তাহাদের মদ্যপান ও অসার আমোদ প্রমোদ বন্ধ রহিল।

এদিকে স্ত্রীমূর্ত্তিধারী নারায়ণ, অন্য বারবিলাসিনী গৃহে গমন করিলেন; তথায় দেখিলেন, চারিটি ভদ্রলোক আর চারিটি বারবনিতা, দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, দুখানা পালঙ্কোপরি বসিয়া, তাস খেলিতেছে; এক এক বারবনিতা, এক এক পুরুষের সহযোগিনী। এই ক্রীড়া-মত্ত যুবক যুবতীর সমক্ষে কয়েকটি মদের বোতল, আর কতিপয় পানপাত্র বিদ্যমান ছিল। বৃদ্ধা উপস্থিত হইলে, একজন বারবিলাসিনী চমকিত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও গা?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "আমি তোমাদের মুখের দিকে চাই, আর তোমাদের কাজের দিকে চাই।" অন্য বারবিলাসিনী বলিল, "আচ্ছা, তবে চাও।" বৃদ্ধা পুনরায় বলিলেন, "তোমাদের খেলা কিছুকাল বন্ধ কর, আর কয়েকটি কথা বল্‌তে চাই;" অন্য বারবনিতা উত্তর করিল, "আচ্ছা, বেশ বল।" খেলা কিছুকাল বন্ধ রহিল। এক এক ভদ্রলোকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন।

প্রথম ভদ্রলোকের প্রতি—কে! তোমাকে ত চিনি; তুমি না অমুক উকীল; এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ছিলে; এখানে কেন বাপু? তোমার স্ত্রী যেমন রূপবতী, তেমন গুণবতী; এমন স্বামি-সর্ব্বস্বা সহধর্ম্মিণী, আজ কাল দেখিতে পাই না। এ সব ত তাঁর দাসী হওয়ার যোগ্যাও নহে। এই কি লেখাপড়া শিক্ষার পরিণাম? যাও, গৃহে যাও; এ পাপালয়ে আর কখনও আসিও না। তোমরা বেশ্যা-বিলাসে প্রমত্ত থাকিলে, এ দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা, আর কে করিবে!

দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রতি—ওগো! তোমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলকেই ত চিনি; তাঁহাদের জন্ম গ্রহণে অমুক গ্রাম ধন্য হইয়াছে! তুমি নাকি সেই বংশের কুলাঙ্গার! জমিদারী আর রক্ষা করিতে পারিলে না; ঋণ ত পাঁচলক্ষ টাকা হইয়া উঠিল। তোমাকে বেশ্যা-সেবা ও মদ্য-পানে প্রমত্ত দেখিয়া, তোমার ধূর্ত্ত অমাত্যগণ, সম্পত্তি একরূপ

"লুট" করিতেছে। যাও, বাপু, বাটী যাও; তুমি সাধু-পুরুষের সন্তান, এ সব পৈশাচিক কার্য্য, তোমার যোগ্য নহে। আপন স্ত্রীতেই আসক্ত থাক; কখনও অন্য স্ত্রীর মুখ পানে তাকাইও না। তুমি সাধু-প্রকৃতি হইলে, ভগবান্‌ই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রতি—তুমিও ত পরিচিত লোক বলিয়াই মনে হইতেছে। হাঁ, ঠিক্ মনে পড়েছে; তুমি অমুক ডাক্তার। বাপু, তুমি, বোধ হয়, কখনও স্বাস্থ্য-তত্ত্ব পড়নি! যদি, তুমি ইহা পড়িয়া থাক, তবে বাপু, উপদংশ, প্রমেহ ও বাত-রোগের বীজ ক্রয় করিতে, এখানে আসিয়াছ কেন? যাও, এখন ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে, "মোক্তারি" কর গিয়ে।

চতুর্থ ভদ্রলোকের প্রতি—তুমি ত প্রসিদ্ধ লোক, অমুক কলেজের প্রফেসার, নাম অমুক। হায়! তোমার মত প্রবীণ লোকও যদি এ পাপ-গৃহে আগমন করে, তবে যে তোমার যুবক ছাত্রগণ আসিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? হায়! এই কি লেখাপড়া শিক্ষার পরিণাম? শিক্ষক, আদর্শ-চরিত্র হইবেন; তোমার মত লোক কি শিক্ষক হওয়ার যোগ্য! যাহারা রক্ষক, তাহারা যদি ভক্ষক হয়, তবে এ অধঃপতিত দেশের উপায় কি? যাও বৎস, আর কখনও এ পাপ-গৃহে প্রবেশ করিও না।

বিষধরের কেবল বিষদন্তে বিষ, কিন্তু জানিও, বারবনিতার সর্ব্বাঙ্গেই বিষ।

কবি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন,—

" আপাত মধুর পাপ, কার্য্যকালে বটে,
পরিণামে পরিতাপ, অবশ্যই ঘটে "।

অতএব বৎস, পরিণাম চিন্তা কর; তাহা না হইলে, কেবল অনুতাপ ও অশ্রুবর্ষণই সার হইবে।

অনন্তর বৃদ্ধা বারবনিতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মাগো ! তোমরাও সাবধান হও ; এ সব আমোদ-প্রমোদ অসার ; রূপ-যৌবনের ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গেই, এই সকল বঁধুর অন্তর্দ্ধান ঘটিবে ; অবশেষে, কুষ্ঠ কি উপদংশ রোগগ্রস্ত হইয়া, অসহায়াবস্থায় দিন-যাপন করিবে। রাধারাণীর দাসী হবে ত শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসিনী হও ; এখনও ব্রজেশ্বরী তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন।

"মাগো ! আমি চলিলাম ; তোমরা এখন পথে এস," এই বলিয়া, বৃদ্ধা অদৃশ্যা হইলেন।

ভদ্রলোক ও বারবনিতাগণ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়া, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং বৃদ্ধা যে নিশ্চয়ই মানবী নহেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে, স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

অতঃপর, একটি মর্ম্মভেদী দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ও, স্থানে স্থানে বারবিলাসিনীগণ, পথি-পার্শ্বে দণ্ডায়মান। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ; মৃদু মৃদু বারি-বর্ষণ ও বজ্রধ্বনি হইতেছিল। এই সময়, তিনি

এক বৃদ্ধব্রাহ্মণ বেশে, তাহাদিগকে বলিলেন, "মাগো! এই কি মাতা পিতার আদরের ধন গৃহ-লক্ষ্মীদের পরিণাম! এই কি অসূর্য্যম্পশ্যা, স্বামীর অঙ্ক-শোভিনী রমণীর ভাগ্য!

মা গো! কুলোকের প্ররোচনায় ও প্রলোভনে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়া, পিশাচীর ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ। মা, গৃহে যাও, শ্রীবৃন্দাবন স্বামীর আশ্রয় লও; শ্রীধাম যাওয়ার পাথেয় দিলাম," এই বলিয়া বৃদ্ধরূপী নারায়ণ, প্রত্যেককে পঁচিশটি করিয়া টাকা দিয়া, স্থানান্তরে গমন করিলেন।

বারবিলাসিনীগণ অনুতপ্ত হইল এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে স্বস্ব কুটীরে প্রস্থান করিল।

৫। দুর্ভাগ্য কেরাণীকুল।

নারায়ণ, কেরাণীকুলের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া, পরিতপ্ত হইলেন। অনন্তর, এই চিন্তা, তাঁহার মনে উদিত হইল, হায়! অধিকাংশ কেরাণী বিশ হইতে ত্রিশ টাকা মাহিয়ানা পায়। এই সামান্য অর্থের জন্য, তাহারা যেরূপ লাঞ্ছিত ও অবমানিত হয়, তাহা কেবল এই অভিনব ভারতেই সম্ভবে! তাহাদিগকে, দৈনিক অন্যূন আট দশ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয়! সামান্য খেলনার দরে, অমূল্য সময়-রত্ন, একরূপ বিক্রীত হয়! মা! ভারত-ভূমি! তুমি, এরূপ হীনাবস্থায় উপনীত হইয়াছ যে, তোমার সন্তানগণ, এই সামান্য অর্থকেই, মূল্যবান্ সামগ্রী বলিয়া মনে করে। হায়! একটি মর্ম্মভেদি-কবিতা, মনে পড়িল :—

দুঃখের কাহিনী।

আমি সংসারে আসিলাম, কি যে করিলাম, তা ত জানি না,
কেন খাটি খুটি, সারা দিন রাতি, ভেবে তার কূল, পাই না।

খাই ত কদন্ন, এত মোর দৈন্য,
তাতে সংসারেব চাপে, মরি পরিতাপে,
জীবনের গতি যে কি, তা ত বুঝি না।

কেন যে আসিলাম, কি যে করিলাম, তা ত জানি না,
দুঃখের জীবন, চলিয়া গেল, কিন্তু জ্বালা, তবু গেল না।

গেল ইহকাল, গেল পরকাল, নাহি গোপনের কিছু,
অমিয় আহ্বানে, যেবা কথা কয়, যাই তার পিছু পিছু।

আমি কর্ম্মহীন, ধর্ম্ম কেন মোরে, করিবে রক্ষা ?
তাই, কৃপার ভিখারী, যার তার কাছে,
সৌভাগ্যের কণা, করি ভিক্ষা।

আমার অন্ন জোটে, কপালের জোরে,
এ কথাটি কভু বলি না।
বিভু ত দয়াল বটে, তাই যাহা কিছু ঘটে,
শ্রমের বেলায়, পূর্ণ ষোল আনা, লাভের বেলায় মানা !

মনিবের আঁখি-তারা, যদি দেখি হাসিভরা,
তবে ত সে দিন ভাবি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন,
না থাক্ গৃহেতে অন্ন, কিম্বা তাম্র মুদ্রা,
কিনিবারে দুগ্ধ, শিশু তনয়ের জন্য !

যদি প্রভু হেসে হেসে, কথা বলে, কাছে এসে,
অনাহারে অনিদ্রায়, খাটিবার জন্য,
কি বলিব হায় হায় ! খেদে প্রাণ ফেটে যায়,
এ পোড়া জীবনে, তাহাও ত মানি ধন্য !

কিন্তু আবার,—

প্রভুর বদনখানি, মেঘাবৃত অনুমানি,
ভাবী বিপদের কত, মনে করি শঙ্কা,
বলে বজ্র নিনাদে, আঁখি লাল করি,
"কাজের বেলায় ঘণ্টা, মাসান্তে কেবল তঙ্কা।"

অভাবের তাপে হায় ! মনুষ্যত্ব ম'রে যায়,
অপরাধী হ'য়ে যেন, থাকি জীবন্মৃত,
যত গর্ব্বিত মানবে, বর্ব্বর ভাবিয়া, দেয় গালি কত শত।

বান্ধব সকলে, অন্য পথে চলে,
কি জানি, তা'দের কাছে, চাহি যদি ভিক্ষা,
পরমেশ ! পাঠায়ে আমায় দুঃখের সংসারে,
দে'ছ দয়া ক'রে, বেশ শিক্ষা।

এখন,

তুমিই আমার, সংসারের সার,
স্বার্থময় জগতের কেহ কিছু নয়,
রাখিও দয়াল, তব শ্রীচরণে,
দীনহীন ব'লে, করিও না ভয়।

কবিতাটি কি মর্ম্মভেদী! কি হৃদয় বিদারক! বৎসগণ, স্ত্রী-পুত্র লইয়া কতই না কষ্ট ভোগ করে! দৈনন্দিন চাউল, দাইল, তৈল, ও মসল্লা প্রভৃতির অভাব চিন্তায়, প্রতি মুহূর্ত্তেই, তাহাদের মনে অশান্তি বিরাজ করে। অন্নপূর্ণাই অন্নের কাঙ্গাল! তাই আজ, তাহারা, মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য, হাহাকার করিয়া, দিন যাপন করিতেছে! আহা! কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, স্ব স্ব কেরাণী-কুলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে, আমার কতই না আনন্দের বিষয় হয়! তাহারা যেমন পরিশ্রমী, তেমনই নিরীহ; তাহাদের প্রতি দৃষ্টিহীনতা ন্যায়-সঙ্গত নহে।

৬। ভেজাল ঘৃত ও ভেজাল দুগ্ধ।

নারায়ণ, দুগ্ধ ও ঘৃতের বিকৃতভাব দর্শন করিয়া, মর্ম্মাহত হইলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আহা! দুগ্ধ ও ঘৃত জীবন-স্বরূপ! বিধাতার সৃষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যে, এমন উপকারী ও উপাদেয় সামগ্রী আর নাই! এই কারণেই গাভী, আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক উপমাতা নামে অভিহিতা হন! আহা, মায়ের কি অপার দয়া! কি অলৌকিক স্বার্থত্যাগ! মা ভক্ষণ করেন

সামান্য তৃণ, কিন্তু বিতরণ করেন অমৃতময় দুগ্ধ! দেব-প্রতিম, সাধু নর-নারীর স্বভাবও ঠিক্ এইরূপ; অন্যের পরিত্যক্ত সামান্য দ্রব্য তাঁহাদের ভোগ্য; কিন্তু, পৃথিবীর উপকার যাহা করেন তাহা অমূল্য! হায়! এমন অমৃতময় দুগ্ধ ও ঘৃতও, পাষণ্ড ব্যবসায়ীদের হস্তে, বিষরূপে পরিণত হয়! কি ভয়ানক কথা! অর্থোপার্জ্জনের কি ঘৃণিত পন্থা! ঘৃতে, বাদাম-তৈল ও চর্ব্বি প্রভৃতি, আর দুগ্ধে, ময়দা ও বাতাসা মিশ্রিত জল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত হয়! ঘৃত দুর্গন্ধময় হয় এবং দুগ্ধের শুভ্র বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না; স্থল বিশেষে, এরূপ দুগ্ধকে "শুভ্র সলিল" বলা যায়। হবিঃ ভিন্ন যজ্ঞ হয় না; কলিকালে, দেব-ভোগ্য হবির এরূপ দুর্গতি ঘটিবে বলিয়াই, বোধ হয়, আর্য্য-ঋষিগণ বিশেষ যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন নাই।" এই সকল চিন্তার পর নারায়ণ, এক জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীবেশে, এই পাষণ্ড ব্যবসায়ীদের সমাজে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, বৎসগণ, দুগ্ধ ও ঘৃত বিকৃত করিয়া, তোমরা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছ কেন? এই স্বর্গীয় দ্রব্য নষ্ট করিতে কি, তোমাদের কিছুমাত্র দুঃখ হয় না? আমি দেখিতেছি, ঘৃণিত চৌর্য্যবৃত্তি অপেক্ষাও, তোমাদের ব্যবসায় অধিকতর ঘৃণনীয়। অতএব বৎস, এই অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের অভিলাষ পরিত্যাগ কর। একেবারে ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য হইও না। তোমাদের ন্যায়, দেশের সর্ব্ব-নাশক আর কেহই নহে। তোমরা দুগ্ধে জল মিশ্রিত কর; বৎসহীন গাভী হইতে অস্বাভাবিক উপায়ে

অর্থাৎ "ফুকাদিয়া" দুগ্ধ বাহির কর; প্রকৃতপক্ষে, ইহা দুগ্ধই নহে, বিষের ন্যায় অপকারী; অধিক লাভের জন্য ঘৃতে বিষাক্ত সর্পের চর্ব্বি মিশ্রিত করিতেও ত্রুটি কর না। বিকৃত দুগ্ধ পান ও বিকৃত ঘৃত ভক্ষণ করিয়া, ভারত সন্তানগণ, দিন দিন অধিকতর রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। দেখ, তোমাদের ন্যায় মহাপাপী আর কে আছে? কৃত্রিমতার প্রয়োজন কি? খাঁটি জিনিষ দাও: উপযুক্ত মূল্য লও, ইহাতে বিক্রয় অল্প হইলেও ভাল। প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী, কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এইরূপ ঘৃণিত উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ, উপলখণ্ডের ন্যায় অসার মনে করিও। দুগ্ধ ও ঘৃত প্রাণান্তেও বিকৃত করিও না। এ দুটি স্বর্গীয় জিনিষ, মানব বহু পুণ্য-ফলে লাভ করিয়াছে। যদি আমার বাক্যের অন্যথাচরণ কর, তবে নিশ্চয় জানিও, তোমাদের শরীরের রক্ত মাংসও, এইরূপ বিকৃত হইবে এবং তোমরা বন্ধু-বান্ধবের অস্পৃশ্য হইয়া, মনের দুঃখে দিন যাপন করিবে।"

৭। কসাইখানা।

নারায়ণ, "কসাইখানা" পরিদর্শন করিয়া, মর্ম্মাহত হইলেন; দেখিলেন, কোথায়ও গোবধ, আর কোথায়ও বা ছাগবধ হয়। টেঙ্গরা নামক স্থানে গোবধের জন্য যে কল স্থাপিত আছে, তাহা দর্শন করিয়া, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! অনন্তর, এই চিন্তাপ্রবাহ তাঁহার মনে উপস্থিত হইল, হায়রে কলিকাল! এই পৈশাচিক কার্য্য কলাপ তোমাতেই সম্ভবে! গো মাতৃ তুল্যা;

গো-বধ আর মাতৃ-বধ একই কথা। এই কি মায়ের অমৃতময় দুগ্ধ দানের ফল! কিম্বা, প্রখর সূর্য্য কিরণে, বৃষ ও বলদের ভূমি-কর্ষণের পরিণাম! প্রতিদিন যে কত সহস্র গো-বধ হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন! গোজাতির অভাবে, ভূমি উপযুক্ত পরিমাণে কর্ষিত হয় না এবং ভারত-সন্তানগণও উদর-পূর্ণ করিয়া, দুগ্ধ-পান করিতে পায় না; কাজেই দুর্ভিক্ষ এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য সর্ব্বত্র বিরাজমান! মাতৃবধ, আর জন্ম-ভূমির সর্ব্বনাশ সাধনই, যাহাদের জীবনের ব্রত, তাহারাই কলির উপযুক্ত সন্তান! পক্ষান্তরে আবার ভারত-ভূমি, নিরীহ ছাগাদি পশু বধের মহাপাপে, দিন দিনই ভারাক্রান্তা হইতেছেন। "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ" এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ, আর গৃহীত হয় না। এখন কেবল মাংস লোলুপতাই, ছাগাদি পশু বধের একমাত্র কারণ বলিয়া অনুমিত হয়! অধিকাংশ মানবই পশুভাবাপন্ন; কাজেই, আমিষ-ভক্ষণে একান্ত অভিলাষী। অধিকাংশ মানবেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান, কি ভাল মন্দ বিচার নাই, কেবল উদর-পূর্ত্তি সাধনই এক মাত্র লক্ষ্য। আমার প্রিয় মাড়োয়ারিগণ ধন্য; পশু-ক্লেশ নিবারণের জন্য, তাহারা অকাতরে অর্থব্যয় করে; রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য অশ্ব ও গবাদি রক্ষার জন্য তাহারা "পিঞ্জিরা পুল" নামে যে পশুশালা স্থাপন করিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই বাক্যের অর্থ, তাহারা বেশ বুঝিয়াছে, পক্ষান্তরে, তাহারা মাংসাশী মানব হইতে অধিকতর সুস্থ পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল চিন্তার পর, নারায়ণ,

এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক, এক ছাগমাংস বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইলেন। কসাই, অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, ক'সের মাংস দরকার? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, বৎস! আমি মাংস চাহি না; তোমাকে কয়েকটি কথা বলিতে আসিয়াছি।

কসাই। আচ্ছা, বলুন।

সন্ন্যাসী। কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছ কেন? প্রকৃত কথা বলিও।

কসাই। লোকদিগকে ভুলাইবার জন্য।

স। কিরূপে ভুলাও?

ক। অনেক লোক মায়ের প্রসাদ খাইতে চাহেন, সেই জন্য।

স। এই কসাইকালীর নিকট ছাগ বলি দিলেই কি মায়ের প্রসাদ হয়?

ক। আজ্ঞে, কিছুই নয়, লোকের ভ্রম; এটি ব্যবসায়ের একটি কৌশল মাত্র।

স। সকলকেই কি সদ্যমাংস বিক্রয় কর?

ক। ঠাকুর, আপনি খাবেন না, কাহাকে বলিবেনও না, তিন চারি দিবসের বাসি-মাংসও, সদ্যহত ছাগ-রক্তমিশ্রণে টাট্‌কা মাংসরূপে বিক্রয় করিয়া থাকি।

স। তুমি এ পর্য্যন্ত কতটি ছাগ হত্যা করিয়াছ?

ক। দশ হাজারের ন্যূন নহে।

স। দশ হাজার! সর্ব্বনাশ! অর্থের জন্য এরূপ ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছ কেন?

ক। ঠাকুর, পেটের দায়ে, সবই করিতে হয়।

স। না, তাহা নহে; ভিক্ষা করাও অধিকতর শ্রেয়ঃ। এই মহাপাপের কার্য্য, আর করিও না। রত্নাকর দস্যুর নাম শুনিয়াছ কি?

ক। আজ্ঞে হাঁ, শুনিয়াছি।

স। সে কিরূপ লোক ছিল?

ক। সে মহাপাপী ছিল।

স। আর, তুমিও ত, তাহারই তুল্য মহাপাপী। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কেহই তোমার পাপের ভাগী হইবে না। তুমি আপন কর্ম্মফল, আপনিই ভোগ করিবে।

একটি শ্লোক আছে,

রাজ পুত্র চিরঞ্জীব মা জীব মুনিপুত্রক!
জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর।

অর্থাৎ হে রাজ পুত্র! তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাক; কারণ, তুমি যত দিন, এই পৃথিবীতে থাকিবে, তত দিনই, তোমার সুখ; মরিলে, নরকে তোমার স্থান হইবে। হে মুনিপুত্র! তুমি, এখনই মর; কারণ, তোমার যত কষ্ট, ইহলোকে; পরলোকে, তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। হে সাধু! তোমার পক্ষে, বাঁচা ও মরা, উভয়ই তুল্য; কারণ, তোমার ইহকালে যেমন সুখ, পরকালেও, তেমনই সুখ। হে ব্যাধ! তুমি, বাঁচিয়াও থাকিও না, অথবা

তোমার মৃত্যুও যেন না হয়; কারণ, তোমার ইহকালে যেমন কষ্ট, পরকালেও তেমনই কষ্ট।

বৎস! তোমার দশাও ঠিক এইরূপ; তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই গেল। অতএব বৎস, এই ঘৃণিত পন্থা, অদ্যই পরিত্যাগ কর। তাহা না হইলে, তুমি অনন্ত নরকে বাস করিবে এবং তোমার মাংসও অন্য প্রাণীর ভক্ষ্য হইবে।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, কসাইর মনে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইল এবং সে, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উপায়ান্তর গ্রহণ করিবে, এই চিন্তা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীরূপী নারায়ণও, এই সময়, অদৃশ্য হইলেন।

৮। কালীঘাটে ৺কালীমাতা।

নারায়ণ, কালীঘাটে বাবা নকুলেশ্বর ও কালীমাতা দর্শনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। বহু যাত্রী, বহু সেবক, বহু পুরোহিত, বহু দোকানদার ও ভিক্ষুক, তাঁহার নয়ন-গোচর হইল; কিন্তু হায়! আন্তরিক ব্যাকুলতা, অতি অল্প লোকেই অনুভব করিলেন। বহু দুশ্চরিত্র নর-নারীও, তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! অনন্তর এই চিন্তা-স্রোত, তাঁহার মনে উদিত হইল, "হায়! কেবল অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন, উদরের পূর্ত্তি-সাধন, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, অধিকাংশ লোকেরই মূলমন্ত্র! দেবালয়ের সেবক হইতে সামান্য দোকানদার পর্য্যন্ত,

সকলে একই মন্ত্রের উপাসক। যাত্রীগণ কর্ত্তৃক দেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত মিষ্টান্নের সিকি অংশও, প্রসাদরূপে তাহাদের নিকট প্রত্যর্পিত হয় না। দোকানদারগণ, দুই পয়সার দ্রব্য দ্বারা, আট পয়সা গ্রহণ করে। ভিক্ষুকের দল, কলে, বলে, ছলে, অনুনয়-বিনয়ে, অর্থ-আদায় করিবার জন্যই ব্যস্ত! কেবল অর্থ! কেবল অর্থ! অর্থ ভিন্ন, পরমার্থের দিকে, অতি অল্প লোকেরই লক্ষ্য। যাত্রীগণও হুজুগে মত্ত; প্রকৃত মাতৃ-ভক্ত যাত্রী অতি বিরল! দেবালয়ের সেবকগণেরও, ভক্তি অপেক্ষা, অর্থ-লোভই প্রবল। ভারত-ভূমি! আবার শুক, বেদব্যাস, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের ন্যায় পুত্রগণকে প্রসব কর না কেন মা! আবার ভক্ত ও কর্ম্মী পুত্রগণ তোমার ক্রোড়দেশে বিরাজ করুক; মা! তুমি সুখী হও, আমারও সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হউক।”

৯। বিদ্যালয়।

নারায়ণ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষার যাবতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া, সাতিশয় আনন্দ-লাভ করিলেন। অনন্তর, এই চিন্তা-প্রবাহ, তাঁহার মনে উদিত হইল,—আহা! শিক্ষার বন্দোবস্ত কি সুন্দর! কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্প ছাত্রই ইহার মর্ম্ম-গ্রহণে সমর্থ! চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনই শিক্ষার মুখ্য বিষয়, আর, অর্থোপার্জ্জন, গৌণ বিষয় বলিয়া, পরিগণিত। ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন ধর্ম্ম, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ ও শিল্প-বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

এই অধঃপতিত দেশে, অর্থকরী বিদ্যা, আর লুপ্ত অথবা সুপ্ত ধর্ম্মভাব-জাগরণ, উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

রাজ-প্রসাদে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, বালক-বালিকার শিক্ষার জন্য, বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে; ইহা মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু ভারতীয় নব্য নর নারী, মনুষ্যত্বের হিসাবে, কেন যে পশ্চাৎ নিপতিত, ইহা আমার বুদ্ধির অতীত! বিদ্যালয়, অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র প্রস্তুত করে, কিন্তু প্রকৃত "মানুষ" সৃষ্টি করে না কেন!

ভারতীয় বিদ্যালয়, প্রায়ই শিক্ষিত-প্রবঞ্চক, অহঙ্কারী, ব্যভিচারী, স্বার্থপর, ভক্তি-প্রীতি-সত্য ও সরলতা শূন্য, অপদার্থ জীব সৃষ্টি করে, কিন্তু স্বার্থত্যাগী, উদার-হৃদয়, সংযত ও দেব-স্বভাব মানব সৃষ্টি করে না কেন! এবম্বিধ চিন্তায় নারায়ণ নিতান্ত পরিতপ্ত হইলেন এবং ভারত-বাসীর আত্মার অধঃপতন চিন্তা করিতে করিতে, স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

১০। ছাত্রাবাস।

নারায়ণ, ছাত্রাবাস সমূহ অলক্ষ্য ভাবে পরিদর্শন করিলেন। বালক, যুবক ও প্রৌঢ়, সর্ব্বপ্রকার ছাত্রই, তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল; দেখিলেন, অনেক ছাত্র অমনোযোগী ও অধর্ম্ম-পরায়ণ; কেহ বা বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি; কেহ বা স্থির-ধীর ও অভিনিবেশ-সম্পন্ন; কেহ বা, ঈশ্বরে ও দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্; ইহা দর্শন করিয়া, তিনি, কোমল-মতি ছাত্রগণকে কতিপয়

উপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন। এই অভিপ্রায়ে, তিনি, এক জ্যোতির্ম্ময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে ছাত্রাবাস সমূহে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎসগণ! আমি তোমাদের ঠাকুর দাদা অপেক্ষাও বড়; আমার অভিজ্ঞতাও খুব বেশী; আমি, তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে আসিয়াছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। বৎসগণ, তোমরা দেশের গৌরব; সমাজের আশাস্থল; ভারত-মাতার বড়ই দুর্দ্দিন! অধর্ম্ম, অভাব ও অশান্তি এবং মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচারের প্লাবনে দেশ ডুবিয়া গেল! দেশের এই সকল আবর্জ্জনাজাল দূর করিতে, কেবল তোমরাই সক্ষম, অন্য কেহই নহে। তোমরা আর্য্য-ঋষির সন্তান; তাঁহাদের ভক্তি, প্রীতি ও সরলতা চির-প্রসিদ্ধ; তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তী হইও। রাজা, দেবতা; সাধারণ মনুষ্য নহেন; অতএব রাজাধিরাজ ইংরাজরাজের প্রতি অটল ভক্তি রাখিও। কেবল আক্ষরিক বিদ্যা শিক্ষা করিও না, ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। ব্রহ্ম-বিদ্যা না থাকিলে, বি, এ, এম্, এ পাশের প্রশংসা-পত্র সকলও কেবল অর্থোপার্জ্জনের সহায় বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হয়। এক দিনের জন্যও পিতা মাতার মনে, অশান্তি আনয়ন করিও না; তোমরা, তাঁহাদের বহু যত্ন ও সাধনা-লব্ধ ধন। তোমাদেরমুখ-চন্দ্র দর্শনে, তাঁহারা, পৃথিবীর দুঃখ-রাশি অম্লান-বদনে সহ্য করেন। আর একটি কথা বলিতেছি, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও; চরিত্র যেন কখনও কলুষিত না হয় এবং

সর্ব্বদাই যেন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকে ; সংসারে চলিতে, এমন মূল্যবান্ জিনিষ, আর কিছুই নাই। কখনও হুজুগে মাতিও না, আপন আপন অবস্থানুসারে চলিও। তোমরা, পিতা অথবা ভ্রাতার বহু শ্রমার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতেছ, তাহা যেন সার্থক হয়। তোমাদের মধ্যে, অনেকেই গরীবের ছেলে, এ ভাবটি যেন মনে থাকে। যদি আমার কথানুসারে কার্য্য কর, তবে দেবতারা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং ভগবান্‌ও উদ্দেশ্য-সাধনের সহায় হইবেন। তোমরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও, তোমাদের এইরূপ শান্তমূর্ত্তি, সহানুভূতি ও পরার্থ-পরতা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সংসার সুখময় হউক, তোমরা মায়ের সুসন্তান হও।

অনন্তর, ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। উক্ত অমূল্য উপদেশানুসারে সকলেই কার্য্য করিবে, এরূপ ভাবিতে ভাবিতে, ছাত্রগণও স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

১১। বিলাসিনী বধূ।

সেন মহাশয়দের ভবনে এক বিলাসিনী বধূ আছে; নাম শোভা। শোভা, তাহার নামের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছে। তাহার হাতে বালা ও অনন্ত, গলে হার এবং কর্ণে মাকড়ী সর্ব্বদা বিরাজ করিত। ৫ খানা দেশী সাড়ী,

১০ খানা নিত্য পরিধানের কাপড়, ২ খানা পার্শী সাড়ী, ৫টা সেমিজ, ২ বাক্স সাবান, ৬ শিশি ফুলেল তৈল, ৬ শিশি এসেন্স, উৎকৃষ্ট চিরুণী ৫ খানা, আয়না ছোট বড় ৪ খানা, স্লিপার ২ জোড়া ও ৩ শিশি তরল আল্‌তা, নিত্য গৃহে না থাকিলে, তাহার নিদ্রা আসিত না।

শোভার বয়স আঠার বৎসর; স্বামী রমেশচন্দ্র, এক সদাগর আফিসের কেরাণী; মাসিক একশত টাকা মাহিয়ানা পায়। সংসারে, বৃদ্ধা মাতা, আর এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন অন্য লোক নাই। নারায়ণ, শোভার চরিত্র দর্শনের জন্য, এক দিবস প্রাতঃকালে, এ গৃহে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, শোভা বেলা আট ঘটিকার সময়, নিদ্রা হইতে উঠিল; দাঁত মাজিল; মুখ ধুইল; আয়না দিয়া মুখ দেখিল; এক ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া, মাথায় সুগন্ধি তৈল দিল এবং চুল আঁচড়াইল; তৎপর স্নান করিতে গেল; সাবান দিয়া শরীর মাজিতে লাগিল; একখানা সাবানের অর্দ্ধাংশ ক্ষয় করিল; স্নানের পর, সেমিজ ও ফরাসডাঙ্গার সাড়ী পরিল; আবার চুল আঁচড়াইল ও আয়নায় মুখ দেখিল; মুখে ও কাপড়ে কিছু এসেন্স দিল; অতঃপর শয়ন করিয়া, বিস্কুট খাইতে খাইতে "বিদ্যা-সুন্দর" পড়িতে লাগিল।

এদিকে রমেশের মাতা ও বিধবা ভগিনী, কমলা, নিদ্রা হইতে উঠিয়া, গোবর-ছড়া দিলেন, ঘর নিকাইলেন এবং রন্ধন করিতে গেলেন। কমলা, বাল-বিধবা বলিয়া, বৃদ্ধা স্বাধীনভাবে তাহাকে কাজ করিতে দিতেন না, সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে থাকিতেন।

রন্ধন-গৃহের দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেই, শোভার মাথা ধরে, অসুখ হয়; দৈবাৎ কখনও রন্ধন-কার্য্য করিতে গেলে, তাহার কষ্টের সীমা থাকে না; শরীর মার্জ্জনায় একখানা সাবান ক্ষয় হয়। এইজন্য, রমেশ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে,—মা ও ভগিনীই যাবতীয় কার্য্য করিবেন; তাঁহাদের অভাবে, ঝি ও পাচিকা, সেই স্থান পূর্ণ করিবে।

রমেশ বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল; ১০টার সময় গৃহে ফিরিল; তাড়াতাড়ি স্নান করিল; তৎপর মসূরের দাইল ও আলুসিদ্ধ সহ সরু চাউলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া, আফিসে যাত্রা করিল। প্রতিমাসে মাহিয়ানা পাওয়া মাত্রই, রমেশকে, গৃহিণীর হস্তে পঞ্চাশটি টাকা অর্পণ করিতে হয়; অবশিষ্ট পঞ্চাশ টাকা দ্বারা তাহাকে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। দীর্ঘকাল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, তাহার শরীর দিন দিন শ্রীহীন হইতেছে।

রমেশ আফিসে যাওয়ার পর, বৃদ্ধা আসিয়া বলিলেন, "বউ মা! এক্ষণে উঠ, রান্না প্রস্তুত হইয়াছে।" বধূ উত্তর করিল, "আমার বড্ড মাথা ধ'রেছে; দিদিকে বল, এখানে ভাত ঢেকে রাখে।" তাঁহারা তাহাই করিলেন, পরে স্নান করিতে গেলেন।

কিয়ৎকাল পর বধূ উঠিল; আহার করিল এবং থালা-বাটী কল-তলায় রাখিয়া, মুখ ধৌত করিতে লাগিল। অনন্তর শয়ন-গৃহে গমন-পূর্ব্বক, পান চিবাইতে চিবাইতে, বধূ আয়নায় মুখ দেখিতে লাগিল। এই সময়, নারায়ণ, এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর

বেশে, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,— "বউ মা! কয়েকটি কথা বলিতে আসিয়াছি; শুনিবে কি? তোমার স্বভাব-দর্শনে, যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। মা! তুমি, সংসারের কোন কাজকর্ম্ম কর না, কেবল, বেশ-বিন্যাসেই ব্যস্ত। তুমি গৃহস্থের বধূ, গৃহের লক্ষ্মী; তোমার এরূপ ভাব শোভা পায় কি? বিলাস-ভোগের জন্য, প্রতিমাসে রমেশের মাহিয়ানার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ কর; মা, ইহাতে তাহাব বড় কষ্ট হয়; তোমার নিজের জন্য পাঁচ টাকা মাত্র রাখিয়া, অবশিষ্ট টাকা সংসারের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে দিও। রমেশ দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে, কিন্তু কোন পুষ্টিকর খাদ্য তাহার ভাগ্যে ঘটে না; ইহাতে তোমার দুঃখ-বোধ হয় না কি? এরূপ ভাবে থাকিলে সে কতদিন বাঁচিবে? তোমার শাশুড়ীর বয়স, প্রায় সত্তর বৎসর,—কমলা, বাল-বিধবা; তাঁহারা ঝি ও পাচিকার ন্যায় কার্য্য করেন। ইহাতে তুমি মহাপাপ সঞ্চয় করিতেছ। মা! এক্ষণে তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দাও। জীবন কর্ম্মময়; কর্ম্ম না করিলে, আর জীবনের মূল্য কি? খাওয়া, পরা, পান-সাজা, আর বেশ-বিন্যাস ভিন্ন, তুমি কি কার্য্য কর, বল? আলমারী-ভরা ফুলেল তৈল, আর পোষাক-পরিচ্ছদের কি দরকার? শরীরের সৌষ্ঠব-সাধনাপেক্ষা, আত্মার সৌন্দর্য্য-বিধানে, অধিকতর যত্ন করিতে হয়। আত্মা—পাখী; আর শরীর—পিঞ্জর। এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশী ভাল হওয়া দরকার, বল দেখি? পাখীটি, কি পিঞ্জরটি?"

সন্ন্যাসিনীর কথা শ্রবণ করিয়া, শোভা উত্তর করিল, "মা! আমাকে এরূপ সদুপদেশ কেহ কখনও প্রদান করে নাই। বাস্তবিক, আমি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিতেছি; আগামী কল্য হইতে আপনার উপদেশ মতই কার্য্য করিব। মাকে, দিদিকে আর গৃহস্থালীর কাজ করিতে দিব না; আমি, অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, নিজ হস্তেই সব কাজ করিব। সুগন্ধি তৈলাদির জন্য আর এত টাকা ব্যয় করিব না। স্বামীর সুখ-দুঃখ বুঝিয়া চলিব। নারায়ণের নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করিব।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "মা! তোমার কথা শ্রবণ করিয়া, আমি যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না; কথার অনুরূপ কার্য্য দেখিয়া, অধিকতর সুখী হইব।"

অনন্তর বধূ সন্ন্যাসিনীর পদধূলি লইল। তিনিও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।



১২। রাজভক্তি।

নারায়ণ, ভারত-সন্তানগণের রাজ-ভক্তি-দর্শনে, পরমানন্দ লাভ করিলেন। ভারতের এ দুর্দ্দিনে, ইংরাজ রাজের প্রতি, তাহাদের অটল ভক্তিই, বিপন্মুক্তির একমাত্র উপায়। এই ভক্তি-ভাব, যাহাতে ভারতীয় নর-নারী হৃদয়ে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, এই অভিপ্রায়ে, তিনি এক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ-পূর্ব্বক, কতিপয় ভারত-সন্তানকে আহ্বান করিয়া, নিম্নলিখিত নীতি-শাস্ত্রোক্ত উপদেশগুলি বলিতে লাগিলেন,—বৎসগণ, মনু বলিয়াছেন ;—

অরাজকেহি লোকেস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজান মসৃজৎ প্রভুঃ ॥

জগৎ অরাজক হইলে, বলবানের ভয়ে সকলেই ব্যাকুল হইবে, এই নিমিত্ত, সমুদয় চরাচর রক্ষার জন্য, প্রজাপতি রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইন্দ্রানিল-যমার্কাণা মগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্র-বিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥

ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই অষ্ট দিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ-পূর্ব্বক, প্রজাপতি রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥

রাজা, দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রাদির অংশ হইতে সৃষ্ট, এই হেতু, স্বীয় প্রভাব দ্বারা সকল প্রাণীকে অভিভূত করিতে পারেন।

সোঽগ্নি র্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ সধর্ম্মরাট্।
সকুবেরঃ সবরুণঃ স সহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥

প্রতাপে রাজা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের সমান।

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতাহ্যেষা নর-রূপেণ তিষ্ঠতি ॥

বালক হইলেও, রাজাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে, অবজ্ঞা করিবে না, কারণ, রাজা, বস্তুতঃ মনুষ্য নহেন; মনুষ্যরূপে বিদ্যমান প্রধান দেবতা বিশেষ।

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন ঃ—

জঙ্গমস্থাবরাণাঞ্চ হীশঃ স্বতপসা ভবেৎ।
ভাগভাগ্রক্ষণে দক্ষো যথেন্দ্রো নৃপতি স্তথা ॥

ইন্দ্র, যে প্রকার স্বীয় তপোবলে, স্থাবর জঙ্গমের অধিপতি হইয়া, "ভাগভাক্" হন, রাজ্য-পালন-নিপুণ নৃপতিও, সেই প্রকার, "ভাগভাক্" অর্থাৎ কর-গ্রাহী হইয়া থাকেন।

বায়ুর্গন্ধস্য সদসৎ-কর্ম্মণঃ প্রেরকো নৃপঃ।
কর্ম্ম প্রবর্ত্তকোঽধর্ম্মনাশক স্তমসো রবিঃ॥

বায়ু, যেরূপ গন্ধের প্রেরক, নৃপও সেইরূপ সদসৎ কর্ম্মের প্রেরক; রবি, যেমন অন্ধকার দূর করিয়া, আলোকের প্রবর্ত্তক হন, রাজাও, তেমনই, অধর্ম্ম নাশ পূর্ব্বক, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন।

দুষ্কর্ম্ম-দণ্ডকো রাজা যমঃস্যাদ্ দণ্ডকৃদ্ যমঃ।
অগ্নিঃ শুচিস্তথা রাজা রক্ষার্থং সর্ব্বভাগভুক্॥

যম, যেরূপ দণ্ড-বিধান কর্ত্তা, রাজাও, সেইরূপ পাপিগণের দণ্ড-বিধান-কর্ত্তা। অগ্নি, যেরূপ পবিত্র বলিয়া, দেবগণের ভাগভুক্, রাজাও, সেইরূপ, সমস্ত প্রজার রক্ষার জন্য, "ভাগভুক্" অর্থাৎ স্বীয় প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পুষ্যত্যপাংরসৈঃ সর্ব্বং বরুণঃ স্বধনৈ র্নৃপঃ।
করৈশ্চন্দ্রোহ্লাদয়তি রাজা স্বগুণ-কর্ম্মভিঃ॥

বরুণ, যেমন জলীয় রস দ্বারা সমস্ত জগতের পুষ্টি-বিধান করেন, রাজাও, তেমনই স্বকীয় ধনদ্বারা প্রজাগণকে পোষণ করিয়া থাকেন। চন্দ্র, যেরূপ স্বীয় সুস্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা সমস্ত লোককে আহ্লাদিত করেন, রাজাও সেইরূপ, স্বীয় দয়া, দাক্ষিণ্যাদি গুণ ও পূর্ত্ত-কার্য্যাদিরূপ কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রজার মনোরঞ্জন করেন।

কোশানাং রক্ষণে দক্ষঃ স্যান্নিধীনাং ধনাধিপঃ।
চন্দ্রো যথা বিনা সর্ব্বৈ রংশৈ র্নো ভাতি ভূপতিঃ॥

কুবের, যেমন রত্ন-সমূহের রক্ষণ-পটু, রাজাও, তেমনই কোশ বা ধন সমূহের রক্ষণ পটু; চন্দ্র, যেমন সর্ব্বাংশ ব্যতীত শোভা পান না, রাজাও তেমনই বিপুল-কোশ না হইলে শোভা পান না।

শুক্রাচার্য্য আরও বলেন ঃ—

পিতা মাতা গুরু র্ভ্রাতা বন্ধু র্বৈ শ্রবণো যমঃ।
নিত্যং সপ্তগুণৈ রেষাং যুক্তো রাজা ন চান্যথা॥

রাজাতে, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, গুরুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ধন-পতিত্ব, রত্ব, এই সপ্তগুণ বিদ্যমান আছে। এই সপ্ত গুণ-বিশিষ্ট না হইলে, রাজা কখনও প্রজা-রঞ্জক হইতে পারেন না।

গুণ-সাধনসংদক্ষঃ স্বপ্রজায়াঃ পিতা যথা।
ক্ষময়ত্যপরাধাণাং মাতা পুষ্টি-বিধায়িনী॥

পিতা, যে প্রকার নিজ সন্তানের গুণোপার্জ্জনে তৎপর, রাজাও, সেইপ্রকার, নিজ প্রজার গুণোপার্জ্জনে তৎপর। মাতা যেরূপ পুষ্টি-বিধায়িনী ও অপরাধ সমূহের ক্ষময়িত্রী, রাজাও, সেইরূপ, প্রজাবর্গের পোষক ও ক্ষমাশীল।

হিতোপদেষ্টা শিষ্যস্য স্ববিদ্যাধ্যাপকো গুরুঃ।
স্বভাগোদ্ধারকৃদ্ ভ্রাতা, যথা-শাস্ত্রং পিতুর্ধনাৎ ॥

আচার্য্য, যেরূপ শিষ্যকে স্ববিদ্যাধ্যাপন ও হিতোপদেশ দান করেন, রাজাও, সেইরূপ, প্রজার বিদ্যা-দাতা ও হিতোপদেষ্টা। ভ্রাতা, যেরূপ, পিতার ধন হইতে নিজ ভাগ গ্রহণ করেন, রাজাও, সেইরূপ, প্রজা-বর্গের নিকট হইতে, স্বভাগ উদ্ধার করেন।

আত্ম স্ত্রীধন গুহ্যাণাং গোপ্তা বন্ধু স্তু মিত্রবৎ।
ধনদস্তু কুবেরঃ স্যাদ্ যমঃ স্যাচ্চ সুদণ্ডকৃৎ ॥

রাজা মিত্রের ন্যায় আত্মা, স্ত্রী, ধনের ও গুহ্য বিষয়-সমূহের রক্ষাকর্ত্তা; অতএব, রাজা বন্ধু। রাজা ধনদ; সুতরাং তিনি কুবের-সদৃশ; রাজা, ন্যায়তঃ দণ্ডবিধান করেন, সুতরাং তিনি যম-সদৃশ।

বৎসগণ, তোমাদের ইংরাজরাজাধিরাজে পূর্ব্বোক্ত পিতৃত্বাদি গুণ সমূহ বিদ্যমান আছে। অতএব, প্রকৃত অভ্যুদয়শালী এবম্বিধ গুণ বিশিষ্ট ইংরাজ রাজের প্রতি, সর্ব্বদা অটল ভক্তি রাখিও। যে ব্যক্তি, ঈদৃশ প্রজা-বৎসল রাজার অনিষ্টাকাঙ্ক্ষা করে, সে নিশ্চয়ই জীবনে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া, পরলোকে নরকে পতিত হইবে। অতএব, বৎসগণ, রাজাকে সর্ব্বদা ভক্তি করিও, ইহাই তোমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশ," এই সকল কথা বলিয়া, সন্ন্যাসি-বেশধারী নারায়ণ স্থানান্তরে গমন করিলেন।



রাজ-পরিবার ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আত্ম-হত্যা।

রামরাম ঘোষ একজন সম্পন্ন লোক; তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার শুভ বিবাহ, তিনি মহা সমারোহে সম্পন্ন করিবেন, স্থির করিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শৈলবালাকে আনিবার জন্য, লোক প্রেরিত হইল। শৈলের শাশুড়ী পীড়িতা, এজন্য, তাহার আসা হইল না। ইহাতে শৈলবালার দুঃখের সীমা রহিল না। সে দিবা-রাত্রি কাঁদিতে লাগিল, স্বামী কত প্রবোধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই, তাহার অশ্রু-বর্ষণ ক্ষান্ত হইল না; সে আত্মহত্যা করিয়া, শান্তি-লাভ করিবে, এ ভাবনা তাহার মনে প্রবল হইল। এক দিন সন্ধ্যার পর, সে গলায় ফাঁসি দিয়া, প্রাণত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়, নারায়ণ, এক বৃদ্ধা-স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া, ব্যজন করিতে করিতে, মৃদুভাবে বলিতে লাগিলেন, “ছিছি! মা! একি! তুমি আত্ম-হত্যার উদ্যোগ করিতেছ! তুমি গৃহের লক্ষ্মী, তোমার এই পাপ-বুদ্ধি কেন হইল! ক্ষান্ত হও মা! ব্রহ্মহত্যা

কিম্বা স্ত্রী-হত্যায় যে পাপ, আত্ম-হত্যায় ততোধিক পাপ ! তুমি শান্তিলাভের জন্য, জীবন-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, কিন্তু, ইহাতে তোমার অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। মৃত্যুর পর, তোমার আত্মা, উন্মত্তের ন্যায়, ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবে, কোন স্থানেই শান্তি পাইবে না। মা ! তুমি অবোধ বালিকা, এরূপ কার্য্যে, কখনও, প্রবৃত্ত হইও না। তুমি তোমার স্বামীকে ত সাতিশয় ভালবাস ও ভক্তি কর এবং তিনিও তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। মা ! এই কি ভালবাসার পরিণাম ! তুমি, এইভাবে জীবন ত্যাগ করিলে, তোমার দুর্ভাগ্য স্বামী, কিরূপ শোকাকুল হইবেন, তাহা, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? আর, তোমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীও স্নেহময়ী, তোমাকে যাহা বলেন, সকলই, তোমার মঙ্গলের জন্য ; তিনিও যে, কিরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন, তাহা, তুমি বুঝিতে পার কি ? শাশুড়ী-সেবায় পরম ধর্ম্ম। সুবালার বিবাহের আমোদ, ক্ষণিক ও তুচ্ছ ; বুদ্ধি এত হাল্‌কা কেন মা ! আমোদ-প্রমোদ উপভোগের যথেস্ট সময় আছে ; তাহা ঘটিবে না বলিয়াই কি জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয় ! মা ! এমন পাপকার্য্য করিতে কখনও বাসনা করিও না। মা ! তুমি, তোমার মাতা-পিতার বড়ই আদরের মেয়ে ; তোমার আত্মহত্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহারাও যে, জীবন-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবেন, এ ভাবটি, তোমার মনে স্থান পায় কি ? এ সংসারে, যে, যতদূর সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল, সে, ততদূর সুখী। অতএব মা, মনের বল বৃদ্ধি কর এবং মর্ম্মপীড়া

ভুলিয়া যাও। কোনও কারণে, মনঃ-পীড়া উপস্থিত হইলে, তাহা ভগবানে সমর্পণ কর; দেখিবে, সেই শান্তি-দাতা, তোমার মনে, অবিলম্বে শান্তি আনয়ন করিবেন। বৃদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া, বধূ উত্তর করিল, "মা! আপনি কে? মানবী, না, দেবী? এমন দয়াময়ী মা'ত কখনও দেখিনি! মা! আপনি, আমাকে জীবন দান করিলেন, আমি মহাপাপিনী; মনের দুঃখে, ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম! মা! আমার মনে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আপনার কথায়, তাহা নির্ব্বাপিত হইল।

বৃদ্ধা। মা! এখন সুস্থ হইয়াছ এবং আপন দোষ বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাই আহ্লাদের বিষয়।

বধূ। মা! আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন; চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

বৃদ্ধা। মা! তোমাদের অভিমান বড় বেশী, এরূপ ভাব ভাল নয়। স্বামীরত্ন ও সংসারের মায়া ভুলিয়া, যে রমণী এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে, স্ত্রী-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্যা। মা! স্ত্রী-জাতি বিশেষ গৌরবান্বিতা; তাঁহারাই শক্তি, তাঁহারাই ভক্তি; তাঁহারাই লক্ষ্মী, তাঁহারাই সরস্বতী। স্ত্রী-জাতিই, সংসারের শোভা, নন্দন-কাননের পরম রমণীয় সুগন্ধি কুসুম! এই বিশ্ব-উদ্যানের কনক-লতা। এমন স্ত্রীকুল, কলুষিত করিও না, আপন জাতির গৌরব রক্ষা করিও। মা! প্রতিদিন, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, বিষ্ণু-স্তব ও রাধিকা-স্তব পাঠ করিও; নবগ্রহের স্তব,

আর সূর্য্যের স্তবও পাঠ করিবে। এই সকল স্তবপাঠে যে, কি আশ্চর্য্য ফল-লাভ হয়, তাহা, কতিপয় দিবস পরে বুঝিতে পারিবে। মনটি আবর্জ্জনায় পূর্ণ করিও না। সরল, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হও। "ভগবন্! অপরাধ মার্জ্জনা কর," সর্ব্বদা এরূপ প্রার্থনা করিও। মা! আমি চলিলাম; আশীর্ব্বাদ করি, গৌরীর ন্যায় স্বামি-সোহাগিনী, সুখময়ী ও শান্তিময়ী হও।

বধূ, বৃদ্ধার পদধূলি লইতে লইতে বলিল, "মা! আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন; আপনার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না; দয়া করিয়া, সময় সময়, দেখা দিবেন, এ পাপীয়সীর কথা, লোক-সমাজে প্রকাশ করিবেন না।"

"না, মা! কাহারও নিকট বলিব না, তুমি গৃহ-আলোকরা-ধন, স্বামী গৃহ আলোকিত কর," এই বলিয়া বৃদ্ধা স্থানান্তরে গমন করিলেন। বধূ, তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু, তিনি, তাহা গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর, নারায়ণ, অলক্ষ্যভাবে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তিনি অন্ধ, তাঁহার স্ত্রীও বৃদ্ধা; তাঁহার পুত্র দুটি, গোপাল ও ভূপাল; উভয়েই সুবোধ ও সুশীল; বি, এ ক্লাসে পড়িত; কনিষ্ঠ ভূপাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত পাস করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, গোপাল অকৃতকার্য্য হওয়ায় দুঃখ ও লজ্জায়, ম্রিয়মাণ হইল; তাহার নিকট জীবন অসার ও দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে, সে, অহিফেন-সেবনে প্রাণ-নাশ করিবে, এরূপ সঙ্কল্প করিল।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরেব সময়, সে জীবন-নাশের চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, ব্যজন করিতে করিতে, তাহাকে বলিলেন, "বৎস গোপাল! এ কি ? তুমি না একজন ধর্ম্ম-পরায়ণ ছাত্র! তোমার এরূপ পাপবুদ্ধি কেন! আত্মহত্যা যে মহাপাপ, তাহা কি তুমি জান না! ছিছি! এরূপ দুর্ব্বলতা কেন! জীবনে কত পরীক্ষা দিবে! জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল পরীক্ষা! এই সামান্য পরীক্ষায়, অপারগ হইয়াছ বলিয়া, এত দুঃখিত! কিন্তু দেখ, আমরা জীবন ভরিয়া কত যে পরীক্ষা দিলাম, তাহার সংখ্যা নাই! কিন্তু, অধিকাংশ পরীক্ষাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, তথাপি, কখনও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হই নাই, আশায় বুক বাঁধিয়া, কার্য্য করিয়া আসিতেছি। বৎস! স্থির হও, উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে, আবার পড়িতে আরম্ভ কর; অবশ্যই তোমার শ্রম সফল হইবে। বৎস! জীবনটি সুখ-দুঃখের ক্রীড়া-ভূমি; জীবনে কখনও, সূর্য্যালোক-দর্শনে, আনন্দ-লাভ করিবে, আবার কখনও, অমানিশার ঘোরান্ধকারে দিশাহারা হইবে; কখনও "হাতী" আবার কখনও "মশার" ন্যায় জীবন-যাপন করিবে। অতএব, বৎস! হতাশ হইও না। বোপদেব গোস্বামীর নাম শুনিয়াছ কি ? তিনি নিরেট মূর্খ ছিলেন; নিতান্ত অপদার্থ ছাত্র বলিয়া, চতুষ্পাঠী হইতে তাড়িত হন; পরে, পুনঃ পুনঃ কলসী-স্থাপনে পুষ্করিণীর ক্ষীয়মান সোপান দর্শনে, তাঁহার মনে আশার আলোক উপস্থিত হইল; তিনি উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে পুনরধ্যয়নে প্রবৃত্ত

হইলেন। অবশেষে, দেখ, সেই বোপদেব, "মুগ্ধ-বোধ" নামক দুর্বোধ সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

দেখ, যেমন পাকস্থালী ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, সেইরূপ, মনেরও একটি পরিপাক-শক্তি আছে; যাহার মনের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল, সেই ক্রোধী ও অসহিষ্ণু; আর, এই শক্তি যাহার প্রবল, সে যাবতীয় মর্ম্ম-পীড়া নীরবে সহ্য করে, প্রায়ই বিচলিত হয় না। অতএব বৎস! মনের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিকর।" এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, গোপাল উত্তর করিল, "ঠাকুর, আপনি নিশ্চয়ই দেবতা; আমার ন্যায় মহাপাপীর রক্ষার জন্যই, এই নিশাকালে এস্থানে আগমন করিয়াছেন। ঠাকুর! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি, আর কখনও, এমন পাপ-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব না; আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন মনের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারি।" "হাঁ, অবশ্যই, নারায়ণ, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। বৎস! আমি চলিলাম; ঈশ্বরের প্রতি অটল ভক্তি রাখিও," এই কথা বলিয়া, নারায়ণ, সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। গোপাল তাঁহার পদধূলি লইল এবং "ভগবন্, অপরাধ মার্জ্জনা কর," এই চিন্তা করিতে করিতে, অনতিকাল মধ্যেই নিদ্রা দেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

তৃতীয় দৃশ্য।

ভণ্ড-ভূম্যধিকারী।

রাজা মহাদেব রায় একজন প্রসিদ্ধ লোক। তাঁহার বার্ষিক আয় পাঁচ লক্ষ টাকা। তিনি, সহৃদয় ও দেশ-হিতৈষী লোক বলিয়া, সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি সন্ধ্যা-পূজা ও জপ-তপে, অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন; কলিকাতা, কাশী, বৃন্দাবন ও পুরীধামে, অধিকাংশ সময়, তাঁহার বাস; "রাধা-শ্যাম" "রাধা-গোবিন্দ," "শিব শম্ভু," বলিতে যেন তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ হয়; কিন্তু, বাহিরের আবরণটি যেরূপ পরিপাটী, আত্মাটি সেরূপ নয়। তিনিও ঘোর বিষয়া, স্বার্থান্ধ ও দত্তাপহারী; তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ-প্রদত্ত দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর, প্রায় সমস্তই বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার বার্ষিক আয়, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই রাজ-বাটীতে, একদিন মধ্যাহ্ন-কালে, নারায়ণ, এক ব্রাহ্মণ-কুমার-মুখে "ত্রাহি মাং মধুসূদন" ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত আকুল হইলেন। অনন্তর, তিনি অলক্ষ্যভাবে এ বাটীতে উপস্থিত হইয়া, রাজা ও ব্রাহ্মণ-তনয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, বাটীতে সকলেই পীড়িত; তাহাদিগকে ফেলিয়া, আপনার আদেশ প্রতিপালনের জন্য আসিয়াছি।

রাজা। বেশ, ভাল করিয়াছ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, তলব কি জন্য ?

রাজা। তোমার ব্রহ্মোত্তর-জমি কত বিঘা ?

ব্রাহ্মণ। পঞ্চাশ বিঘা।

রাজা। কাগজ-পত্র কিছু আছে ?

ব্রাহ্মণ। না। আপনার বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারায়ণ রায়, ইহা আমাদিগকে প্রদান করেন। ইহা দ্বারাই আমাদের ভরণ পোষণ ও বার্ষিক ক্রিয়া কর্ম্মের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

রাজা। এই ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইবে।

ব্রাহ্মণ। তবে আমাদের উপায় !

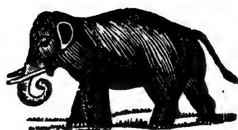
রাজা। উপায়, ভগবান্। এখনই "ইস্তাফা নামা" লিখিয়া দাও। তাহা না হইলে, বিশেষ উৎপীড়ন হইবে।

রাজার কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়, নারায়ণ, সন্ন্যাসি-বেশে, রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মহারাজ ! আপনি না একজন ধার্ম্মিক লোক বলিয়া, পরিচিত ! আপনি না ধর্ম্ম-সভার সভ্য ! আপনি না হিন্দু-সমাজের নেতা ! আপনি না তীর্থ-স্থানে অধিকাংশ সময় বাস করেন ! আর কেন, মহারাজ, যথেষ্ট হইয়াছে ! ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিয়া, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন, এখন প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করুন, কপটতাকে আর ধর্ম্মের আবরণে আচ্ছাদিত রাখিবেন না। মহারাজ, এরূপ ভাব, ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে ; আপনার সন্ধ্যা-পূজা

সব বৃথা; জপ-তপ সব বৃথা। আপনি এখনও ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; আপনাপেক্ষা, আপনার একজন সামান্য প্রজাও শ্রেষ্ঠ জীব। দত্তাপহারী ব্রাহ্মণ, পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য; আপনিও পতিত ও মহাপাপী। অপহৃত দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তরের জমি সকল, অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করুন, আর, এই ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিন্। ঈশ্বর, দাতা; যদি তাঁহার কৃপা হয়, তবে তিনি, এই ক্ষতি, অন্যোপায়ে অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। নিরীহ ও নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণগণের অভিশম্পাত গ্রহণ করিবেন না।

অনন্তর সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি-ধারী নারায়ণ, স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

রাজা মহাদেব রায়, আপন দোষ হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, অনুতপ্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবেন, এই ভাবিতে লাগিলেন।



চতুর্থ দৃশ্য।

দোকানদার।

নারায়ণ অলক্ষ্যভাবে দোকানদারগণের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিলেন; দেখিলেন, কোনও স্থানে ক্রেতা একসের দ্রব্য চাহিতেছে, কিন্তু দোকানদার সে স্থলে চৌদ্দ ছটাক ওজন করিয়া দিতেছে; কোথাও বা দোকানদার, বস্ত্রের ছিন্ন-অংশ গুপ্ত রাখিয়া, ক্রেতার নিকট হইতে পূর্ণ মূল্য আদায় করিতেছে; কেহ বা জলমিশ্রিত তৈল, কেহ বা জলমিশ্রিত দুগ্ধ এবং কেহ বা চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃত বিক্রয় করিতেছে; কেহ বা ক্রেতা হইতে কোন দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিতেছে। এই সকল দৃশ্যে মর্ম্মাহত হইয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! সততা ও সদ্ব্যবহারই যে ব্যবসায়ের জীবন, অতি অল্প লোকেরই এই জ্ঞান আছে। প্রবঞ্চক ও কর্কশভাষি-ব্যবসায়ী, কখনও উন্নতি-লাভ করিতে পারে না। প্রবঞ্চনা-জনিত লাভ অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু সততাজনিত লাভ অল্প হইলেও, দীর্ঘকাল স্থায়ী; এক পয়সার দ্রব্য ক্রয়ে, বিক্রেতার উপর বিশ্বাস স্থাপিত হইলে, ক্রেতা একশত টাকার দ্রব্য ক্রয় করিতেও দ্বিধা বোধ করে না।

হায়! এদেশে যে, কত যৌথ কারবারের উত্থান ও লয় হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন! "সততা" এদেশ হইতে একরূপ বিদায়-গ্রহণ করিয়াছে। অধিকাংশ লোকই, বিশ্বাস-ঘাতকতা, প্রবঞ্চনা ও স্বার্থপরতার দাস; অনেকেই অংশীদিগের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া, আত্মোদর পূর্ণ করিতে ব্যস্ত! এরূপ ভাব জাতীয় উত্থানের প্রধান অন্তরায় এবং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। অতএব, ব্যবসায়ি-ভারত-সন্তান, কখনও, ব্যবসায়ে অসদুপায় অবলম্বন করিও না। অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া, লাভবান্ হইবে, এ ভাবটি, কখনও যেন মনে স্থান পায় না।

নারায়ণ, এইরূপ চিন্তাকুল-চিত্তে, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবগণের পুনর্ম্মিলন ও দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ।

নারদ ও গণেশ সন্ধ্যার পর দেবালয়ে উপনীত হইয়া, ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিলেন; এমন সময়, নারায়ণও, তথায় উপস্থিত হইয়া, নিতান্ত কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! কি বলিব, দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়! গণপতি, কলিকাতার আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা ততোধিক মর্ম্মভেদী! ততোধিক ঘৃণিত! নারদ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভু, আপনার আদেশানুসারে, আমরা যথাসাধ্য হরিনাম প্রচার করিয়াছি, কিন্তু কোথাও, শুভ পরিবর্ত্তন অনুভব করি নাই। মানবগণ, কেবল ঐহিক সুখ-সম্ভোগেই ব্যতিব্যস্ত!

ইহকালের পর, আর একটি যে "কাল" আছে, এ ভাবটি, অতি অল্প লোকের মনেই উদিত হয়! হোটেলান্ন-গ্রহণ, অভিনব প্রণালীতে কেশ-কর্ত্তন, মদ্য পান, বিলাস, বেশ্যা-সেবা, কপটতা ও স্বার্থ-পরতা, অধিকাংশ লোকেরই অসারত্বের পরিচয় প্রদান করে! অধিকাংশ মানবেরই জীবন-লীলা, অশন, ভূষণ, শয়ন, আর, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান-শূন্য হইয়া অর্থোপার্জ্জন, এই চতুর্ব্বিধ বিষয়েই পর্য্যবসিত হয়। যদি মানবগণ, হরি-পরায়ণ ও ধর্ম্মশীল হইত, তবে, এই মনোরম স্থানের রমণীয়তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত। যাহা হউক, প্রভু, কোনও চিন্তার কারণ নাই; আমাদের সদুপদেশের শুভফল অবশ্যই ফলিবে। প্রভু, বৈকুণ্ঠে যাওয়ার পূর্ব্বে, তীর্থ-স্থান সমূহ একবার দর্শন করিবেন কি? "আচ্ছা চল," এই কথা বলিয়া, নারায়ণ নীরব হইলেন এবং আগামী কল্য প্রাতঃকালেই যাত্রা করিবেন, স্থির করিলেন।

অনন্তর, দেবগণ, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, শয়ন করিলেন। "এইস্থান, কালে তীর্থ-স্থান রূপে পরিণত হইবে; "রামকৃষ্ণ" ও তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দের ন্যায় সন্তান প্রসব করিয়া, ভারত ভূমি ধন্যা হইয়াছেন; তাঁহার শিষ্যগণ, জগজ্জয়ী হইবে এবং ভারতের "অভিনব-আখ্যা" তাঁহাদের দ্বারা বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইবে।" নারায়ণ, এইরূপ চিন্তা করিয়া আহ্লাদিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দেবগণ মাকে প্রণাম করিয়া তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

তীর্থ-দর্শন।

দেবগণ, পুরী, শ্রীবৃন্দাবন, কাশী ও গয়াধাম দর্শন করিয়া, শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহারা ধর্ম্মানুরাগের অভাব-দর্শনে, নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নারায়ণ, নারদ ও গণেশকে সম্বোধন করিয়া, বলিলেন, "বৎস! দেখিলে ত! তীর্থ-স্থান সমূহের দুরবস্থা দেখিলে ত! অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন, ব্যভিচার, প্রতারণা, কপটতা ও কুটিলতা সর্ব্বত্রই প্রবল! ধর্ম্ম-ভাব একরূপ বিলুপ্ত! অর্থই একমাত্র উপাস্য দেবতা! ধর্ম্মের আবরণে অর্থোপার্জ্জনই মুখ্য বিষয়! সরল ও তন্ময়-ভক্ত, অতি বিরল! বৎস! সে দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিয়া আর ফল নাই। এস, এক্ষণে, ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার করিয়া, আমাদের অভিনব-ভারত-দর্শনের লীলা শেষ করি!" নারদ ও গণেশ, উভয়েই বলিলেন, "প্রভুর যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হউক। তীর্থ-স্থান সমূহের যে এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহাও ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছা বটে।"

উপসংহার।

নারদ। প্রভু, এই ত দেখিলাম! স্বর্ণভূমি ভারতের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিলাম! হায়! কিছুই ত নাই! ভারতে আছে, কেবল দৈন্য ও দুর্দ্দশা; দুঃখ ও দারিদ্র্য; দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার! ভারতে আছে, ওলাউঠা ও প্লেগ; বসন্ত ও ম্যালেরিয়া! ভারতে আছে, অলক্ষ্মীর পূর্ণ দৃষ্টি; অভাব ও পাপের পূর্ণ প্রভাব! এখানে মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব নাই; মন আছে, শান্তি নাই; দেহ আছে, জীবন নাই; সমাজ আছে, ধর্ম্ম নাই; গৃহ আছে, লক্ষ্মী নাই; কেবল অধর্ম্ম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। ভারত-সন্তান, আমাদের বীর-ভ্রাতা ইংরাজের মনুষ্যত্ব, অধ্যবসায়, কর্ম্ম-প্রিয়তা ও শ্রমশীলতার অনুকরণ না করিয়া, বরং তাঁহাদের মদ্যপান, আহার-বিহার ও পোষাক-পরিচ্ছদেরই অধিকতর অনুকরণ করিয়া থাকে। অনেকেই সাহেব সাজিতে ভালবাসে,—পোষাক-পরিচ্ছদে ও আহার-বিহারে, কিন্তু অন্তরে নহে। অন্তরে সাহেব সাজিলে কি এদেশের এরূপ দুর্গতি হয়! প্রভু, উপায় কি! ভারতের কল্যাণ কিরূপে হয়? প্রভু, দয়া করিয়া একটি ক্ষুদ্র অবতার গ্রহণ করুন না? এ হতভাগ্য নারদও, প্রভুর নব-মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হউক! প্রভু, আপনি ত সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্ট

লোকদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন;—এ ঘোর সঙ্কটকালেও "ঋষি-মাহাত্ম্য" পুনঃ স্থাপনের জন্য, ভারতে নব-ভাবে আবির্ভূত হউন।

নারায়ণ। বৎস নারদ! এখনও অবতার গ্রহণ করিবার সময় হয় নাই। তুমি যে ভারতে "ঋষি-মাহাত্ম্যের পুনরভ্যুদয়ের" জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, ইহাতে আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। ভারতবাসীর কল্যাণ-কামনায়, আমরা হরিনাম প্রচার করিলাম, বিবিধ জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলাম; এক্ষণে আবার গৃহে গৃহে কতকগুলি ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার করিব। আশা হয়, আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। ইংলণ্ডের কর্ম্ম, আর ভারতের ধর্ম্ম, এই দুটি ভাবের মিশ্রণে, ভারত-সন্তানকে নবীন ভাবে গঠিত করা আবশ্যক। কর্ম্মের উপাসক, আমার প্রিয় পুত্র, ইংরাজের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া, তাহারা এই নব-যোগ অভ্যাস করিবে।

গণেশ। প্রভু, এ নব-যুগে, ভারত-সন্তানগণের যে নব-যোগ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা কালোচিত ও প্রয়োজনীয় বটে। প্রত্যেক ভারত-সন্তানেরই, আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ইংরাজের ন্যায় কর্ম্মবীর, আর, আর্য্যঋষির ন্যায় মহান্ হওয়া আবশ্যক।

নারায়ণ। হাঁ, ঠিক্ তাই বটে। এক্ষণে, নিম্নলিখিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার ও শিক্ষা দ্বারা, আমরা, তাহাদের যোগারম্ভের প্রাথমিক সোপান প্রস্তুত করিব।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার।

১। ভারত-সন্তান, তোমরা প্রকৃত “মানুষ” হও। সংখ্যায় তোমরা ত্রিশকোটী হইলেও, তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প। কেবল “লাঙ্গুল-বিহীনতা” প্রকৃত মনুষ্যের লক্ষণ নহে,—প্রকৃত মনুষ্যের লক্ষণ স্বতন্ত্র।

২। সদ্ভাব, সুচিন্তা ও দয়া-দাক্ষিণ্যে আপন আপন হৃদয় পূর্ণ কর; সত্য-প্রিয়তা, ধর্ম্মশীলতা, ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহ তোমাদের অন্তরে বিরাজ করুক।

৩। প্রত্যেক ভারত-সন্তানকে আপন সহোদরের ন্যায় ভালবাস; তাহাদের দোষ সংশোধন করিয়া, তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দাও। বিপন্ন, দুঃস্থ কি রুগ্ন ভারত-সন্তানের কোন না কোনও উপকার না করিয়া, দৈনিক অন্ন-গ্রহণ করিও না।

৪। জ্ঞানী, জ্ঞান দ্বারা, ধনী, ধন দ্বারা, বক্তা, বাক্যদ্বারা সমাজের উন্নতি-সাধন কর; যে, যে ভাবে পার, অধঃপতিত ভ্রাতৃগণকে হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লও; ত্রিতলবাসী ক্রোড়পতিও কুটীরবাসী, দীনহীন ব্যক্তিকে, ঘৃণা না করিয়া, আপন সৌভাগ্যের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দাও। সমগ্র ভারতকে একটি বিপুল দেহ কল্পনা করিলে, ইহার সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি সাধন প্রয়োজন।

৫। ভারত সন্তান,—হিন্দু, মুসলমান কি খ্রীষ্টান, সকলেই আপন আপন ধর্ম্মে অনুরক্ত থাক। কেহ পরকীয় ধর্ম্মের নিন্দা করিও না; সকলেই মনে করিও, সকলেরই গন্তব্য স্থান এক,—কেবল পথ বিভিন্ন। আপন আপন ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলে, সকলেই ভগবানের প্রীতি-লাভ করিতে পারে; ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ, ভ্রান্তি মাত্র।

৬। ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি-সাধনে স্বস্ব শক্তি ও অর্থ-নিয়োগ কর। দেশের অর্থ-বল বৃদ্ধি পাইলে, আভ্যন্তরিক গ্লানিও বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইবে।

৭। ধনী, দেশে দেশে পুষ্করিণী খনন করিয়া, পানীয় জলের অভাব দূর কর; পান্থ-নিবাস স্থাপন করিয়া, পথিকদিগের সুবিধা কর; এবং ধর্ম্ম-গোলা স্থাপন করিয়া, দরিদ্র ভ্রাতৃগণকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে রক্ষা কর।

৮। তোমরা নিতান্ত মোকদ্দমা-প্রিয়। ইহা জাতীয় উত্থানের একটি প্রধান অন্তরায়। অতএব, দেশে দেশে সালিসি-বিচার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কর; সহসা রাজ-দ্বারে যাইয়া কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিও না।

৯। ব্যবহারিক পঞ্চ-মকারের সেবা বিষবৎ পরিত্যাগ কর; ইহার একটি মাত্র দোষেই মনুষ্যকে পশুত্বে পরিণত করে।

১০। সকলেই অর্থকরী অথবা দেশহিতকর কোন না কোনও কার্য্যে নিযুক্ত থাক; কেহই অলসভাবে দিন-যাপন করিও না।

১১। প্রতিপল্লীতে অন্যূন বিশ জন শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোক লইয়া, এক একটি পল্লী-সমিতি গঠন কর। এই সমিতি আপন আপন পল্লীর দৈন্য ও দুর্দ্দশা, দুঃখ ও দারিদ্র্য এবং অসুখ ও অশান্তি দূর করিতে বদ্ধ-পরিকর হইবে। যে স্থানে ভ্রাতৃবিরোধ, গৃহ-বিবাদ, শাশুড়ী-বধূর ঝগড়া, স্ত্রী-পুরুষের বিবাদ, অভাব ও অশান্তি, সমিতি, এই সমস্ত অনর্থের মূল কারণ, সমূলে উৎপাটিত করিবে। দেশের সমস্ত লোক, এই সমিতির পৃষ্ঠ-পোষক থাকিবে।

১২। বাগ্‌-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন; নীরব কার্য্য চাই; বাক্য, পত্র; কার্য্যই ফল; ফল-সেবনেই আত্মার তৃপ্তিলাভ হয়।

১৩। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, রাজাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন; তোমরা সেই ধর্ম্ম নষ্ট করিও না। মহামতি ইংরাজ রাজার প্রতি অটল ভক্তি রাখিও। প্রতিদিন ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিও। প্রাণান্তেও ধর্ম্ম নষ্ট করিও না। তোমরা ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ না হইলে, কখনও উন্নতি-লাভ করিতে পারিবে না। অন্যায় ও অধর্ম্মাচারী, জগতের নিয়মানুসারেই অধঃপতিত হয়।

এই সকল ধর্ম্ম-তত্ত্বানুসারে কার্য্য করিলে, অচিরেই, ভারতে "ঋষি-মাহাত্ম্য-পুনরভ্যুদয়ের" লক্ষণ প্রকাশ পাইবে!

দেবগণ, গৃহে গৃহে এই ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। কোথায়ও সভা-আহ্বান, কোথায়ও বা উক্ত তত্ত্ব সম্বলিত মুদ্রিত কাগজ, সকলকে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক ভারত-সন্তান, উক্ত ধর্ম্ম-তত্ত্বানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ, ইহা দর্শন করিয়া, পরমানন্দ লাভ করিলেন।

কতিপয় অল্পবয়স্ক সুবোধ বালক, দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আমাদিগকে, কিছু উপদেশ দিবেন কি?" গণেশ উত্তর করিলেন, "হাঁ, তোমাদিগকে এক অমূল্য সামগ্রী প্রদান করিতেছি; তোমরা, যত্ন-পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিলে, দেবতা হইতে পারিবে।"

বালকগণ। ঠাকুর, মানুষ, দেবতা হয় কি ক'রে?

গণেশ। গুণ দ্বারাই মানুষ দেবতা হয়। দেখ, মানুষের মধ্যে কেহ পশু, কেহ মানুষ, কেহ দেবতা।

বালকগণ। ঠাকুর, আমাদিগকে সেই অমূল্য জিনিষ দিন, যাহাতে মানুষ দেবতা হয়!

"আচ্ছা, আমি তোমাদিগকে, সেই 'অপূর্ব্ব উপহার' প্রদান করিতেছি," এই বলিয়া, গণেশ, এক এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ প্রত্যেককে দান করিলেন।

অপূর্ব্ব উপহার।

অপরূপ বৃক্ষ এক, আছে স্বর্গ ধামে,
ধরে তায় নানাফল, ভক্তি-প্রীতি নামে ;
দেবতার ছেলে সব, খেয়ে সেই ফল,
হ'য়েছে সুশীল, শান্ত, স্বভাব-সরল।
চাহ কি তোমরা কেহ, সেই রম্য-ফল,
খেলে যাহা পায় নর, দেবতার বল ?
যদি কোন সুচতুর, শিশু হেথা থাক,
এ সময় যত্ন ক'রে, ফল নিয়ে রাখ,
দিব আমি সেই ফল, তোমা সবাকারে,
তুষ্ট হ'য়ে লও এই, দিব্য-উপহারে।
ভুলিয়ে ভবের জ্বালা, ধ্যান-মগ্ন হ'য়ে,
একদা ছিলাম যবে, নিশীথ-সময়ে,
পরম সুন্দর শিশু, মোরে দেখা দিয়ে,
রেখে গেছে ফলগুলি, এ কথা কহিয়ে :—
"শুন, শুন, মর্ত্ত্য-বাসী, শিশু-বন্ধু যত,
স্বর্গের এ ফল লও, যত পার তত ;
ছিছি, ছিছি, তোমরা ত ভকতি-বিহীন,
শ্রদ্ধা-হীন গুরুজনে, পাপ-পঙ্কে লীন ;
সত্য হ'তে মিথ্যা কথা, বেশী ভালবাস,
পরের বিপদ্ দেখে, মনে মনে হাস ;

কটু বই মিষ্ট-কথা, কভু নাহি বল,
মা'র কথা না শুনিয়ে, নিজ-পথে চল ;
কথায় কথায় কর, ক্রোধ-অহঙ্কার,
বুঝি বা তোমরা নও, সৃষ্ট বিধাতার !
তোমাদের ব্যবহারে, ব্যথা পে'য়ে মনে,
দেবের বালক আমি, এসেছি গোপনে ;
লও ফল সুমধুর, অতীব যতনে,
যত পার খাও নিজে, দাও বন্ধুগণে ;
এ ফলের মধুরতা, কভু কমিবে না,
এখন না খে'লে ফল, আর পাইবে না ;
এখন যে খাবে ফল, পরেও সে পাবে,
মন-সুখে সেই জন, জীবন কাটাবে।
লও ভক্তি, লও প্রীতি, দয়া, ক্ষমা, ধৃতি,
বিবেক, সন্তোষ আর, শ্রদ্ধা, শান্তি, স্মৃতি ;
লও ফল সহিষ্ণুতা, আর কৃতজ্ঞতা,
যত পার খাও ফল, নামে সুশীলতা ;
লও ফল উপাদেয়, সত্য-সরলতা,
বড় ভালবাসে ইহা, স্বর্গের দেবতা ;
দেবের বালক মোরা, এই ফল খেয়ে,
উন্নত হ'য়েছি এত, তোমাদের চেয়ে।
যদি কেহ "স্বর্গ-সুখ" পাইবারে চাও,
যত্ন ক'রে এ সময়, ফলগুলি খাও।

স্বর্গের এ ফল খে'লে, দেব-শিশু হবে,
ধরা-ধাম স্বর্গ হবে, এমন না রবে ;
এক সঙ্গে মোরা সবে, তা হ'লে খেলিব ;
স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যে এক, সিঁড়ি দিয়ে দিব।
মর্ত্ত্য-বাসী যত লোকে সেই সিঁড়ি দিয়ে,
লয়ে যাব দিব্য-ধামে, আদর করিয়ে ;
অতএব ভ্রাতৃ-গণ, খাও এই ফল,
এ শুভ-সঙ্কল্প মোর, হউক সফল।"

বালকগণ বলিল, "এটি, বাস্তবিক, 'অপূর্ব্ব-উপহার ;' 'ধরা-ধাম স্বর্গ হ'বে, এমন না রবে,' আমরা তদনুরূপই কার্য্য করিব।"

নারায়ণ বলিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক ; অভিনব-ভারতের অভিনব-ভাব বিলুপ্ত দেখিয়া, আমরাও ধন্য হইব। ভারত-উদ্যানে, ফল-চ্ছায়া-সমন্বিত মহাপুরুষরূপ মহা-বৃক্ষ রোপণের জন্য. আমরা ব্যাকুল হইয়াছি ; ভগবান্ তোমাদিগকে, সেই মহা-তরু-রূপে পরিণত করুন।"

অনন্তর বালকগণ, দেবগণের পদ-ধূলি লইল এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্ব গৃহে গমন করিল।

শিশু-হৃদয়ে ঋষি-মাহাত্ম্যের বীজ অঙ্কুরিত দেখিয়া, দেবগণ আশ্বস্ত হইলেন এবং যে দেশের বালকগণ দেবভাবাপন্ন, সে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবি, ইহা চিন্তা করিতে করিতে, প্রফুল্ল-মনে বৈকুণ্ঠ-ধামে যাত্রা করিলেন।

সমাপ্ত।